তিন নম্বর চিঠি

প্রচেত গুপ্ত

কিছু চিঠি রেখে
দেওয়া যায়, কিছু চিঠি ফেলে
দেওয়া যায়। আরও একরকম চিঠি আছে,
যা রাখা যায় না, আবার ফেলাও যায় না। এটাই
তিন নম্বর চিঠি। এই কাহিনির নায়ক
সাগর পেয়েছে সেই তিন নম্বর
চিঠি। কে এই চিঠি লিখেছে ?
কী আছে সেই চিঠিতে ?
কেন লিখেছে ?

তিন নম্বর চিঠি

প্রচেত গুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

TIN NUMBER CHITHI
A Bengali Novel by PRACHETA GUPTA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241 2330, 2219 7920 Fax (033) 2219 2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
Rs. 60.00

ISBN 978-81-295-0750-1

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৮, মাঘ ১৪১৪

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

৬০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

লেখার ব্যাপারে ওরা যে আমাকে কত উৎসাহ দেয় তা বলে বোঝানো যাবে না। লিখতে না বসলে বকাবকি করে। কেউ বিরক্ত করলে রে রে করে তেড়ে যায়। লেখার নিন্দা মন্দ করলে পাঠককে চোখ পাকায়। আমি জানি, ওরা পাশে না থাকলে আমার লেখাই হত না। সমস্যা শুধু একটাই। আমার লেখা পড়তে বললেই ওদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু! যেন বিরাট বিপদে পড়েছে। দু-একটা পাতা উল্টে বই উঁচুর দিকে কোনও তাকে তুলে রাখবে। যাতে দেখা যায়, কিন্তু সহজে নামানো না যায়।

আমার দাদা পূষণ গুপ্ত এবং ভাই পুষ্কর গুপ্ত এই বইটি পড়বে বলেও মনে হচ্ছে না।

চিঠি হয় দু'রকমের। রেখে দেওয়া চিঠি এবং ফেলে দেওয়ার চিঠি। এ ছাড়াও কারও কারও আছে আরও একরকম চিঠি আসে। তিন নম্বর চিঠি। তিন নম্বর চিঠি খুবই সমস্যা করে। সেই চিঠি রাখাও যায় না আবার ফেলাও যায় না।

আমি তিন নম্বর চিঠি পেয়েছি। এই চিঠি আমাকে যথেষ্ট সমস্যায় ফেলেছে।

ঘটনা একটু গোড়া থেকেই বলি।

প্রবাদ আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। আজকাল তাই আমি সন্ধেটা বাড়ির বাইরে কাটাতে চেষ্টা করছিলাম। সব দিন যে পারছিলাম এমন নয়। তবে কিছুদিন পারছিলাম। তিন বাড়িতে টিউশন, বইপাড়ায় প্রুফ দেখার পরও যেদিন দেখি সন্ধে কাটেনি সেদিন সোজা চলে যাচ্ছিলাম গঙ্গার ধারে, জাদুঘরের বারান্দায় অথবা চক্ররেলের স্টেশনে। এসব জায়গায় বসে সন্ধে হওয়া দেখতে চমৎকার লাগে। মনে হয় কে যেন আঁজলা করে খানিকটা অন্ধকার ভারি যত্নে ফেলছে কলকাতার ওপর! ভাবছিলাম, কটা দিন সুন্দরবন বা বেতলার জঙ্গলে গিয়ে পা ঢাকা দেব। খরচাপাতি নিয়ে চিন্তা নেই। সামান্য টাকা পকেটে পুরে বড় ধরনের ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার মধ্যে শুধু রোমাঞ্চ নয়, একটা নির্মল প্রশান্তিও রয়েছে। বাড়ির বাইরে পা দিলেই নিজেকে কেমন দার্শনিক দার্শনিক মনে হয়। যদিও জঙ্গলে পালানোর পেছনে অন্য কারণ আছে। বাঘের হাত থেকে বাঁচা। শুনেছি জঙ্গলে আজকাল হু-হু করে বাঘ কমছে। বছর শেষে গোনাগুনতির সময় সংখ্যায় জল মেশাতে হচ্ছে। বাঘেরা পর্যন্ত আপত্তি তোলার জায়গায় চলে এসেছে। বলা যায় না হয়ত কোনওদিন ওরা প্রতিবাদ মিছিল বের করবে। জমায়েত ডাকবে ক্যানিং রেল স্টেশনের মাঠে। টিভি চ্যানেলগুলো লাইভ টেলিকাস্ট করবে।

'ময়লদা শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ ময়লদা? হ্যালো, হ্যালো আমি মঞ্জুলিকা

BanglaBook.org

বলছি। আমি মঞ্জুলিকা হ্যালো হ্যালো। প্রিয় দর্শকমণ্ডলী, সুদূর ক্যানিং থেকে আজ আমরা আপনাদের বাঘেদের...।'

মোদ্দা কথা জঙ্গলে আর বাঘের সেই ভয় নেই। বাঘের ভয় আছে আমার বাড়িতে। আমি যে বাড়িতে ভাড়া থাকি সেই বাড়িতে। আর এই কারণেই আমার রাত করে বাড়ি ফেরা। ফেরার আগে গলির মুখে পটলবাবুর হোটেল থেকে রাতের খাবার কিনে নিই। পটলবাবুর হোটেলের নাম 'মাছ-ভাতের হোটেল'। মজার কথা হল, এখানে ভাতও পাওয়া যায় না, মাছও পাওয়া যায় না। শুধু রুটি, তরকারি আর ডালের ব্যবস্থা। শনিবার করে ডিমের ঝোল হয়। তিনটের বেশি রুটি নিলে আধখানা পেঁয়াজ ফ্রি। আমি বেশিরভাগ দিনই কাগজে মুড়ে চারটে রুটি আর মাটির ভাঁড়ে হয় ডাল, নয় তরকারি নিয়ে নিই। ইচ্ছে থাকলেও একসঙ্গে দুটো নিতে পারি না। যারা এখানে ধার বাকিতে খাবার কেনে তাদের জন্য পটলবাবু মিল পিছু মাত্র একটা করে ভাঁড় বরাদ্দ করেছেন।

সেদিন রুটির মোড়ক হাতে বাড়িতে পা দিয়েই মনে হল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। গোলমালটা কী?

অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের সামনে আসতে ঘটনা পরিষ্কার হল। যাবতীয় প্রবাদ মিথ্যে প্রমাণ করে, এত রাতে আমার ঘরের সামনে মোড়া পেতে 'বাঘ' বসে আছে। শুধু বসে আছে না, একটা তাল পাখার হাতপাখা নেড়ে সেই 'বাঘ' হাওয়া খাচ্ছে! পাখায় আওয়াজ হচ্ছে ফস্ ফস্ ফস্...।

এই বাঘের নাম শ্রীগোকুলচন্দ্র বড়াল। ইনি আমার বাড়িওলা। এ কথা সকলেরই জানা যে সাত মাস ভাড়া বাকি থাকলে বাড়িওলা আর বাড়িওলা থাকে না, 'বাঘ' হয়ে যায়। ভাড়াটে দেখলেই মুখ খিঁচিয়ে নখ, দাঁত বের করে। গোকুলবাবুও দাঁত বের করলেন। তবে মুখ খিঁচিয়ে নয়, একগাল হেসে।

'বাবা সাগর, এই ফিরলে বুঝি বাবা?'

আমি ভয় পেলাম। এই সময় বাড়িওলার হাসি অতি মারাত্মক জিনিস। মনে হয়, ড্রাকুলা হাসছে। শুধু মনে হয় কেন, এই সময় যদি বড় হাঁ করিয়ে মানুষটার দাঁতের পাটি পরীক্ষা হয়, তাহলে নির্ঘাত দেখা যাবে ফিফথ্ আর এইটথ্ ক্যানেল দুটো ড্রাকুলার রক্ত চোষা দাঁতের মতো একটু বড়ও হয়ে গেছে। সাধারণত এই পরীক্ষার সাহস কোনও ভাড়াটেই পায় না। যাই হোক, আমার হৃৎপিণ্ড থমকে দাঁড়াল। গোকুলবাবু কি আজ রাতেই ঘর ছেড়ে দিতে বলবেন? বলতেই পারেন।

'বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এখনই। মালপত্র যা আছে, নিয়ে কেটে পড় বাপু।'

BanglaBook.org

একথা বলার পক্ষে সাত মাসের ভাড়া বাকি মোটেও কম সময় নয়।

সত্যি কথা বলতে কী, এই কথাটা না শোনার জন্যই কদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ ধরা পড়ে গেলাম। সন্ধের বদলে 'বাঘ' চলে এসেছে গভীর রাতে! একটা কিছু বলে ম্যানেজ করতে হবে। করতেই হবে। এই রাতে বাড়ি থেকে বের করে দিলে কেলেঙ্কারি। গঙ্গার ধারে মাঝরাতে একা গিয়ে বসা যায়, কিন্তু আলনা, তক্তপোশ নিয়ে গিয়ে কি বসা যায়? সেক্ষেত্রে টহলদারি পুলিসের রিঅ্যাকশন কী হতে পারে? আলনা চোরদের প্রতি পুলিসের আচরণ কেমন?

আমি বড় করে হাসলাম। বানানো হাসি। বানানো হাসি সব সময় সত্যি হাসির থেকে বড় হয়। বললাম, 'হ্যাঁ, মেসোমশাই, এই ফিরলাম। তবে বেরিয়ে যাব আবার।'

গোকুলবাবুও হাসলেন। আশ্চর্যজনকভাবে সেই হাসি দেখতে মধুর!

'এত রাতে আবার কোথায় বেরোবে ভাই? রাত-বিরেতে শহরের পথঘাট ভাল নয়।'

কখনও 'বাবা', কখনও 'ভাই' সম্বোধন ঘাবড়ে দিচ্ছে। লোকটা হাসছে কেন? পেছনে নিশ্চয় বড় কোনও কান্নাকাটির ব্যাপার আসছে। কথায় আছে, হাসির পর কান্না। বেশি হাসির পর নিশ্চয় বেশি কান্নাই আসবে। মনকে শক্ত করে গোকুলবাবুর কায়দায় মধুর করে হাসার চেষ্টা করলাম। একেবারেই হল না। আসলে রুটির প্যাকেট আর তরকারির ভাঁড়টা ঝামেলায় ফেলছে। এগুলো রাখব কোথায়? রুটিটা না হয় প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু ভাঁড়? বন্দুক থেকে ঘুষ— পৃথিবীর বড় বড় সবকিছু পকেটে লুকোনোও যায়। সামান্য তরকারির ভাঁড় লুকোনো যায় না। গলা ঝাড়া দিয়ে বললাম, 'আর বলবেন না মেসোমশাই, আজ আবার নাইট ডিউটি পড়ে গেল। কাজের বড্ড চাপ, ওভারটাইম করতে হচ্ছে। তবে ওই একটা নিশ্চিন্তি, টাকাটা বেড়েছে। বুধবার নাগাদ বেতন পেয়ে যাব। রাতের দিকেই পাব মনে হয়। ঠিক করেছি, অত রাতে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। বৃহস্পতিবার একেবারে ভোরে আপনি ঘুম থেকে উঠলে ওপরে গিয়ে ভাড়া দিয়ে আসব।'

গোকুলবাবু চোখ সরু করে মন দিয়ে পুরো কথাটা শুনলেন। তারপর একটা কথাও না বলে আবার হাত পাখা নেড়ে হাওয়া শুরু করলেন। এই লক্ষণ ভাল নয়। মিথ্যে ধরে ফেললে মানুষ অনেক সময় চুপ মেরে যায়। গোকুলবাবুর ক্ষেত্রে নিশ্চয় সেটাই হল। আমি আরও একটু নার্ভাস হলাম। বললাম, 'ভাল আছেন মেসোমশাই? মাসিমার সাইটিকার ব্যথাটা কমেছে?'

আসলে আমি হাবিজাবি বকে মানুষটার মন অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছি। পরের

BanglaBook.org

মিথ্যেটা বানিয়ে ফেলার জন্য খানিকটা সময় দরকার।

'বাবা সাগর, সামান্য বাড়ি ভাড়ার জন্য রাতদিন তোমাকে আর এত পরিশ্রম করতে হবে না। মিথ্যে বলার পরিশ্রম, আবার পালিয়ে বেড়ানোর পরিশ্রম। তোমার ডবল খাটুনি হয়ে যাচ্ছে। তাই অনেক ভেবে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই সিদ্ধান্তটা তোমাকে জানাবার জন্যই এত রাত পর্যন্ত আমার এখানে বসে থাকা। দরকার হলে সারারাত বসে থাকতাম। উফ্, গরমটা কেমন পড়েছে দেখেছ? পড়বারই কথা। সেদিন কাগজে পড়লাম, থর ডেসার্ট নাকি প্রতি বছর এক ইঞ্চি করে বাড়ছে! ভাবতে পার প্রতি বছর এক ইঞ্চি! কলকাতায় আসতে কীরকম সময় লাগবে হিসেব করে বোল তো।'

আমি এবার দু'পা এগিয়ে এলাম। বললাম, 'বলব মেসোমশাই, নিশ্চয় বলব। তবে আপনি দয়া করে আজই কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন না। বিশ্বাস করুন, বৃহস্পতিবারই আপনি ভাড়া পেয়ে যাবেন। বকেয়া সাত মাস তো পাবেনই, মনে হচ্ছে দু-এক মাস অগ্রিমও দিয়ে দিতে পারি। বৃহস্পতিবার ভোরের ফ্লাইটেই আমার এক বান্ধবী স্টেট্স থেকে আসছে দীপা। দীপা ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে। কেমিস্ট্রিতে তাক লাগানো রেজাল্ট ছিল। রেজাল্ট বের হল আর আমেরিকা টুক্ করে তুলে নিয়ে চলে গেল। জানেন তো মেসোমশাই, এখানকার ব্রিলিয়ান্ট ছেলেমেয়েদের ওপর আমেরিকার কনস্টান্ট ওয়াচ থাকে। কেউ পালাতে পারে না। এখানে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়লেও ওখানে গিয়ে দীপা লাইন বদলেছে। মিশিগানে ইন্টিরিয়র ডিজাইনে ফাটাফাটি কাজ করছে। ওর স্পেশালাইজেশন হল বাথরুম ডিজাইন। মূলত কমোড নিয়ে ওর কাজ। আপনি তো জানেনই মেসোমশাই বাইরে সবাই স্পেশালাইজেশনে বিশ্বাস করে। সেখানে আমাদের মতো সবজান্তাগিরি চলে না। সেই সুযোগটাই নিয়েছে দীপা। ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে সে, কোন দুঃখে সুযোগ হাতছাড়া করবে বলুন? বাথরুমে কমোডের পজিশন, রঙ, মেটিরিয়াল নিয়ে জোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেদিন শুনলাম ফার্মটার্ম খুলে নাকি হইচই কাণ্ড বাধিয়েছে। ওখানে কোন লোকাল পেপারে ইন্টারভিউও বেরিয়েছে। সঙ্গে দীপার হাসিমুখের ছবি। ছবির তলায় ক্যাপশন 'কমোড-কুইন অব মিশিগান'। আমি মেল করে ইন্টারভিউটা পাঠাতে বলেছি। এলে অবশ্যই আপনাকে দেখাব।'

কথা থামিয়ে অল্প ঘাড় কাত করে হাসলাম। উত্তরে গোকুলচন্দ্র বড়াল কাশলেন। খুক খুক আওয়াজ হল। দম নিয়ে আমি ফের শুরু করি। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে।

'তা হলে আপনাকে সবটা খুলেই বলি। আপনি তো বাইরের কেউ নন, আপনাকে লজ্জা কী? কোনও লজ্জা নেই। ঘটনা হয়েছে কী জানেন মেসোমশাই,

BanglaBook.org

ওই দীপাকে আমি একসময় কিছু টাকা ধার দিয়েছিলাম। অনেক আগে। সেই কলেজে পড়ার সময়। এতদিন পরে সে সব কথা আমি বেমালুম ভুলে গেছি, কিন্তু ওর মনে আছে। ভাল মেয়ে তো তাই উপকারের কথা মনে আছে। দীপা জানিয়েছে, কলকাতায় এসেই টাকাটা শোধ দিতে চায়। ঠিক করেছি, সেদিন একেবারে এয়ারপোর্টেই চলে যাব। ওকে রিসিভ করাও হবে আবার টাকাটাও নেওয়া হবে। সমস্যা একটাই, ফট্ করে ডলার না দিয়ে বসে। মেসোমশাই, আপনার কি ডলার অ্যাকাউন্ট আছে?'

কথা শেষ করে আমি অধীর আগ্রহে বাড়িওলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। টানা এতটা মিথ্যে বলে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। গোকুলবাবু শেষবারের মতো হাসলেন। ঠোঁটের ফাঁকে সেই হাসিটা ধরে রেখে মোড়া থেকে উঠলেন। হাতপাখা নাড়ানো বন্ধ করেছেন।

'সাগর, তোমার মিথ্যে বলার ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তুমি হলে ব্রিলিয়ান্ট মিথ্যেবাদী। আমেরিকা যে কেন তোমার ওপর কোনও ওয়াচ রাখেনি সেটাই আশ্চর্যের। এ দেশ তোমার জন্য নয়। যাই হোক, রাত বাড়ছে। এবার তুমি আমার সিদ্ধান্তটা শুনে নাও। আমি ঠিক করেছি, যতদিন তুমি ভাড়া দিতে না পার ততদিন আমি তোমার ঘরে তালা দিয়ে রাখব। এর জন্য বিকেলে ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে একটা তালা কিনে এনেছি। খারাপ তালার দুটো করে চাবি থাকে। একটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। যার জন্য তালা, চাবি হয়ত তার কাছেই চলে গেল। ব্যস্, তখন তালা হয়ে যায় নিরর্থক। ভাল তালার চাবি হয় মাত্র একটা। এই যে তালাটা তুমি এখন তোমার ঘরের দরজায় আটকানো দেখছ সেটা হল ভাল তালা। এর চাবি মাত্র একটা এবং সেটা এখন আমার পকেটে। তুমি ঘরে ঢুকতেও পারবে না, আবার মালপত্র নিয়ে পালাতেও পারবে না। তোমার মালপত্রও সেফ রইল, আবার আমিও সেফ রইলাম। ব্যবস্থা কেমন বল? তোমাকে তাড়ানোও হল না, আবার রাখাও হল না।'

মুখ ফিরিয়ে দেখি, সত্যি ঘরে তালা ঝুলছে! ভাল তালা নয়, আমার চেহারার মতোই রোগাভোগা। না, আর কিছু করার নেই। সব কায়দাই ফেল করল। তাও শেষ চেষ্টার জন্য খড়কুটো চেপে ধরতে গেলাম। মানুষ কি এরকমই করে? শেষ নিঃশ্বাস জেনেও আরও একবার বাতাস নেওয়ার জন্য হাঁ করে?

'মেসোমশাই, তালা মনে হচ্ছে ভাল নয়। টেনেটুনে দেখে নিয়েছেন তো?'

'তালা নিয়ে তোমার কোনও চিন্তা নেই সাগর। সিকিউরিটি হল টপ প্রায়োরিটির ব্যাপার। তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করতে যেও না। এবার তুমি

BanglaBook.org

ধরা পড়ে গেছ।'

আমি খানিকটা কাতর ভঙ্গিতে বললাম, 'আমি বলছিলাম কী মেসোমশাই, আজকের রাতটার জন্য একটা কনসিডার করলে হত না? একবস্ত্রে বেরিয়ে যাওয়াটা কেমন হবে? খুবই নিষ্ঠুর ঘটনা হবে।'

গোকুলবাবু চোখ বড় করে বললেন, 'কী বলছ সাগর! পৃথিবীর বহু বড় বড় মানুষ একবস্ত্রে ঘর ছেড়েছেন। গৌতম বুদ্ধের কথাই তুমি ভাব না। অতিরিক্ত বস্ত্র তো দূরের কথা, স্ত্রী-পুত্রই পড়ে রইল, তিনি গৃহত্যাগ করলেন। আহা! তারপর ধর গিয়ে তোমার সম্রাট অশোক। একবস্ত্রে বেরিয়ে গেলেন ধর্ম-প্রচারে। যাননি?'

'আমাকে কি আপনি ওদের মতো হতে বলছেন মেসোমশাই?' খানিকটা বিরক্ত হয়েই বললাম।

'না, বলছি না। আমি অতবড় উজবুক নই যে তোমার মতো একজন কর্মহীন, ফালতুকে ওদের মতো হতে বলব। তোমাকে একবস্ত্রে ঘর ছাড়তে হবে না। তুমি এখন থেকে ওপরে আমাদের সঙ্গে থাকবে। তোমার মাসিমা সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে ভাল ছেলের মতো চলে এস দেখি। রাত অনেক হয়েছে, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রসিকতা করার মতো সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।'

ওপরে থাকব? ওপরে থাকব মানে? নিশ্চয় আরও কোনও ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা আছে। গোকুলবাবুর কাজের লোক শম্ভুর চেহারা ষণ্ডামার্কা। মারধর দেবে নাকি? নাকি মাঝ সিঁড়ি থেকেই ধাক্কা মারবে? ছাদে তুলে ফেলে দিতেও পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। আমি এখন কী করব? পালাব? সেটা কি ঠিক হবে? মনে হয় না ঠিক হবে। এত রাতে এক যুবক কলকাতার রাজপথ দিয়ে হাতে তরকারির ভাঁড় নিয়ে ছুটছে—দৃশ্যটা কেমন হবে?

আমি বন্দীর মতো গোকুলবাবুর সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। এমনি বন্দী নয়, অনশন-বন্দী। উঠোনের একপাশে রাখা ময়লা ফেলার টবে হাতের রুটি আর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলেছি। মনে মনে আরও বড় বিপদের জন্য তৈরি হচ্ছি। এই সময় খাওয়া অতি তুচ্ছ ঘটনা।

গোকুলবাবু আমাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন একেবারে তিনতলায়। ছাদের ঘরে। আর সেই ঘরে ঢুকেই চমকে গেলাম! এ কী! এটা কী দেখছি! যা দেখছি তা কি সত্যি?

ঘোর কাটতে সময় লাগল।

BanglaBook.org

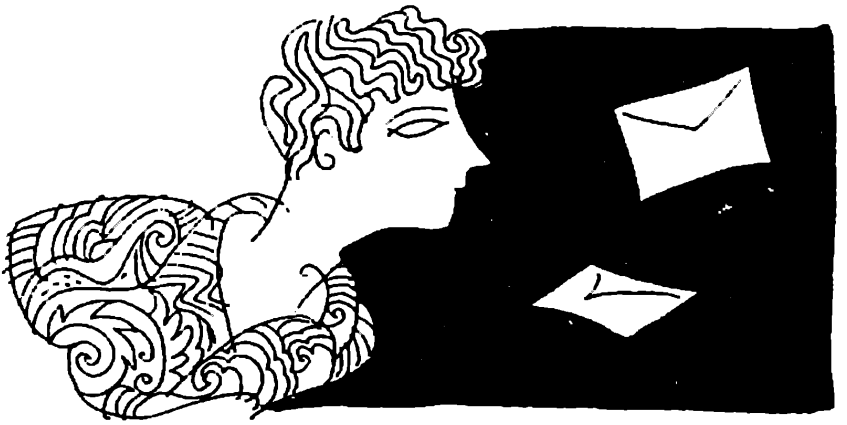

দুই

ছাদের ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে। সিঙ্গল খাটে পাট-ভাঙা সাদা চাদর। মাথার বালিশে নতুন ওয়াড়। ওয়াড়ের কোণে ফুলকাটা নকশা। খাটের পাশের টেবিলে প্লাস্টিকের জগে জল। সঙ্গে উল্টানো গ্লাস। মাথার ওপরে ফ্যান তো ঝুলছেই, তা ছাড়া পায়ের কাছে টুলের ওপর আরও একটা টেবিল ফ্যান ঘুরছে বনবনিয়ে। সম্ভবত 'তেলা মাথায় তেল' দেওয়ার মতো 'হাওয়া মাথায় হাওয়া' দেওয়ার আয়োজন। রক্ষা একটাই। এই পাখার হাওয়া কম, আওয়াজ বেশি।

এ যে এলাহি কারবার! বাপরে, শুধু আমার জন্য!

শুধু ঘর নয়, খানিক পরেই শম্ভু এল হাতে খাবার প্লেট নিয়ে! আমার দিকে আগুন দৃষ্টি হেনে টেবিলে রেখে গেল 'ঠকাস্' আওয়াজে। এসব কী হচ্ছে! আমার শুধু লজ্জা করছে না, ভয়ও পাচ্ছি। ফাঁসির আগের যত্নআত্তির কথা অনেক পড়েছি, কিন্তু ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার আগে বন্দীকে কেমন খাতির করা হয় সে কথা জানি না। কাঁপা হাতে প্লেটের ঢাকনা তুললাম। দারুণ! দুর্দান্ত! ধোঁয়া-ওঠা গরম রুটি, পোস্তর তরকারি আর ডিমের ডালনা। ডিমের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে হাঁসের ডিম। শম্ভু আমার অপরিচিত কেউ নয়। সে বাড়িওলার কাজের লোক। উঠতে নামতে প্রায়ই দেখা হচ্ছে। আমি 'হেঁ হেঁ' ধরনের কায়দায় বললাম, 'কী ব্যাপার রে শম্ভু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শম্ভু ধমক মেরে বলে, 'এতে আবার বোঝা-না-বোঝার কী আছে? রুটি, ডিমের ডালনা তো এইট ক্লাসের অঙ্ক নয় যে খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে, ভাগ হবে না যোগ হবে। কথা না বাড়িয়ে খেয়ে ফেলেন। অনেক রাত হয়েছে। আপনার সঙ্গে ফালতু কথা বলার টাইম নেই। যতসব আদিখ্যেতা।

BanglaBook.org

মাঝরাতে ভাড়াটেকে তুলে এনে এ কী কাণ্ড শুরু হয়েছে? খাওয়ার পর বাসনটা সিঁড়ির কাছে নামিয়ে দেবেন। ইচ্ছে করলে বাথরুমে গিয়ে দু'মগ জল গায়ে ঢেলে নিতে পারেন। তবে বেশি জল খরচ করবেন না। ভাড়াটেদের জল খরচের হাত বেশি।'

কথার ভঙ্গি খুবই অপমানজনক। কিন্তু শম্ভুর কথায় আমার অপমান হল না। বাড়িওলার কাজের লোক ভাড়া-বাকি পড়া ভাড়াটের সঙ্গে এর থেকে অনেক বেশি খারাপ ভঙ্গিতে কথা বলে। এ তো কিছুই নয়। তুচ্ছেরও তুচ্ছ। তা ছাড়া বেচারিকে ডবল খাটতে হচ্ছে। একটু গজগজ তো করবেই। কিন্তু ব্যাপারটা কী? এসবের মানে কী? রাতে ছাদ থেকে না ফেললেও কাল সকালে নিশ্চয় এরা আমাকে পুলিসের হাতে দেবে। চুরি টুরির একটা মিথ্যে কেস থাকবে। পুলিস চিরকালই সত্যি চোরের থেকে মিথ্যে চোর ধরায় বেশি খুশি হয়। যা হয় হবে। সামনে খাবার ফেলে রেখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসার মতো ক্ষমতা সাগরবাবাজির এখনও হয়নি। খিদেতে পেট জ্বলছে। চট করে বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে এলাম। বাথরুমেই তোয়ালে, কাচা পাজামা, ফতুয়া ঝুলছিল। সঙ্গে মোড়কে নতুন সাবান। আমি সাবান দিয়ে ভাল করে স্নান সারলাম। সঙ্গে গুন গুন করে দেশাত্মবোধক গান।

ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গ নারী কভু হাতে আর প'রো না/জাগো গো ও জননী, ও ভগিনী মোহের ঘুমে আর থেক না। ছেড়ে দাও...

লক্ষ্য করে দেখেছি, যাদের নতুন সাবান মাখার সুযোগ কম তাদের ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নতুন সাবান ভাল কাজ দেয়।

খাওয়া সেরে খাটের ওপর বসে পা দোলাতে লাগলাম। রুটি সংখ্যায় বেশি ছিল। আহা, যত্ন করে দিয়েছে, ফেলতে খারাপ লাগে। পেটটা একটু ভার ভার লাগছে। একটা পান পেলে ভাল হত। পান চাওয়া কি ঠিক হবে? কথাটা ভেবেই নিজেরই লজ্জা করল। আসলে কেমন একটা 'নেমন্তন্ন বাড়ি, নেমন্তন্ন বাড়ি' লাগছে। ভয় ভয় ব্যাপারটাও কেটে গেছে। কাল কী হবে, গোকুলবাবু মারধর দেবেন না পুলিসে পাঠাবেন এ-সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছে না। মনের ভেতরে একটা দার্শনিক ভাব জেগেছে। মনে হচ্ছে, সপ্তম আশ্চর্যের তালিকায় নাম নেই, তবু পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিসটির নাম হল 'মানবজীবন'। বাড়িওলা ঘর থেকে বের করে জামাই আদর করে নিজের ঘরে এনে তুলেছে। এরপরও জীবন আশ্চর্য না হলে আর কী আশ্চর্য হবে?

পা দোলাতে দোলাতেই চারিদিকে তাকালাম। অদ্ভুত, মনেই হচ্ছে না, এই

BanglaBook.org

বাড়িরই একটা অংশে এতদিন কাটিয়েছি! বাড়িটাই যেন নতুন লাগছে। একই ছাদ, একই মেঝে অথচ মানুষের আচরণের কারণে কেমন বদলে গেছে! ঘরের একদিকে বড় জানলা। জানলা শেষ হলে ছাদ। বাঃ, এমন চমৎকার একটা ছাদ আছে জানা ছিল না তো! রাতে ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করলে কেমন হয়? কতকাল যে ছাদে পায়চারি করা হয়নি। আগামীকাল ফাঁসি না হলেও ভয়াবহ কিছু যে একটা ঘটবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই যত্নের বাড়াবাড়ি কখনও শুধু হতে পারে না। আজ রাতটা একটু এনজয় করে নেওয়া উচিত। মনু সংহিতায় লেখা আছে আনন্দের পরে আসে দুঃখ। দুঃখের আগে আনন্দ নিয়ে এলে কেমন হবে?

গোকুলবাবু ঘরে ঢুকলেন। এখন আর তাঁকে বাঘের মতো লাগছে না। লাগার কোনও কারণ নেই। ঘণ্টাখানেক আগে থাকলেও, এই মুহূর্তে আমি আর গোকুলবাবুর ভাড়াটে নই। আমি এখন এ বাড়ির অতিথি। গেস্ট।

'বসুন, মেসোমশাই। মাসিমা কি শুয়ে পড়েছেন?'

গোকুলবাবু বসলেন না। বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া ঠিক হয়েছে তো? শম্ভুকে বললাম, ছেলেটাকে একটু দুধ দিলে পারতিস। দুধের অনেকরকম গুণ। রাতের দিকে পারলে একটু করে দুধ খাওয়া অভ্যেস কোর বাপু।'

'করব মেসোমশাই। নিশ্চয় করব। তবে কী জানেন, দুধ তো আজকাল তেমন খাঁটি পাওয়া যায় না। তাই ভাবছি ক্ষীরের হ্যাবিট করলে কেমন হয়? এই ধরুন একটু ঘন ক্ষীর, অল্প মিষ্টি ফেলে এক চুমুকে মেরে দিলাম।'

'নাও, পান খাও।'

জীবনের মজা হল যত অবাক হতে চাও, প্রতি পদে পদে তার থেকে অনেক বেশি অবাক হতে হয়। ধরা যাক, আমি চাইলাম অবাক হব ছয়, হয়ে গেলাম আট। নইলে পানও জুটে যায়!

'সাগর, তুমি নিশ্চয় ভাবছ, কেন তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম? কেনই বা এত খাওয়ানো-দাওয়ানো? ভাবছ না? বাড়ি-ভাড়ার ইতিহাস যদি তুমি তন্নতন্ন করে ঘাঁট তা হলেও এরকম দৃষ্টান্ত তুমি পাবে না।'

'ভাবছিলাম মেসোমশাই, এখন আর ভাবছি না। মানুষের মহত্ত্ব নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই। সম্ভবত আপনি একটা ইতিহাস তৈরি করতে চাইছেন।'

'ওসব, বাজে কথা বাদ দাও। আমি আসলে তোমার ওপর একটা থেরাপি এক্সপেরিমেন্ট করছি। ভাড়া আদায়ের থেরাপি। ভাড়া আদায়ের অনেক পথ এতদিন বাড়িওলারা দেখিয়েছে। জল বন্ধ, ঘাড়ধাক্কা, মস্তান, পুলিস, কোর্ট। বহু

BanglaBook.org

ব্যবহারে এগুলির অবস্থা খুবই জীর্ণ। ম্যালেরিয়ার মশারা যেমন কুইনাইনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ভাড়াটেরাও এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। গায়ে মাখে না। তাই ভেবে দেখলাম যদি কিছু করতে হয়, তাহলে আর ও পথে হবে না, মনের দিক থেকে এগোতে হবে। তাই আমার থেরাপি অন্যরকম। তালা-থেরাপি। ভাড়াটের ঘরে তালা দিয়ে তাকে যত্নআত্তি করে রেখে দাও। প্রতি মুহূর্তে সে যেন তার তালামারা ঘরটা দেখতে পায়, অথচ ঢুকতে না পারে। এতে তার মনে একটা চাপের সৃষ্টি হবে। একটা সময় নিজেকে তার খাঁচায় বন্ধ জন্তুর মতো মনে হবে। শরীরটা মুক্ত কিন্তু মনটা বন্দী। এই জন্তু অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে তখন বাকি-পড়ে থাকা ভাড়া জোগাড়ের চেষ্টা করবে এবং এক সময় জোগাড় করেও ফেলবে। থেরাপিটা তোমার কেমন মনে হচ্ছে সাগর?'

গোকুলবাবুর কথায় আমি মুগ্ধ। এরকম একটা গোলগাল, ভুঁড়িসম্পন্ন মানুষ এমন একটা তত্ত্ব ভাবল কীভাবে!

'দারুণ মনে হচ্ছে মেসোমশাই। শুধু দারুণ নয়, অতিরিক্ত দারুণ।'

গোকুলবাবুর খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'থেরাপিটা যদি কাজ দেয় সাগর, তা হলে বাড়িওলা-ভাড়াটে সম্পর্কে একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।'

পিঠ সোজা করে বললাম, 'যাবে মানে? যাবেই যাবে। তবে মুশকিল হল আমার এখনও নিজেকে ততটা 'জন্তু জন্তু' মনে হচ্ছে না। তবে ঘাবড়াবেন না মেসোমশাই, সব ওষুধেরই কাজ করতে একটা সময় লাগে। কাল সকালে হয়ত মনে হবে। দরকার হলে আমি না হয় নিচে নেমে বন্ধ ঘরের সামনে খানিকটা ঘুরে বেড়াব। চোখের সামনে তালামারা ঘরটা দেখলে হয়ত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন শুরু হবে।'

গোকুলবাবু বললেন, 'এই তো গুড বয়ের মতো কথা।'

এরপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন। খামটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার নামে আজ একটা চিঠি এসেছে। নাও ধর। সাগর, মনে রেখ, এটাই তোমার শেষ চিঠি পাওয়া। কাল থেকে তোমার লেটার বক্সেও আমি টিপ তালা মেরে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তুমি বক্সের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখতে পাবে তোমার নামে সেখানে চিঠি পড়ে আছে, কিন্তু নিতে পারবে না। পড়তে ইচ্ছে করবে, পারবে না। প্রথমে মনে একটা অস্বস্তি হবে। তারপর সেটা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। মনে হবে, লেটার বক্সটা ভেঙে ফেলি। সাহসে কুলোবে না।' গোকুলবাবু দম নিতে একটু থামলেন। বললেন, 'ব্যাটারা পানে বেশি খয়ের দিয়েছে। হারামজাদা। খয়ের কি সস্তা? পয়সা

BanglaBook.org

লাগে না? নাও শুয়ে পড় সাগর। রাত অনেক হল। শুভরাত্রি।'

গোকুলবাবু চলে গেলে প্রথমে ঘরের দরজা দিলাম। তারপর খামটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। আমার নামে বড় একটা চিঠি আসে না। দেশের বাড়ি থেকে মা মাঝে মধ্যে লেখে। সে চিঠি কয়েক লাইনের– সাগর, কেমন আছিস? কাজকর্মের কোনও খবর হল? হলে জানাবি। এতবড় ছেলের বেকার থাকা ভাল দেখায় না। তোর বাবা চিন্তায় থাকে। মেজদা বলেছে, কম্পিউটারটা শিখে নিলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারে। কম্পিউটার শিখতে আজকাল নাকি তেমন খরচখরচা নেই। একবার চেষ্টা করে দেখ। ঠিক সময় খাওয়া দাওয়া করবি। খালি পেটে থাকিস না। পকেটে বিস্কুট রেখে দিস।

এ চিঠি সেরকম নয়। খাম দেখেই বুঝতে পারছি। খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করলাম এবং চমকে উঠলাম।

এই সেই তিন নম্বর চিঠি। সম্ভবত পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম। সাদা ফুলস্কেপ কাগজে যত্ন করে লেখা মাত্র দুটো শব্দ–

'খুব খুঁজছি।'

প্রেরকের নাম, ঠিকানা কিছুই নেই। খামের ওপর পোস্টাপিসের স্ট্যাম্প ঝাপসা। সেখান থেকে যে কিছু বুঝব সে সুযোগও রাখেনি। চিঠিটা আমি একবার পড়লাম, দু'বার পড়লাম, তিনবার পড়লাম। হাতের লেখা নারী না পুরুষের ধরতে পারছি না। কে আমাকে খুঁজছে? কেন খুঁজছে? এ কী ধরনের জ্বালাতন? একজন খুব খুঁজছে, কিন্তু কে খুঁজছে, কেন খুঁজছে জানতে পারছি না! এ তো কঠিন শাস্তি!

অনেক রাত পর্যন্ত চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে থাকলাম। ভাড়া, বাড়িওলা, ঘরে তালা– সব ভুলে গেছি। মাথার মধ্যে শুধু ঘুরছে– খুঁজছি। তোমাকে খুঁজছি। মারাত্মক! ভয়ঙ্কর!

আরও খানিকক্ষণ বসে থাকার পর ঠিক করলাম, না, এভাবে চলবে না। এই অস্বস্তি থেকে মুক্তির একটাই পথ। পত্রপ্রেরককে খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা অসম্ভব, তবু করব। কাল সকালেই মনে মনে একটা লিস্ট করে ফেলব। সম্ভাব্য নামের তালিকা। সেই তালিকা ধরে খোঁজ শুরু করতে হবে।

গভীর রাতে ছাদে পায়চারি করতে যাওয়ার সময় কী মনে হল, বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে গেলাম। অল্প হাওয়ার মতো রয়েছে। হাওয়া নয়, হাওয়ার রেশ। ছাদের মেঝেতে চাদর পেতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়তেই আকাশ ভরা তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকের ওপর। প্রকৃতির এই একটা দোষ। সে মানুষের

BanglaBook.org

বাছবিচার করতে শেখেনি। নইলে বড়লোক বাড়িওলার আকাশ কখনও গরিব ভাড়াটের কাছে আসে? এসে বলে—

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে/কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে।/সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে—/ রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকলখানে...

আহা, বেঁচে থাকা এত আনন্দের!

BanglaBook.org

তিন

টেলিফোন বেজে যাচ্ছে অথচ কল্যাণ ধরছে না। এরকম হওয়ার কথা নয়। কল্যাণের টেবিলেই টেলিফোন। বাজলেই সে ধরে। এর কারণ টেলিফোন নয়, তার বউ চন্দ্রা। চন্দ্রার একটা দোষ হল সে টেলিফোন করেই হড়বড়িয়ে কথা বলতে থাকে। তার মাথাতেই থাকে না সে একটা অফিসে টেলিফোন করছে। সেখানে তার স্বামী ছাড়াও অন্য কেউ ফোনটা ধরতে পারে। তার ধারণা, কল্যাণই কেবল রিসিভার তুলবে। 'হ্যালো' না বলেই চন্দ্রা কথা শুরু করে। তাও আবার সাধারণ কথা নয়। প্রাইভেট সব কথা। যেমন জানলা দিয়ে মাছের আঁশ ফেলা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া, বুনির অঙ্কে তিন পাওয়া, বুড়ো বয়সে কল্যাণের মেজমামা কোন মহিলার পিঠে হাত দিতে গিয়ে মামিমার হাতে ধরা পড়ে গেছে—এই সব কথা। বলার সময় সে থাকে খুবই উত্তেজিত। কল্যাণ তাকে বহুবার বারণ করেছে।

'এটা তুমি কী কর চন্দ্রা?'

'কেন? কী করি?'

'কী করি আবার জিজ্ঞেস করছ? ফোনটা ধরেই কথা শুরু কর কেন? আগে তো দেখবে ওদিকে কে ধরেছে।'

চন্দ্রা জিভ কেটে বলে, 'এ মা! তুমি ধর না?'

'আমি ধরি। কিন্তু সব সময় তো ধরি না। অফিসে তো আলাদা ঘর, আলাদা টেলিফোন নেই। ভাবছি এবার একটা মোবাইল নেব। তুমি এরপর থেকে মোবাইলেই করবে।'

চন্দ্রা হেসে বলে, 'সেটাই ভাল। তাই নাও। তা হলে আর গোলমাল হবে

BanglaBook.org

না।'

'যতদিন না মোবাইল নিচ্ছি, ততদিন তুমি একটু সতর্ক হয়ে কথা বলবে। আগে জেনে নেবে সত্যি সত্যি ওপাশে আমি আছি কিনা।'

চন্দ্রা বড় করে ঘাড় নেড়েছিল, কিন্তু লাভ হয়নি।

দু'দিনের মধ্যে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হল। কল্যাণ সিটে ছিল না। ফোন ধরেছিল পিওন বলরাম। চন্দ্রা ফোন ধরেই কাজের মেয়েটার বিরুদ্ধে নালিশ শুরু করে। তার কাছে খবর এসেছে, সেই মেয়ে নাকি গলির মুখের ইস্ত্রির ছেলের সঙ্গে 'মাখামাখি' শুরু করেছে। দুপুরের দিকে এই 'মাখামাখি' বেশি হচ্ছে। ছেলে নাকি নির্জন দুপুরে সেই মেয়ের হাত ধরে ইস্ত্রি করা শেখাচ্ছে। ঘটনা এখানেই শেষ করেনি চন্দ্রা। সে একটানা বলরামের কানে ধরা ফোনে বলে যেতে থাকে—

'তোমার কোনও কথা শুনব না। ওই মেয়েকে আমি রাখব না ঠিক করে ফেলেছি। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। ভদ্রলোকের বাড়ি সব মেনে নেওয়া যায় কিন্তু এ জিনিস মানা যায় না। দরকার হলে দুটো বাসন আমি নিজে মেজে নেব। সেরকম হলে তুমি অফিস থেকে ফিরে এসে মাজবে। কিন্তু ওকে আর কিছুতেই নয়, কোনওমতেই নয়। মেয়ে যদি আমার হাতে পায়ে ধরে তাহলেও আমি গলছি না। তোমাকে বলতেও লজ্জা করছে। ছি ছি। নেহাত নিজের স্বামী বলে বলছি, অন্যের হলে বলতাম না। আজ জামার পিঠ দিয়ে দেখি ওই মেয়ের ব্রা-এর স্ট্র্যাপ খোলা। ছি ছি। ভাব একবার কাণ্ড। আজ ব্রা খোলা, কাল জামা খোলা থাকবে। এরপরে ওকে আর রাখা যায় না। বল তুমি রাখা যায়? আমি আজই মাইনে হাতে দিয়ে দূর করে দেব।'

এই পর্যায়ে বলরাম মিনমিন করে বলে, 'ম্যাডাম, আমি, বলরাম। সাহেব এখন টেবিলে নাই...।'

এই কারণেই কল্যাণ কোনও ঝুঁকি নেয় না। টেলিফোন বাজলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ পড়ছে না। কল্যাণ কি টেবিলে নেই? নাকি নম্বর ভুল হল? আমি আবার প্রথম থেকে গোটা প্রক্রিয়াটা শুরু করলাম। মন দিয়ে ডায়াল ঘোরালাম। টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং...।

কল্যাণ ফোন ধরতে দেরি করায় আমি একটু চিন্তিত, তবে বেশি চিন্তিত নয়। এই ফোন নিয়ে বেশি চিন্তা করতে নেই। এর কারণ হল, এই ফোন এমনি ফোন নয়, একটা বিশেষ ফোন। আমি নিজেই এই ফোন তৈরি করেছি। ল্যান্ড ফোন, মোবাইল ফোন, ওয়াকি ফোনের মতো এরও একটা নামও দিয়েছি।

BanglaBook.org

মনফোন। মনফোন থাকে মনের ভেতরে। সম্পূর্ণ খরচহীন হওয়ায় কোনও দুর্ভাবনা নেই। যখন খুশি, যাকে খুশি, যত খুশি টেলিফোন করা সম্ভব। মজার ব্যাপার হল, মনফোন মনের টেলিফোন হলে কী হবে তার মধ্যে অন্য ফোনের সব বদগুণই আমি রেখেছি। ইচ্ছে করেই রেখেছি। এতে একই সঙ্গে কল্পনা আর বাস্তবের স্বাদ পাওয়া যায়। তাই মনফোনে রঙ নাম্বার, এনগেইজড, ক্রস কানেকশন সবই রয়েছে।

এতক্ষণে কল্যাণ টেলিফোন তুলল।

'কীরে, টেবিল ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলি?'

কল্যাণের গম্ভীর গলা শুনতে পেলাম।

'নিচে পান কিনতে গিয়েছিলাম। বল কী দরকার?'

'সে কীরে এরকম একটা হাইটাইমে কাজ না করে পান কিনতে গিয়েছিলি! কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তোরা সবরকম নেশা করতে শুরু করেছিস যে! ব্যাপারটা কী বল তো? কোনদিন শুনব ফাইল দেখতে দেখতে গাঁজা টানতে বেরিয়েছিস। ইস, এইভাবে আমাদের দেশে যে কত ম্যান আওয়ার নষ্ট হয়।'

কল্যাণের গলা আরও গম্ভীর হল।

'বাজে কথা বলিস না সাগর। তুই চাকরি-বাকরি করিস না। একটা বেকার। শুধু বেকার নয়, ফালতু ধরনের বেকার। কাজকর্মের কোনও ইচ্ছেও তোর নেই। তুই দেশ নিয়ে জ্ঞান দিস না। ফোন করেছিস কেন বল?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'তোর কাছে টিফিন খেতে যাব ভাবছি। বাটার টোস্ট, ছোট সাইজের দুটো মর্তমান কলা আর একটা ডিম সিদ্ধ। নিশ্চয় ভাবছিস, পকেটে পয়সা নেই? ভাবছিস তো? ঠিকই ভাবছিস। সত্যিই পকেটে কোনও পয়সা নেই। একটা পাঁচশো টাকার নোট আছে। পাঁচশো টাকা দিয়ে কলকাতা শহরে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু কলা-পাঁউরুটি খাওয়া যায় না।'

'বাজে কথা বলিস না সাগর। পাঁচশো টাকার নোটের একটা প্রেস্টিজ আছে। তোর পকেটে ঢুকবে না। আমার পয়সায় খাবি সেটা বল।'

'ঠিক বলেছিস। তবে সেটাই সব নয়। তুই আমায় খুঁজছিলি। এখন হাতে সময় আছে, তাই ভাবলাম দেখা করে আসি।'

কল্যাণ যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'তোকে খুঁজছি! আমি! না না, একেবারেই তোকে খুঁজছি না। তোকে দিয়ে কোন কম্ম হবে যে তোকে খুঁজব? তা ছাড়া আজ আমার হাতে একটুও সময় নেই। ফোন ছেড়ে দে সাগর। এখনই বসের ঘরে জরুরি মিটিং আছে।'

BanglaBook.org

আমি ফোন ছাড়লাম না। বলল, 'খাব তো আমি, তোর সময়ের কী দরকার? আর খেতে তো বেশি সময় লাগবে না। তুই এখনই তোদের ক্যান্টিনে টোস্ট বলে দে। একটু নরম নরম করে সেঁকে যেন। আর শোন, বেশি করে মাখন দিতে বলবি। দু-পিঠে মাখন লাগানোর কোনও প্রভিশন তোদের ক্যান্টিনে আছে? থাকলে ভাল হয়। না থাকলেও ক্ষতি নেই। তুই স্পেশাল অর্ডার দে। রুটির দু'পিঠে মাখন লাগালে অনেকটা সময় বাঁচবে। কোঁত করে গিলে ফেলব। কলাটা না হয় হাতে নিয়ে নেব। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কলা খাওয়া খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হবে। রাস্তায় পেয়ারা খাওয়া যায়, কিন্তু কলা খাওয়া যায় না। আজ ভাবছি খেয়ে দেখব। কেমন হবে বল তো?'

কল্যাণ কঠিন গলায় বলল, 'খুবই অসাধারণ হবে। তুই বরং একটা কাজ কর, পাঁচশো টাকার কলা কিনে রাস্তাতেই খেতে শুরু করে দে। মনে হচ্ছে, আজ শুরু করলে কাল বিকেলের মুখে শেষ হয়ে যাবে। সময়ও কাটল, খিদেও মিটল, আবার টাকাটাও খরচ করতে পারলি। এক ঢিলে তিন পাখি মরবে। প্লিজ, এখানে কষ্ট করে তোকে আসতে হবে না।'

এই পর্যন্ত বলে কল্যাণ ফোন কেটে দিল। মনফোন কাটা না কাটার ব্যাপারটা ইচ্ছে করলেই আমি নিজের হাতে রাখতে পারতাম। কিন্তু রাখিনি। এতে মজা কমে যেত।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ডালহৌসির মোড়ে। এখানে সকলেই খুব ব্যস্ত। অফিসপাড়ায় সবকিছুতেই তাড়াহুড়ো করতে হয়। এটাই নিয়ম। অফিস যেতে হয় হনহন করে, বাড়ি ফিরতে হয় লাফাতে লাফাতে, চাকরি খুঁজতে হয় ছুটতে ছুটতে, সিগারেট টানতে হয় সাঁই সাঁই করে, বাদাম খাওয়ার সময় মুখ চালাতে হয় মেশিনের মতো। এমনকি আকাশ দেখতে হয় ঝটপট, পাখির ডাক শুনতে হলে বড়জোর বরাদ্দ থাকে পাঁচ সেকেন্ড। কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে কোনও উপায় নেই। কথা সারতে হবে হড়বড় করে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, এখানে প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করতে হলেও একটা ছটফটে ভাব রাখতে হয়। সময় নেই সময় নেই ভাব।

আমারও জরুরি কাজ আছে। কিন্তু আমি কোনও ব্যস্ততা অনুভব করছি না। এটা ঠিক নয়। যে জায়গার যা নিয়ম সেটা তো মানতে হবে। ভেতরে ভেতরে ব্যস্ততা আনবার চেষ্টা করছি, আসছে না। কেমন লজ্জা লজ্জা করছে। 'অড ম্যান আউট'-এর মতো মনে হচ্ছে, বাপু হে এ তোমার জায়গা নয়। আমি বাসস্টপের দিকটায় সরে এলাম। ভাবটা এমন যেন, বাসের জন্য অপেক্ষা করছি।

BanglaBook.org

অবশ্য তাতেও স্বস্তি নেই। পাশের ভদ্রলোক বাসের অপেক্ষাতেও একটা গতি এনে ফেলেছেন। উত্তেজনায় একবার ফুটপাথে উঠছেন, একবার রাস্তায় নামছেন। মাথা ঘোরাচ্ছেন বনবন করে। দুদিকেই মাথা ঘোরানোর ফলে ভদ্রলোক কোনদিকের বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, উল্টোদিকের বাস আগে এলে হুটোপাটি করে তাতেই উঠে পড়বেন। লক্ষ্যটা বড় কথা নয়, তাড়াটাই আসল। ভদ্রলোক এই গরমেও একটা ধূসর রঙের কোট-প্যান্ট পরেছেন। টাই পরেছেন কি? আমি উঁকি মেরে দেখলাম। না, পরেননি।

আমার হাতে একটা নয়, জরুরি কাজ দুটো। তিন নম্বর চিঠির প্রেককে খুঁজে বের করা এবং যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতা শহর ছেড়ে পালানো। পরের জরুরি কাজটা কাল রাত পর্যন্ত হিসেবে ছিল না। আজ সকালের পরে এসেছে। গোকুলবাবু মানে আমার বাড়িওলার স্ত্রী কমলাদেবী সকালে চায়ের কাপ হাতে ছাদের ঘরে আসার পর।

সকালবেলা খোদ বাড়িউলিকে দেখে আমি চমকে উঠি। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াই। মহিলা টেবিলে চায়ের কাপ রেখে শান্ত গলায় বলেন, 'বোস সাগর। বোস। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়েছে?'

আমতা আমতা করে বলি, 'হয়েছে মাসিমা। খুব ভাল হয়েছে।'

'তোমার সঙ্গে একটা দরকার আছে। তোমাকেই ক'দিন ধরে খুঁজছিলাম।'

আমি নড়েচড়ে বসি। খুঁজছিলাম। খুঁজছিলাম মানে! চিঠিটা ওঁর লেখা নাকি? তা কী করে হয়? আমি খানিকটা আমতা আমতা করে বলি, 'আমি কটা দিন দেরি করে বাড়ি ফিরছি মাসিমা।'

'তাই হবে।'

'আপনি শম্ভুকে দিয়ে খবর পাঠালেও হত। না হয় ওপরে চলে আসতাম।'

আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠির খবরটা নেওয়ার চেষ্টা করছি।

কমলাদেবী গলা নামিয়ে বলেন, 'না, হত না। খোঁজার কারণটা গোপনীয়। নিজেই মুখেই বলার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নাও, চা খাও। সকালে খালি পেটে চা ভাল নয়। সঙ্গে বিস্কুটও এনেছি। চা-বিস্কুট খেতে খেতে কথা শোন।'

আমি বাধ্য ছেলের মতো চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলাম। শুধু চা নয়, সত্যি প্লেটে দুটো বিস্কুটও আছে। না, ইনি চিঠি লেখেননি।

কমলাদেবী ঘরের একমাত্র চেয়ারটা টেনে বসলেন। বললেন, 'চিন্তা নেই, বেশি সময় নেব না। তোমার মেসোমশাই বললেন, তোমার অনেক কাজ।

BanglaBook.org

বেশিক্ষণ যেন আটকে না রাখি।'

গোকুলবাবু নিশ্চয় টাকা জোগাড়ের কথা বলতে চেয়েছেন। ভেবেছেন, সাগর সকাল থেকেই ভাড়ার টাকা জোগাড়ের জন্য বেরিয়ে পড়বে। সত্যি কথা বলতে কী, টাকার কথাটা আমি একেবারেই ভুলে মেরে দিয়েছি। এই হচ্ছে মুশকিল। অতিরিক্ত আয়েসে কাজের জিনিস মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। মুনি ঋষিরা কী সাধে কঠোর জীবনযাপন করতেন? কাজের কথা যাতে মাথা থেকে বেরিয়ে না যায় তার জন্যই করতেন।

আমি বললাম, 'না, না, মাসিমা, আপনি সময় নিয়েই বলুন।'

বেশি সময় নেব না বললেও কমলাদেবী বেশি সময় নিলেন এবং যা বললেন তা মারাত্মক। শুনতে শুনতেই হাত-পা ঘেমে উঠল। একেই বলে বিপদের ওপর বিপদ। সাত মাসের ভাড়া বাকির জল যে এতদূর গড়াতে পারে ভাবতে পারছি না!

ঘটনা মারাত্মক। এঁরা শুধু জামাই আদর দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখতে চাইছেন না, সত্যি সত্যি জামাই করতেও চাইছেন! কমলাদেবী তাঁর দূরসম্পর্কের এক বোনঝির সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। ইচ্ছে আজকের নয়। অনেকদিন ধরেই নাকি কথাটা তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এখন পেয়েছেন। পেয়ে যা বললেন তা এই রকম—

বয়স একটু বেশি হলেও পাত্রী দেখতে-শুনতে ভাল। নাম পৃথা। ডিভোর্সি, ফলে সংসার সম্পর্কে আজকালকার মেয়েদের মতো কাঁচা নয়। অভিজ্ঞতা আছে। বিয়ের ব্যাপারে সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। একটি কন্যাও আছে। ফুটফুটে সেই মেয়ের ডাকনাম ঝুমকি। বাবার দেওয়া নাম ছিল ঝুনু। কোর্টকাছারি মিটে যাওয়ার পর ঝুনু নাম বদলে ঝুমকি রাখা হয়েছে। কমলাদেবী ডাকনাম, ভাল নাম সব বদলানোর কথাই বলেছিলেন। ডিভোর্স বাবার নাম নিয়ে মায়ের কাছে থাকতে নেই। এটা একটা অপমানের বিষয়। স্কুল-টুলের কারণে ভাল নাম বদলানো যায়নি। ঝুমকি সরোজিনী বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে। সেভেনও হতে পারে। লেখাপড়ায় খুবই ভাল। সব বিষয়ে হাই নম্বর। শুধু ভূগোলে একটু কাঁচা। ঝুমকির ক্লাস শুনে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। পাত্রীর বিয়ে হয়েছিল কম বয়সে। মেয়েও হয়েছে কম বয়সে। ভালবাসার বিয়ে। স্কুলের গণ্ডি পেরনোর পরপরই বাড়িতে লুকিয়ে বিয়ে। তবে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কী? কোনও লাভ নেই লাভ হল এখনকার কথায়। সেই কথা হল, পৃথার টাকাপয়সার চিন্তা নেই। বাপের বাড়ি আর প্রাক্তন স্বামী দু'তরফের পয়সাই

BanglaBook.org

পেয়েছে। অ্যামাউন্ট ভাল। ডিভোর্সের সুবাদে কসবায় ফ্ল্যাট আছে। ফ্ল্যাট থ্রি-রুম। ডাইনিং কাম লিভিং একটু ছোট। পরে ভেঙে বাড়িয়ে নেওয়ার প্রভিশন রয়েছে।

এতটা বলে কমলাদেবী চুপ করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন বুঝলে?'

আমি চায়ের কাপে ঠোঁট রেখেই বিষম খেলাম। বললাম, 'ভাল মাসিমা, খুবই ভাল। কিন্তু আমি তো এখনও...'

কমলাদেবী হাত তুলে থামালেন।

'তুমি তো এখনও কী? কাজকর্মের কথা বলছ তো? দেখ বাবা, চাকরিওলা স্বামী পৃথার দরকার নেই। তার জন্য এখন একটা বেকার স্বামী দরকার। সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারবে। বোঝই তো বয়স কাঁচা। একা থাকে। মেয়েটাও বড় হচ্ছে। হাজার লোক এসে ভাব জমাতে চায়। দারোয়ান রেখে সবটা ঠেকানো যায় না। পৃথা দারোয়ান রাখেনি এমন নয়। রেখেছিল। কাজ হয়নি। আসলে এই সব ঠেকাতে একটা স্বামী চাই। তা ছাড়া...।'

উফ্! এর থেকে এঁরা আজ কাকভোরে স্নানটান করিয়ে কপালে চন্দনের তিলক দিয়ে আমাকে ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারত। আমি কাঁপা হাত এবং গলায় বললাম, 'তাছাড়া? তাছাড়া কী?'

কমলাদেবী মাথা নামিয়ে বিছানার চাদরে একবার হাত বোলালেন। বললেন, 'তুমি ছোট মাছ খাও তো বাবা? তোমার মেসোমশাই আবার আজ ছোট মাছ এনেছেন। মাঝে মধ্যে ছোট মাছ খাওয়া ভাল। চোখের তেজ বাড়ে।'

শুধু স্বামী হতে হবে না। সঙ্গে দারোয়ান হওয়ার প্রস্তাবও এসেছে। আগে কোনটা? স্বামী না দারোয়ান? মনে হচ্ছে, এখানে দারোয়ানটাই মূল।

'তাছাড়াটা কী বললেন না তো?'

কমলাদেবী উঠে দাঁড়ালেন।

'তাছাড়া হল পৃথার বদ স্বামীটা নতুন করে গোলমাল শুরু করেছে। বদটা আবার পুলিসে কাজ করে। কোন থানায় আছে যেন। একদিন নাকি কসবার ফ্ল্যাটে এসেছিল। শুনে তো আমি খুব ভয় পেয়েছি। এ আবার কেমন কথা। ডিভোর্সের পরও ঘুরঘুর! নিশ্চয় টাকাপয়সা চায়। এবার হুজ্জতি করবে। এখনও করেনি কিছু। শুধু সরবত খেয়ে চলে গেছে। তবে করবে। আর দেরি করতে চাই না বাবা সাগর। হাতের কাছে যা পাই...।'

'যা পাই' কোনও সম্মানজনক কথা নয়। আমি বুঝতে পারছি, এই সময় কিছু বলা দরকার। কিন্তু কী বলা দরকার বুঝতে পারছি না। শুধু বিড়বিড় করতে

BanglaBook.org

লাগলাম। এতক্ষণে সবটা পরিষ্কার হচ্ছে। তাহলে এই কারণেই এত খাতিরযত্ন?

'তোমাকে এখনই কিছু বলতে হবে না। তুমি ভাব। কটাদিন এখানে শুয়ে-বসে ভাব। তোমার যেটা মনে হয় সেটাই হবে। হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না। আমার শুধু একটাই অনুরোধ। তুমি কি অনুরোধটা রাখবে?

যাকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া উচিত তাকে অনুরোধ! কাল থেকে সবই উল্টোপাল্টা শুরু হয়ে চলেছে। সত্যি সত্যি থর মরুভূমি এগিয়ে আসছে বোধহয়।

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, 'অবশ্যই রাখব মাসিমা। এ আপনি কী বলছেন? আপনারা কাল থেকে যা করছেন সেই ঋণ আমি কোনও দিনই... আপনি বলুন।'

'কসবার এই ঠিকানাটা রাখ। একবার ঘুরে এস। মতামত দেওয়ার আগে নিজের চোখে সবটা একবার দেখা দরকার।'

কথা শেষ করে কমলাদেবী সত্যি সত্যি একটা কাগজের টুকরো হাতে ধরিয়ে দিলেন। গলা আরও নামিয়ে বললেন, 'তোমার মেসোমশাইকে এখনই আবার এসব নিয়ে কিছু বলার দরকার নেই। পরে ফাইনাল হলে আমি বলব। তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তুমি একবার যাবে তো?'

আমি বিড়বিড় করে বলে ফেললাম, 'যাব, অবশ্যই যাব।'

'বড় নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি মুখটুখ ধুয়ে নাও, শম্ভু জলখাবার নিয়ে আসছে। আমি নিচে যাই।'

এটাও কি বাকি-পড়া ভাড়া আদায়ের একটা থেরাপি? নাকি, হুমকি?

BanglaBook.org

চার

কমলাদেবী চলে যাওয়ার পরপরই আমি তিন নম্বর চিঠি আর পৃথার ঠিকানা লেখা কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।

রাস্তা পেরিয়ে প্রথম যে ট্রামটা পেয়েছি তাতে উঠে এসে পড়েছি অফিসপাড়ায়। এখন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে অফিসপাড়ার ব্যস্ততা নকল করার চেষ্টা করছি। আধঘণ্টা হতে চলল কোট-প্যান্ট পরা লোকটা ছটফট করছেন। মনফোনে কল্যাণের সঙ্গে কথা শেষ করে তাঁর ওপর নজর রেখেছি।

ন-দশ বছরের একটা বালক-ভিখিরি এসে লোকটাকে বিরক্ত করছে। নোংরা ধরনের ভিখিরি। খালি গা। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকা মলিন প্যান্টে বেল্টের বদলে দড়ি বাঁধা। তবে ছেলের স্টাইল আছে। মাথায় একটা সবুজ রঙের ন্যাকড়া বেঁধেছে বেঁটা। ছেঁড়া ন্যাকড়াতেই পাতার মুকুট ধরনের একটা এফেক্ট এসেছে। বেশ লাগছে দেখতে। কোট-প্যান্টবাবু ভিখিরিকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। হাত নেড়ে ভাগাচ্ছেন। ছেলেটি গা করছে না। হাসি হাসি মুখে ফিরে এসে ঘ্যানঘ্যান করছে বারবার। মনে হয়, পয়সা চাইছে। না চাইতেও পারে। এই বয়েসের ছেলেরা বিরক্ত করতে মজা পায়। ছেলেটা একটু এগিয়ে গিয়ে কোট ধরে টান দিল। এবার কোট-প্যান্ট ঘুরে দাঁড়ায় এবং ভিখিরি বালকের গালে কষে একটা চড় মারে।

আমি নড়ে দাঁড়ালাম। চমৎকার! বিউটিফুল! এতক্ষণে অফিসপাড়া জমে গেল মনে হচ্ছে। এবার একটা ঝামেলা না হয়ে যায় না। কলকাতা যে সে শহর নয়। অন্য সব ইউনিয়নের মতো এখানে ভিখিরিদের ইউনিয়নও নিশ্চয় খুব স্ট্রং। গায়ে হাত তোলা ইউনিয়ন অত সহজে মেনে নেবে না। নেতা ছুটে আসবে। আন্দোলন

BanglaBook.org

শুরু হবে। পথসভা তো হবেই। অবরোধ-টবরোধ হবে নাকি? হলে ভাল হয়। সময়টা সুন্দর কাটবে। কাল পত্রিকায় হেডিং হবে—পথের ভিখিরির পথ অবরোধ। আহা! ভেতরে হালকা উত্তেজনা অনুভব করছি। ভিখিরিদের কান্নাকাটি শুনেছি, গান শুনেছি, কিন্তু ভাষণ কখনও শুনিনি। আজ মনে হচ্ছে, ভিখিরিদের জ্বালাময়ী ভাষণের একটা দামি অভিজ্ঞতা হবে।

অভিজ্ঞতা হল না। বালক ভিখিরি চড় খেয়ে নেতা ডাকতে গেল না। কাউকেই ডাকতে গেল না। গালে হাত বোলাতে বোলাতে একটু সরে ফুটপাতের একপাশে একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়িতে বসে পড়ল। বসে শিস দিতে লাগল। ভাবটা যেন কিছুই হয়নি। আশ্চর্য তো! অবাক কাণ্ড! চড়ের পরে শুধু শিস! এই শহরটার হল কী?

কোট-প্যান্টবাবু আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম।

'ভাল করেছেন।'

ভদ্রলোক গভীর সন্দেহে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমায় কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ, বললাম। বললাম ভাল করেছেন। ওয়েল ডান। এখনকার ভিখিরিগুলো খুবই হারামজাদা প্রকৃতির। বাচ্চা ভিখিরিগুলো তো এক একটা ধাড়ি হারামজাদা। আরও দুটো চড় লাগানো উচিত ছিল।'

ভদ্রলোকের এই কথা মনে হয় পছন্দ হল। আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন। গলা তুলে বললেন, 'ভিখিরি নয়, এগুলো এক একটা আস্ত পকেটমার। কাছে ঘেঁষতে দিয়েছেন কী গেলেন। মানিব্যাগ নিয়ে সটকাবে।'

'বাঃ, ভিখিরি বিষয়ে আপনার তো গভীর পাণ্ডিত্য দেখছি স্যার!' আমি মুগ্ধ ভঙ্গিতে বলি।

ভদ্রলোক ফের সন্দেহের চোখে তাকান। বোধহয় কথাটা রসিকতা কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'একত্রিশ নম্বর ট্রাম কি চলে গেছে?'

এই মানুষটার একটা শিক্ষা হলে কেমন হয়? চড় মারার শিক্ষা? এর একটা শিক্ষা দরকার।

'একত্রিশ নম্বর ট্রাম আজ বন্ধ।'

ভদ্রলোক আঁতকে ওঠেন। যেন একত্রিশ নম্বর ট্রাম বন্ধ হওয়াটা ভয়ানক ধরনের কোনও দুঃসংবাদ। দেখা গেছে, গরমের মধ্যে যাঁদের কোট-প্যান্ট পরে রোদে বেরোতে হয় তাঁদের জীবনের একটা ট্র্যাজেডি হল বড় সমস্যা তাঁরা সামলে নেন, কিন্তু ছোটখাট অসুবিধে তাঁদের মাথায় বাজের মতো পড়ে।

BanglaBook.org

'তাহলে এখন টালিগঞ্জে যাব কী করে?'

নার্ভাস গলায় প্রায় কাতরে উঠলেন মানুষটা।

আমি ভিখিরি বালকের দিকে তাকালাম। ছেলেটা শিস দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু হাত গাল থেকে নামেনি। না, চড়টা জবরদস্তই হয়েছে। চোখটা ছলছলে মনে হচ্ছে না? হলে খুব খুশির ব্যাপার হবে। চড়ের একটা মর্যাদা থাকা উচিত। যে চড় চোখ থেকে জল বের করতে পারে না, সে চড় চড়ই নয়। কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? চড় পরীক্ষা!

কোট-প্যান্টবাবু এবার আরও ছটফট করতে শুরু করেছেন। যেন অথৈ জলে পড়েছেন। ভাবটা এমন যেন হাওড়া স্টেশনে মালপত্র নিয়ে এসে খবর পেলেন অমৃতসর মেল বন্ধ। চোখে চোখ পড়তেই হাসলাম।

'হাসছেন কেন?'

'আপনার চড়টা খুব ভাল হয়েছে স্যার। ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল স্ন্যাপ।'

'কোন চড়টা!' ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। চড়ের এটাই মজা। যে মারে সে খুব চট করে ভুলে যেতে পারে। যে খায় তার মনে থাকে।

'ওই যে ভিখিরি ছেলেটাকে মারলেন। ব্যাটা কাঁদছে দেখুন।'

কোট-প্যান্টবাবু দেখলেন না। নাক দিয়ে 'ফুঃ' ধরনের একটা শব্দ করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি পিছিয়ে এলাম। খেলা জমে যাচ্ছে। গলা নামিয়ে বললাম, 'আপনি আর দেরি করবেন না। একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যান স্যার। মনে হচ্ছে এর পরে ট্যাক্সিও বন্ধ হয়ে যাবে। একটু আগে খবর পেলাম সিচ্যুয়েশন ভাল নয়। বাসে আগুন-ফাগুন ধরিয়ে ফেলেছে মনে হয়।'

আগুনের কথা শুনে মানুষটার মুখ ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। বললেন, 'আগুন! আগুন কেন? আগুন কীসের?'

'সে তো বলতে পারব না স্যার। যারা আগুন ধরায় তারা বলতে পারবে কীসের আগুন। কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট না কী হয়েছে। সেই গোলমাল ছড়াচ্ছে। কলকাতার ডেলি ঘটনা। আপনি বরং ট্যাক্সি নিন। এরপর সব বন্ধ হবে।'

'ট্যাক্সি! অফিসপাড়ায় ট্যাক্সি কোথায় পাব? পেলে কী আর ট্রাম ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম? বোকার মতো কথা বলছেন কেন? থার্টিফাইভ ইয়ারস কলকাতায় আমার থাকা হয়ে গেল।'

আমি হাসলাম। কোট-প্যান্টের দিকে আরও সরে গেলাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ট্যাক্সি আছে। আশপাশের গলিতে গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমি আপনি জানি না। এক কাজ করুন। ওই ভিখিরি-বাচ্চাটাকে দশটা

BanglaBook.org

টাকা দিন। ওরা সব জানে। এক্ষুনি আপনার সামনে ট্যাক্সি এনে হাজির করবে। সিনেমার টিকিটের মতো ব্ল্যাকে সবকিছু মেলে। এই ছোকরাগুলো কয়েকটা টাকা পেলেই গলিঘুঁজি থেকে ট্যাক্সি এনে আপনার সামনে হাজির করবে। আমি বেশ কয়েকবার নিয়েছি। একবার মালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তো রাম ফাসান ফেঁসেছিলাম।

'মালা! মালা কে?' কোট-প্যান্টবাবু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'মালা আমার মাসতুতো বোনের বান্ধবী। ভীষণ রাগী। একটু দেরি হলে কেঁদেকেটে একশা করে। রাস্তার মাঝখানেই কাঁদে। একবার কী হল জানেন... যাক আপনি আগে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করুন তারপর গল্পটা বলছি।'

'ও'।

ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে ভিখিরি ছেলেটাকে দেখলেন। আমার কথা তার খুব একটা বিশ্বাস হয়েছে বলে মনে হয় না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। ভীতু ধরনের মানুষের এটা একটা সমস্যা। ভয়ের সময় বিশ্বাস-অবিশ্বাস গুলিয়ে যায়। কোনটা নেব, কোনটা ছাড়ব হাতড়াতে থাকে।

'দশ টাকাই নেবে? একটু কমানো যেত না?'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'যেত। ট্যাক্সি ব্ল্যাক সাধারণত পাঁচ টাকা রেট। আপনি ছেলেটাকে চড় মেরে দরটা নিজেই বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনি পাঁচ, চড়ের জন্য পাঁচ। মোট দশ টাকা। দেরি হলে আরও বাড়তে পারে। ওদিকে আগুন যত ছাড়বে, অ্যামাউন্ট তত বাড়বে।'

ভিখিরি বালক কড়কড়ে দশ টাকার নোট নিয়ে হাসিমুখে হাঁটা দিল। ভাবটা এমন যেন এরকম ট্যাক্সি সে আগেও বহু ডেকে দিয়েছে! অনেকদূর চলে যাওয়ার পরও দেখা গেল নোটটা তার হাতেই রয়েছে। থাকবেই তো। টাকা রাখার মতো পকেট বেচারির কোথায়? কে জানে, বেশিরভাগ 'পকেটমারের ই বোধহয় নিজেদের কোনও পকেট থাকে না।

আমার মনে হচ্ছে এবার সরে পড়তে হবে। ব্ল্যাকে ট্যাক্সির গল্পটা ফাঁস হতে বেশি সময় লাগবে না। আরও ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে একত্রিশ নম্বর ট্রাম চলে এলে। এই ভদ্রলোক তখন কী করবেন? আমাকে ধরে পুলিসে দেবেন? দেওয়াটাই স্বাভাবিক। সাময়িক ঘাবড়ে গিয়ে একবার ভুল করেছেন বলে বারবার করবেন, এমনটা ভাবা বোকামি। ব্ল্যাক-ট্যাক্সির গল্প বলে টাকা হাতানো চিটিংবাজির মধ্যে কি পড়ে? আমার চিন্তা হচ্ছে। এই সময় আমাকে পুলিসের হাতে দিলে ঘটনা খুব ঝামেলার হবে। দশ টাকার চিটিংবাজি বড় অপরাধ নয়। আর সেটাই হবে

BanglaBook.org

গোলমালের। লক্ষ টাকার কেস হলে হত না। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পুলিস ভালবাসে। সরে পড়তে হবে। আমি চারপাশে তাকালাম। কেমন করে পালাব? ওই যে বাসটা আসছে ওটায় উঠে পড়লে কেমন হয়? সমস্যা একটা আছে। কোট-প্যান্ট হয়ত চেঁচাতে শুরু করবে। তখন?

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক কটমট করে চেয়ে আছেন। আমি হাসলাম। নার্ভাস ধরনের হাসি।

আমি তাহলে এগোই স্যার? কল্যাণের কাছে যেতে হবে। ও আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

ভদ্রলোক কয়েক পা এগিয়ে এলেন। চাপা গলায় বললেন, না, এগোবেন না! যতক্ষণ না ছোকরা ফিরে আসে ততক্ষণ এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। এক পাও নড়বেন না।'

খানিকটা কুঁকড়ে গেলাম। যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই ঘটতে চলেছে। আজ মনে হচ্ছে থানাতেই রাত কাটাতে হবে। মনে হচ্ছে কেন, কাটাতেই হবে। ইস কেন যে অচেনা-অজানা একটা লোকের সঙ্গে রসিকতা করতে গেলাম! কে কাকে চড় মেরেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী ছিল? কিছুই ছিল না। অনেক সময় নিজে চড় খেলেই মাথা ঘামাতে নেই। হাসিমুখে চলে যেতে হয়। আর এ তো অন্যের চড়। ভুল হয়ে গেছে। বড় ভুল হয়ে গেছে। এখন সেই ভুলের মাশুল সামলাতে হবে। তাছাড়া, পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেতে গেলে 'বড় কাউ'কে চেনা লাগে। দ্রুত 'বড় কারও' নাম মনে করতে চেষ্টা করলাম। মনে পড়লে মনফোন থেকে এক্ষুনি একটা ফোন করা যেত। কল্যাণ, সুতপামাসি, তপনদা, গোকুলবাবু, কমলাদেবী, পৃথা? এরা কি 'বড় কেউ'? এ যাত্রায় বেঁচে গেলে 'বড় কারও সঙ্গে চেনাজানা করতে হবে। মন্ত্রী বা নেতাটেতা ধরনের। নিদেনপক্ষে থানার ওসি হলেও চলবে। রেবা একজন 'বড় কেউ'। ওর বাবা পুলিসের অফিসার। গত বছর লামডিং চলে গেছেন। লামডিং-এ ফোন করা যাবে না। রেবা সেখানে আছে, কিন্তু সে মনফোন ধরছে না।

এরকম একটা সময় করবীর নাম মনে পড়ল। ওকে একটা ফোন করে দেখলে কেমন হয়? ওর যদি 'বড় কেউ' চেনা থাকে। বুদ্ধিমতি সুন্দরী তরুণীদের অনেকরকম চেনা হয়।

মনফোনে করবীকে ডায়াল করলাম।

'কে করবী?'

করবীর গলায় উচ্ছ্বাস। মনফোনেই সে চিৎকার করে বলল, 'সাগরদা না?

BanglaBook.org

উফ্, আপনাকে আমি ক'দিন ধরে কী ভীষণ যে খুঁজছি। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

'ফুটপাথ থেকে।'

'ফুটপাথ? ফুটপাথে কী করছেন?'

'পুলিস ভ্যানের জন্য অপেক্ষা করছি। আর একটু পরেই ভ্যান চলে আসবে। তাতে উঠে আমাকে থানায় যেতে হবে। পুলিস আমাকে অ্যারেস্ট করবে।'

'তাই নাকি? উফ্ কী থ্রিলিং! আপনার গলা শুনে মনে হচ্ছে ভয়ানক ধরনের একটা প্যাট্রিয়টিক কাজ করে ফেলেছেন। কী করেছেন বলুন তো, লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বোমা মেরেছেন নাকি?'

'ঠাট্টার বিষয় নয় করবী। খুব নার্ভাস লাগছে। আমি কখনও অ্যারেস্ট হইনি। ঠাট্টা করতে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।'

'নার্ভাস লাগার কী আছে? একটা টুলের ওপর উঠে আবৃত্তি শুরু করে দিন। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান। আমি একটা মালা কিনে এক্ষুনি আসছি। পুলিস ভ্যানে ওঠার আগে পরিয়ে দেব।'

উফ্, মেয়েটা বুঝতে চাইছে না। হতাশ গলায় বললাম, 'শোন করবী, একটা ভিখিরি ছেলেকে চিটিংবাজিতে নামিয়ে ফেঁসে গেছি। ছেলেটা পকেটমার বলে. মনে হচ্ছে। কাজটা করতাম না। একটা কোটপরা লোক ছেলেটাকে থাপ্পড় মারল বলে মেজাজটা বিগড়ে গেল।'

'পকেটমারকে থাপ্পড় মারবে না তো কী করবে সাগরদা? চুমু খাবে। হি হি; আপনি না একটা ইয়ে। হি হি।'

'বাঃ পকেট মারার আগেই থাপ্পড় মারবে? এ যে খুন করার আগেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া! যাক করবী এখন ওসব ছাড়। আমার একজন ক্ষমতাবানকে এক্ষুনি দরকার যে আমাকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়াবে। তোমার ছোটমামা ভোটে দাঁড়িয়েছিল না একবার? তিনি যখন ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি নিশ্চয় ক্ষমতাবান।'

এতক্ষণ পরে করবীর গলায় আমার জন্য যেন সত্যি উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। এই জন্য মেয়েটাকে ভাল লাগে। অন্যের দুঃখ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ওর সুন্দর মুখের থেকেও এটা বেশি সুন্দর। চেষ্টা করলে সুন্দর মুখ জয় করা যায়, কিন্তু এই জিনিসটা জয় করা যায় না। হার মানতে হয়।

'সাগরদা, আমার ছোটমামা ভোটে হেরে গিয়েছিলেন। হারা লোকের ক্ষমতা থাকে না। তাছাড়া আপনাকে বলতে অসুবিধে নেই, লোকটা মোটেও সুবিধের

Banglabook.org

নয়। শুনেছি কাজ করতে বললেই ঘুষ নেয়। তবু আমি দেখছি। আপনি চিন্তা করবেন না। দরকার হলে আমি নিজে চলে আসছি।'

'ফোন ছেড় না করবী। একটা জরুরি কথা আছে।'

'এর থেকেও জরুরি?'

'হ্যাঁ, এর থেকেও জরুরি। তুমি কি আমাকে কোনও চিঠি লিখেছ?'

করবী কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে থেকে বলল, 'চিঠি! আপনাকে আমি চিঠি লিখতে যাব কেন!'

মনফোন ছেড়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, তিন নম্বর চিঠি তাহলে করবীরও নয়। সম্ভাব্য প্রেরকদের তালিকা থেকে আরও একটা নাম বাদ গেল।

আমি ভয়ে ভয়ে কোট-প্যান্ট ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফেরালাম এবং তখনই দেখতে পেলাম ভিখিরি বালক আসছে! একা আসছে না! সত্যি সত্যি একটা ট্যাক্সি নিয়ে এদিকে আসছে সে! ড্রাইভারের পাশে বসে আছে ছোকরা। বসে নয়, আদ্দেক বসে। শরীরের বেশিটাই বের করা জানলা দিয়ে, শূন্যে ঝুলছে। হলুদ দাঁত বের করে বেটা হাসছে, হাত নাড়ছে। ভাবটা এমন যেন মহা-আনন্দের কিছু করেছে। যেন পক্ষীরাজে চড়েছে হারামজাদা! অফিসপাড়ার ক্লান্ত, বিশ্রী হাওয়ায় তার মাথার ন্যাকড়া-মুকুট উড়ছে পতপত পতপত করে! আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ছোকরাকে গ্রিক মিথলজির কিশোর নায়কের মতো লাগছে।

বুক পকেটে তিন নম্বর চিঠি আর পৃথার ঠিকানা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আবার।

BanglaBook.org

পাঁচ

পান খাওয়ার সময় আঙুলের ডগায় অনেকেই চুন নেয়। কেউ কেউ সেই চুনের দিকে খানিকক্ষণ একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে থাকে। ভাবটা এমন যেন সামান্য চুন থেকে বড় কোনও আবিষ্কার হতে চলেছে। এই সময় তাকে বিরক্ত করতে নেই।

কল্যাণ সেইভাবে চুনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে বিরক্ত করলাম না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কল্যাণকে অফিসে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে অফিসের তলায় পানের দোকানে। পান খেতে এসেছে। চুন পর্যবেক্ষণ সেরে সে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখতে পায়। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, 'আয়। তোকেই খুঁজছিলাম।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'জানতাম তুই আমাকে খুঁজছিস। চিঠির নিচে নাম লিখলে জানতে আরও সুবিধে হত। আরও তাড়াতাড়ি আসতাম। ধেড়ে বয়েসে এসব ছেলেমানুষীর কী মানে?'

এবার কল্যাণ ভুরু কোঁচকায়।

'কী পাগলের মতো বকছিস? কীসের চিঠি? কার নাম?'

আমি কোনও কথা না বলে পকেট হাতড়ে খামটা বের করি। কল্যাণের হাতে দিয়ে বলি, 'নে দেখ।'

কল্যাণ খানিকটা বিরক্ত হয়। খাম খুলে চিঠি বের করে পড়ে। তারপরে খোলা অবস্থাতেই জিনিসটা ফেরত দিয়ে অবাক গলায় বলে, 'কার চিঠি?'

'কার আবার? তোর। হাতের লেখা চিনতে পারছিস না? আমিও অবশ্য পারিনি। আগে তো কখনও চিঠিকিঠি লিখিসনি। লিখলে ধরে ফেলতাম। আমি

BanglaBook.org

খুব ভাল হাতের লেখা চিনতে পারি। একবার...।'

কল্যাণ ধমক দেয়। বলে, 'চুপ কর। বাজে কথা বলিস না। তোকে চিঠি দিতে যাব কেন? আজ অফিসে আসার সময় তোর বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখলাম ঘরে নতুন তালা লাগিয়ে রেখেছিস। ঘরে তালাটা কি তোর লেটেস্ট রসিকতা সাগর? ভদ্রলোকদের সঙ্গে রসিকতা করিস ঠিক আছে, চোর-ডাকাতদের সঙ্গে ডোন্ট ডু দ্যাট। তালা দিয়ে চোর ডাকছিস, ভান করছিস ঘরে সোনাদানা আছে তাই তালা দিয়েছিস। তারপর চোর যদি সত্যি সত্যি তালা ভেঙে একদিন ঢুকে পড়ে? ভেবে দেখেছিস তখন কী হবে?'

'কী হবে?'

কল্যাণ চোখ বড় করে অবাক হওয়ার ভান করে।

'কী আর হবে! মালকড়ির অবস্থা দেখে তোর কানমুলে তবে যাবে। যাদের বাড়িতে চুরির মতো জিনিস পাওয়া যায় না তাদের চোরের হাতে কানমলা খেতে হয়। এটাই ল অফ বার্গল্যারি। চুরির নিয়ম। যুগযুগান্ত ধরে এই নিয়ম চলছে। তোকে শুধু কানমলা দেবে না ওঠবসও করাবে। যাক, অফিসের ভেতরে চল। তোর সঙ্গে দরকারি কথা আছে। তোকে সেই জন্য খুঁজছি। একটা বিচ্ছিরি সমস্যায় পড়েছি। এই সমস্যা থেকে বেরনোর একমাত্র পথ হলি তুই।'

চিঠি কল্যাণের নয় জেনে হতাশ হলাম। হয়েও হল না। খানিকটা মনভাঙা গলায় বললাম, 'কল্যাণ, আমিও একটা ভয়ঙ্কর সমস্যার মধ্যে আছি। এই অবস্থায় অন্যের ভয়ঙ্কর সমস্যায় নাক গলানো কি ঠিক হবে?'

'আবার বাজে কথা? তোর সমস্যা আমার জানা হয়ে গেছে। সকালে তোর এখানে যাওয়ার পর বাড়িওলার কাজের ছেলেটা, শম্ভু না কী যেন নাম, বলল, ভাড়া দিতে না পারার অপরাধে তোকে কাল রাতে নিজের ঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চিলেকোঠার ঘরে শিকল বাঁধা অবস্থায় বন্দী হয়ে রয়েছিস। খুব শিগগিরই কোনও অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হবে। আমি বলে এসেছি, খুব ভাল হয়েছে। অনেক আগেই করা উচিত ছিল। তবে বেটার লেট দ্যান নেভার। ভাল কাজ দেরিতে হলেও করা উচিত।'

'ঘটনা সত্যি নয়। তুই আদ্দেকটা জানিস কল্যাণ। অন্ধকূপে নিক্ষেপ নয়, রাজকন্যার সঙ্গে বন্দীর বিবাহের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'মানে!'

'মানে একটা ছোট হাই তোলার ভান করে বললাম, 'মানে কিছুই নয়। পরে যখন বিয়ের কার্ড নিয়ে আসব তখন ডিটেলসে বলব। এখন শুধু জেনে রাখ,

BanglaBook.org

রাজকন্যা অ্যান্ড রাজত্ব দুটোই পেতে চলেছি। লিভিং কাম ডাইনিং-এর দিকটায় রাজত্ব আরও খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়ার প্রভিশনও রয়েছে। রাজকন্যা অতীব সুন্দরী।'

অফিসে ঢুকে কল্যাণ কথা না বাড়িয়ে সোজা ক্যান্টিনের দিকে চলল।

'আয়, চা খেতে খেতে কথা বলি।'

আমার একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। নিজের সমস্যাগুলো নিয়েই নাজেহাল অবস্থা, এই সময় অন্যের কথা কী শুনব? মনে হচ্ছে, কল্যাণের অফিসে না এলেই হত।

কিছু বলতে হল না। কল্যাণ নিজে থেকেই চায়ের সঙ্গে টোস্টও দিতে বলল।

'সঙ্গে একটা ডিমসিদ্ধও দিতে বল। টোস্টের দু'দিকে মাখন দিতে বলবি।'

'দুদিকে মাখন!'

আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'হ্যাঁ, দু'দিকে মাখন। খেতে সুবিধে হবে। আর ও হ্যাঁ, শোন, দুটো কলা পাওয়া যাবে? এখন খেতাম না। পরে রাস্তায় খিদেটিদে যদি পায়, রেখে দিতাম।'

কল্যাণ চোখ কটমট করে তাকাল। চাপা গলায় বলল, 'অফিস ক্যান্টিন কোনও ফাজলামির জায়গা নয় সাগর। একটা সিরিয়াস জায়গা। এখানে বাজে কথা না বললেই ভাল হয়।'

জায়গা যে সত্যি সিরিয়াস একটু পরেই বোঝা গেল। টোস্টের দুপিঠ তো দূরের কথা, একপিঠেও মাখন নেই। শুকনো পাউরুটি গলা দিয়ে নামতেই চায় না। তাও যা নামছিল, কল্যাণের কথা শুনে মাঝপথে আটকে গেল।

'তোর জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি সাগর।'

কাজ? চাকরি? কেলেঙ্কারি কাণ্ড! আমার কিছু বন্ধুর এই একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস আছে। মাঝেমধ্যেই আমার চাকরিবাকরির জন্য তেড়েফুঁড়ে ওঠে। যেন চাকরি না হলে ওদের ঘাড়ে বসে খাব। বোঝ ঠেলা। একবার এর জন্য আমাকে কলকাতা ছেড়ে পর্যন্ত পালাতে হয়েছিল। না পালিয়ে উপায় ছিল না। সেদিন ছিল তমালের মেজমামার অফিসে আমার জয়েনিং ডেট। পোস্ট ঠিক হয়নি। মামার অফিসে পোস্ট পরে ঠিক হয়। আগে জয়েন করতে হয়। ঠিক হল, সকাল নটা দশ মিনিটে তমাল ট্যাক্সি নিয়ে আসবে। আমি স্নানটান করে রেডি হয়ে থাকব। আগের দিন বিকেলে তমাল একটা ফুলহাতা সাদা জামা দিয়ে গেল। ইস্ত্রি করা জামা। আমি সেই ইস্ত্রি করা জামা পরে সকাল আটটা কুড়ির ট্রেনে বোলপুর চলে গেলাম। তারপর তিন মাস তমাল আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছিল।

BanglaBook.org

নিশ্চয় কল্যাণটা একই কাণ্ড শুরু করেছে। হয়ত বেটার ব্যাগে আমার জন্য জামাটামাও আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, চাকরির এই আকালে এদের হাতে আমার জন্য এত কাজ থাকে কোথা থেকে! এই জন্যই কি কবি লিখেছেন, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না?

কল্যাণ চায়ের কাপে চুমুক দিল। টেবিলের ওপর ঝুঁকে চাপা গলায় বলতে লাগল। অনেকটা রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের গল্প বলার ঢঙে।

'আমাদের পারচেজ ম্যানেজার ভদ্রলোক একটা জটিল সমস্যায় পড়েছেন। আমার কাছে দুঃখ করছিলেন। শুনে মনে হল, একমাত্র তুই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবি। আমি তোর কথা বলেছি। বলেছি, চিন্তা করবেন না। আমার বন্ধু একটা কিছু ব্যবস্থা করবে। দেখ সাগর, কাজটা করলে তোর বেশ কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে। আরও বড় কিছু হতে পারে। লোকটার চাকরিবাকরি দেওয়ারও ক্ষমতা আছে। এখানে না পারুক অন্য কোথাও পারবে। এই ধরনের মানুষের অনেক জায়গায় চেনাজানা থাকে।'

কল্যাণ সোজা হল। কাপে চুমুক দিল ফের। বলল, 'সাগর, এই মুহূর্তে অন্ধকূপে নিক্ষেপ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে তোর সামনে এটাই একমাত্র পথ। অর্থ উপার্জনের পথ।'

কথাটা ভুল নয়। এই মুহূর্তে আমার কিছু টাকাপয়সা লাগবে। গোকুলবাবুর হালা থেরাপির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া কমলাদেবীর হাত থেকে পালানোরও একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু কল্যাণের কথাবার্তা সন্দেহজনক।

কল্যাণ বোধহয় আমার সন্দেহটা বুঝতে পারল। হেসে বলল, 'আরে অত ভাবছিস কেন? এই কাজটাকে একটা অড জবের মতোই ধরে নে না। বিদেশে তো অনেকেই নানা ধরনের অড জবস্ করে। আমার পিসতুতো ভাই টোকিওতে উইক এন্ডে ম্যাজিকের দলের সঙ্গে ঘোরে। ম্যাজিসিয়ান স্টেজে তার মাথা কেটে জোড়ে। মাথা কাটা পিছু পয়সা। পয়সা তো নয়, ইয়েন।'

এসব কল্যাণের বানানো কথা। কাজ হয়ত কিছু আছে, কিন্তু পেছনে আসল মতলব টেবিল-চেয়ারে বসিয়ে ফাইল ধরিয়ে দেওয়া। ওর উৎসাহ দেখলেই বুঝতে পারছি, চাকরির ব্যবস্থা অনেকটা করে ফেলেছে। এটা হল প্রথম পদক্ষেপ। না, টাকার লোভে ফাঁদে পা দেওয়া উচিত হবে না। পালাবার ফন্দি বের করতে কিছুটা সময় দরকার। আমি সময় পাওয়ার জন্য কল্যাণকে বললাম, 'আগে তারও কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর তো। শুকনো পাউরুটি চিবিয়ে সমস্যার কথা

BanglaBook.org

শুনতে নেই। দেখিস না বড়লোকরা কেমন চটপট প্রবলেম সল্‌ভ করে? কারণ জানিস?'

'জানি না। জানতে চাইও না।' কল্যাণ বিরক্ত গলায় বলল।

আমি ওর বিরক্তিতে পাত্তা দিলাম না। বললাম, 'আসলে বড়লোকদের পেট সব সময় ভর্তি থাকে।'

এমন সময় পিওন ধরনের একটা ছেলে এসে প্রায় কল্যাণের ঘাড়ের কাছে উঠে বলল, 'স্যার আপনাকে ডাকে।'

পারফেক্ট অধস্তন হওয়ার নিয়ম হল 'স্যার' ডাকলে যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায় ছুটে যাও। কল্যাণ অনেকদিনই সেই পারফেকশন রপ্ত করেছে। অনেকটা গল্পের বইতে পড়া নিশির ডাকের মতো। আমার ধারণা, মৃত্যুর পর শ্মশানে শুয়ে থাকা অবস্থায় ও যদি 'স্যার'-এর ডাক শুনতে পায় তাহলে তড়াক করে কঞ্চির খাট থেকে লাফ দিয়ে উঠবে। শ্মশানযাত্রীদের বলবে, 'আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দিন তো ভাই। স্যার কেন ডাকছে চট করে শুনে আসি।' 'স্যার'-এর ডাকে মৃত্যু যেখানে সামান্য, খাওয়া তো কিছুই নয়। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কল্যাণ। আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'রাখ তোর খাওয়া। চল আগে।'

হায়রে, তিন নম্বর চিঠির প্রেরক খুঁজতে বেরিয়ে কী বিপদেই না পড়ে গেলাম!

কল্যাণের পারচেজ ম্যানেজার মিস্টার গোস্বামী। আমাদের দেশে নামের আগে যে সব মানুষ 'মিস্টার' উপাধি লাভ করেন তাঁরা হন ভারিক্কি চেহারার। নিখুঁত করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। ফুরফুর করে আফটার সেভ লোশনের গন্ধ উড়ে আসে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় সে সব লোশনে নাকি এমন 'গন্ধ' থাকে যে মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাড়ে পড়ে। মনে হয় ফেরোমন জাতীয় কিছু। সিংহ যেমন ফেরোমন ছড়িয়ে সিংহীকে ডাকে এই সব আফটার সেভ লোশন হয়ত সেরকম। সিংহ লোশন। 'মিস্টার'রা অফিসের ব্রিফকেসে ফাইলের সঙ্গে সাজগোজের জিনিসপত্র নিয়ে ঘোরে কি? হতে পারে। নইলে সব সময় বিজ্ঞাপনের ছবির মতো একটা ঝরঝরে ভাব কেন? যাই হোক 'মিস্টার' সাজবার ঝক্কি কম নয়। কিন্তু মিস্টার গোস্বামীর অবস্থা দেখলাম একেবারে উল্টোরকম। চেহারা রোগা, পেটের অসুখ থাকা ধরনের। মুখে দু'দিনের না কামানো দাড়ি। চোখে রাত জাগার ক্লান্তি।

আমরা ঘরে ঢুকতে ভদ্রলোক বেল টিপে পিওনকে ডাকলেন।

'দেখবে ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।' তারপর কল্যাণের দিকে ফিরে বললেন, 'কল্যাণবাবু এই সাগর? একেই আমরা খুঁজছিলাম?'

BanglaBook.org

আবার খুঁজছিলাম! মরেছে, ইনিও তিন নম্বরের লেখক নয় তো?

কল্যাণ গদগদ ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার এই সাগর। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। এর সঙ্গে খুবই চেনাজানা। কাজটা এ পারবে।'

ভদ্রলোক এবার আমার দিকে তাকালেন। তাকানো দেখে মনে হচ্ছে না ভরসা করতে পারছেন। স্বাভাবিক, ভরসা করার মতো কোনও লক্ষণ আমার চেহারাতে নেই। আমি কি একটু হাসব? হাসলে অনেক সময় চেহারার মধ্যে একটা ভরসা আসে। আমি হাসলাম। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ধমকের ঢঙে বললেন, 'হাসছেন কেন?'

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। ভদ্রলোক মনে হচ্ছে এক সময় অঙ্কের মাস্টার ছিলেন। একমাত্র অঙ্কের মাস্টাররা হাসির কারণ জিজ্ঞেস করেন।

আমি বললাম, 'স্যার, হাসির নির্দিষ্ট কারণ নেই।'

ম্যানেজার কড়া গলায় বললেন, 'ও। তা হলে হাসবেন না। আমরা কোনও হাসির আলোচনায় বসিনি।'

বাপরে! লোকটা চাকরি দেওয়ার আগেই যে বসের মতো ব্যবহার করছে! চাকরির পর কী করবে? বিপদের কথা। কল্যাণ বোধহয় চাকরিটা পাকা করে ফেলেছে। তবে এই লোকটাকে আমি ছাড়ব না। হাসির কারণে যে অন্য মানুষকে ধমক দেয় তাকে একটা না একটা শাস্তি পেতে হয়। এটা আমার নিয়ম নয়, প্রকৃতির নিয়ম। সব নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না। আচ্ছা, একে কী ধরনের শাস্তি দিলে ভাল হয়?

ম্যানেজার গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনি এম এল এ গোপাল বোসকে চেনেন?'

'না, চিনি না।'

আমার উত্তর শুনে পারচেজ ম্যানেজার সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কড়া চোখে তিনি কল্যাণের দিকে তাকালেন।

কল্যাণ আমার দিকে ঘুরে বলল, 'কী বলছিস সাগর! তুই গোপালরামকে চিনিস না? তোর মাসতুতো না পিসতুতো বোন করবীর মেসোমশাই হন। কতবার তুই আমার কাছে তার গল্প করেছিস। এখন বলছিস, তুই তাকে চিনিস না! সেই যে একবার মালার জন্মদিনে ওদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল। তোকে নাকি পাশে বসিয়ে ভূতের গল্প বলেছিল! বলিসনি আমাকে?'

'না, বলিনি। করবী নামে আমার কোনও মাসতুতো বোন নেই। আমার মাসতুতো বোনের ডাকনাম খাঁদু। নাক খেঁদা বলে খাঁদু। ভাল নাম হয় উর্বশী,

BanglaBook.org

নয় অপ্সরা। যে কোনও একটা হতে পারে। নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। মনে আছে, জন্মের পরপর এই নাম দুটো নিয়ে মাসিরা খুব কনফিউশন তৈরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত কোনটা ফাইনাল হল সেটা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। যদি খুব দরকার হয়, তা হলে একটা টেলিফোন করতে পারি। ভাল নামটা জিজ্ঞেস করে নিতে পারি। করব?'

গোস্বামীবাবুর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়লেন। চেয়ারে হেলান দিলেন। বললেন, 'এসব কী কল্যাণ? হোয়াট ইজ দিস্? তুমি যে আজ সকালেও বললে, তোমার বন্ধু গোপালরামের আত্মীয় হয়। বললে না? এখন এসব কথার মানে কী?'

আচ্ছা, এই মানুষটাকে খানিকটা হাসালে কেমন হয়! ধমকে হাসি থামানোর বদলে হাসির শাস্তি চলবে না?

কল্যাণ আমাকে টেবিলের তলা দিয়ে চিমটি কাটল। কাটুক। আমার মনে হচ্ছে, কল্যাণ এম এল এ-র আত্মীয় দেখিয়ে আমার চাকরির ব্যবস্থা করেছে। বায়োডাটায় আজকাল বি এ, এম এ-র কোনও দাম নেই, এম এল এ'র দাম আছে। সুতরাং চিমটি কেন, ইলেকট্রিক শক দিলেও আমার সত্যি কথা স্বীকার করা চলবে না। আমি সবকিছু অগ্রাহ্য করে পা নাড়াতে শুরু করে দিলাম। আমি দেখেছি, সময় সময় মিথ্যেবাদীরা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে খুব ভাল পা নাড়াতে পারে।

কল্যাণ এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'সাগর' তুই একটু কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা কর ভাই।'

কল্যাণের এই গলা শুনে নরম হলে চলবে না। আমার চাকরির জন্য এরা কাকুতিমিনতি কেন, আমার পা পর্যন্ত ধরতে পারে। এদের ধরনটাই এরকম ভয়ঙ্কর। একটা মানুষ সুখেশান্তিতে বেকার হয়ে বসে আছে এদের সহ্য হয় না। যাই হোক, আমি নিজেকে বাঁচানোর পথ পেয়ে গেছি। সেই পথে এখন আমাকে অবিচল থাকতে হবে।

কিন্তু অবিচল থাকতে পারলাম না।

মিস্টার গোস্বামী এবার টক্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মিস্টারসুলভ সবরকম আচরণ ত্যাগ করে ঝুঁকে পড়ে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'প্লিজ ভাই, আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে বেরোতে সাহায্য করুন।'

আশ্চর্য! এই লোকটাই আমাকে একটু আগে ধমকাচ্ছিল না! মানুষ এত সহজে বদলে যায়! গিরগিটিরও রঙ বদলাতে এর থেকে বেশি সময় লাগে। মিস্টার গোস্বামী আমার হাত ধরেই বললেন, 'আমি অনেকের কাছে খোঁজখবর নিয়েছি।

BanglaBook.org

প্রত্যেকেই বলেছে, একমাত্র গোপালরামকে ভাল সোর্সে ধরতে পারলেই প্রবলেম সল্‌ভ করা যাবে। আপনি না বলবেন না সাগরবাবু।'

কল্যাণের অবস্থাও তো শোচনীয়। ওর মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি একটা কিছু করে বসবে। ওর পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। 'বস' যদি কেঁদে ফেলে ওর মিনিমাম অজ্ঞান হয়ে যাওয়া উচিত।

আমার মজাই লাগছে। তা ছাড়া যেরকম ভাবছিলাম, ঘটনা মনে হচ্ছে না সেরকম। আমার চাকরির ব্যাপার হলে এরা দু'জনে মিলে এতটা কান্নাকাটির জায়গায় চলে যেত না। কল্যাণ যদি বা কাঁদে, ম্যানেজার সাহেব নিশ্চয়ই কাঁদতেন না। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'স্যার, এবার কি আমি একটু হাসব?'

'আপনি হাসুন, কাঁদুন, লাফান যা খুশি করুন। শুধু কাজটা করে দিন।'

ম্যানেজার আমার হাত ছেড়ে আবার চেয়ারে হেলান দিলেন।

কল্যাণ ওর জুতো দিয়ে আমার পায়ে ধাক্কা দিল। আমি হাসি মুখে বললাম, 'কল্যাণ পা সরিয়ে বোস। তোর জুতো বারবার পায়ে লাগছে। আচ্ছা ছেলে তো তুই? আমি এম এল এ-কে গোপালরাম নামে চিনব কী করে? আমি তাকে চিনি ভল্টুদা নামে। আর করবী মোটেও আমার বোন নয়। আমার মাসতুতো বোনের নাম সত্যি সত্যি খাঁদু। খাঁদুর বন্ধু হল করবী। ভল্টুদা হল করবীর পিসেমশাই। জটিল সম্পর্ক।'

আমার হাসিতে মিস্টার গোস্বামী যেন বিরাট নিশ্চিন্ত হলেন। তিনিও হাসতে লাগলেন। হাসতেই লাগলেন। তাঁর হাসিতে কল্যাণও হাসছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে জটিল সম্পর্ক জিনিসটা হাসির কিছু একটা ব্যাপার হবে।

কল্যাণ বলল, 'দেখলেন তো স্যার? দেখলেন এবার? আমি ঠিক কথাই বলেছি। ওই গোপালবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধু সাগরের খুবই খাতিরের সম্পর্ক। আমি সব জানি। ওর মুখেই শুনেছি।'

আমি হাসিমুখ মুছে গম্ভীর হলাম। বললাম, 'না, কল্যাণ তুই সব জানিস্ না। জানিস না যে ভল্টুদা আর এম এল এ নেই। লাস্ট ইলেকশনে উনি মাত্র সাতাশ হাজার দুশো তিন ভোটে পরাজিত হয়েছেন। নিশ্চয় ভাবছিস, আমি এত ডিটেলসে জানলাম কী করে? আসলে আমি ভোটগণনার সময় গণনা কেন্দ্রে হাজির ছিলাম। করবীর রিকোয়েস্ট ছিল। তবে ভেতরে ঢুকিনি। বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। আবির হাতে। সেই আবির যত্ন করে আজও আমার কাছে তোলা আছে। স্মৃতিচিহ্নের মতো। পরাজয়ের স্মৃতিচিহ্ন। সুযোগ পেলে সেই আবির

BanglaBook.org

কোনও ভাল কাজে বিলিয়ে দেব। ইচ্ছেটা কেমন?'

কল্যাণ চোখ পাকাল। না পাকালেও কিছু এসে যেত না, ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, 'স্যার'-এর সামনে রসিকতার কারণে ও আমার গলা টিপে ধরতে পারে।

আমি চালিয়ে গেলাম, 'আর দু'নম্বর যেটা জানিস না সেটা হল, করবীর বাড়িতে সেবার যে আমি গিয়েছিলাম সেটা জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল না। ছিল গৃহপ্রবেশ। তা ছাড়া সেদিন ভল্টুদা আমাকে কোনও ভূতের গল্প বলেননি। একটা হাসির গল্প বলেছিলেন। তাতে অবশ্য একটা ভূত ছিল। ভূত দিয়েও অনেক সময় হাসির গল্প হয়। চাইলে গল্পটা বলতে পারি। শুনবি?'

আলোচনা সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে ম্যানেজার আমাকে থামিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওতেই হবে। ভোটে জিতুক ছাই না জিতুক আমি খবর পেয়েছি গোপালরামের হাতে এখন অনেক ক্ষমতা। এ দেশে ভোটে হারা লোকেদেরই পাওয়ার বেশি। যদি কেউ পারেন তা হলে উনিই পারবেন। সাগরবাবু, এবার আপনি প্রবেলমটা শুনুন।'

সিচ্যুয়েশন এখন আমার কন্ট্রোলে। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে যাকে বলা যায়। চাকরিবাকরির কোনও ব্যাপার নেই। থাকলেও এই ফাজিলকে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠবে না। খুব নিশ্চিন্ত লাগছে। আমি বিপন্মুক্ত। বললাম, 'স্যার, খুব খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে প্রবলেমটা শুনলে ভাল হত না? কল্যাণ ক্যান্টিনে গাদাখানেক শুকনো পাউরুটি চিবোতে দিয়েছিল, গলা থেকে সেগুলো নামেনি স্যার। আপনি যদি...'

কল্যাণ টেবিলের তলায় আবার জুতোর মাথা দিয়ে খোঁচাল। খোঁচাক। খিদে মেটানোর জন্য পৃথিবীর কোন মানুষকে জুতো লাথি খেতে হয় না? কেউ কেউ সেই জুতো লাথি নিয়ে গর্ব করে। কেউ রেগে ভুরু কোঁচকায়। আমি থাকব উদাসীন।

পারচেজ ম্যানেজার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই লোকটার জন্য একটু আগে আমাকে খাবার ফেলে উঠে আসতে হয়েছে। এখন ওকে আমার খাবার নিয়ে ব্যস্ত করব। ইন্টারকম তুলে বললেন, 'কী খাবেন? চিকেন প্যাটিস আনতে বলি?'

'না স্যার, আপনি পাউরুটি টোস্ট আর দুটো কলা দিতে বলুন।'

'কলা!'

কল্যাণ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত যদি ওর হাতে এখন হাতুড়ি থাকত তা হলে কার্টুন ফিল্মের মতো সেটা আমার মাথায় বসাত।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ স্যার কলা। যে কোনও সমস্যার আগে ফট্ করে দুটো কলা খেয়ে নিলে ভাল হয়। কলার মধ্যে থাকে আয়রন। আয়রন আমাদের ভাবনার কোষগুলোকে খুব দ্রুত অ্যাকটিভেট করতে পারে। বাঁদরের মধ্যে এই কলা-হ্যাবিটটা দেখবেন খুব প্রবল। মানুষ তো স্যার বানর থেকেই এসেছে। অ্যালফিভিয়ান গ্রুপ। বাঁদর কলা-হ্যাবিট করেছে আয়রনের খবর না জেনেই। আমরা স্যার জেনেও করতে পারিনি। এটাই প্রকৃতির মজা। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একটা বাঁদরকে প্রথমে কলা না খাইয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেন। এবার বাঁদরটাকে একটা কলা দিলেন—।'

পারচেজ ম্যানেজার খুব সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ওঁর খুব ইচ্ছে করছে আমাকে একটা চড় মারতে। টেনে চড়। কিন্তু মারতে পারছেন না। আমি মুচকি হাসলাম। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সামনের লোকটার খুব মারতে ইচ্ছে করছে, হাত নিশপিশ করছে, কিন্তু পারছে না। যতবার অকিঞ্চিৎকর, ফালতু আমি এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই ততবার যেন বেঁচে থাকবার মজা অনুভব করি!

'স্যার টোস্টের দু'দিকে মাখন দিতে বললে খুব ভাল হয়।'

আমি লজ্জা লজ্জা মুখে কল্যাণের দিকে তাকালাম। সে এখন মুখ নামিয়ে বসে আছে। গোস্বামী গম্ভীর মুখে পিওনকে ডেকে টোস্ট কলার অর্ডার দিলেন। দু'দিকে মাখনের কথা শুনে বেয়ারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি তার দিকে তাকিয়েও হাসলাম। ওর 'স্যার'-এর দিকে তাকিয়ে হাসছি, ও বেচারি বাদ যায় কেন? মনীষীরা বলেছেন, ছোটবড় সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে। ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান।

খেতে খেতে পারচেজ ম্যানেজারের সমস্যা শোনা হল। সমস্যা খারাপ নয়। থ্রিলার উপন্যাসের মতো। গা-ছমছমে একটা ব্যাপার আছে। ঠিকমতো ডায়লগ দিতে পারলে চমৎকার সিনেমা হয়ে যায়। আমার বেশ লাগল। সংক্ষেপে বললে ঘটনা এরকম—

মিস্টার গোস্বামীর একমাত্র মেয়ে অপরূপ সুন্দরী (সুন্দরী কিনা মিস্টার গোস্বামী কিছু বলেননি। বলেছেন দেখতে শুনতে ভাল। গল্পের খাতিরে আমি অপরূপ সুন্দরী ধরে নিচ্ছি।) মেয়েটার নামটাও সুন্দর। রাজন্যা। মেরেকেটে বাইশ-তেইশ বছর বয়স (গোস্বামী জানিয়েছেন, কুড়ি। নিশ্চয় জল আছে। বাবা কি আর ফট্ করে একটা অচেনা যুবককে মেয়ের সত্যি বয়স বলবে? কখনই বলবে না। আমি নিজেই বাড়িয়ে ধরেছি।) সেই সুন্দরী তরুণী নাকি এক মস্তানের

Banglabook.org

প্রেমে হাবুডুবু (কী সাহস! ছি ছি।) খাচ্ছে। একেই তো ছোকরা মস্তান, একটা মারাত্মক ব্যাপার। তার ওপর ছোকরার নাম আরও মারাত্মক। সিম্‌কার্ড! আসল নাম নয়, কোড নাম। মস্তানদের নাকি এরকম থাকে। পাঁচ-সাতটা নাম। কিন্তু তা বলে সিম্‌কার্ড? রাজন্যা এই ছেলের প্রেমে শুধু হাবুডুবু খাচ্ছে না, খবর আছে সে যে কোনও সময় ভেসে বেরিয়ে যেতে পারে। বাবা-মায়ের শোচনীয় অবস্থা। দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই (স্বাভাবিক। সিম্‌কার্ড নামের কোনও ছেলে জামাই হয়ে বাড়িতে আসছে জানলে যে কোনও বাবা-মায়েরই নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাওয়া উচিত।) মেয়েকে বকে, মেরে, ঘরে বন্ধ করে কোনও লাভ হয়নি। তাছাড়া আজকাল কথায় কথায় সুইসাইডের ছড়াছড়ি। ঝুঁকি নেওয়া যায় না। (আমি বলেছি, খবরদার ও কাজটিও করবেন না স্যার।) মিস্টার গোস্বামী অনেক খোঁজখবর করে জানতে পেরেছে এই সিম্‌কার্ড না রিংটোন ছোকরাটি নাকি গোপালরামের দলের ছেলে। উপায় একটাই। গোপালরামকে বলে ছেলেকে ভাগাতে হবে। নেতা হুকুম দিলে মস্তানরা সব করে (আমিও একথায় সায় দিয়েছি। বলেছি, মানুষের গলা টিপতে পারে, সামান্য প্রেমের গলা টিপতে কতক্ষণ? কোনও সময় লাগারই কথা নয়।) আমাকে এখন গোপালরামকে গিয়ে রাজি করাতে হবে।

এই হল আমার অ্যাসাইনমেন্ট। প্রেম ভাঙার অ্যাসাইনমেন্ট।

প্রাথমিকভাবে ভল্টুমেসোকে ঘুষ দেওয়ার জন্য ম্যানেজার সাহেব আমাকে পাঁচ হাজার টাকার একটা বান্ডিল বের করে দিলেন। একশো-পাঁচশো গোনো বান্ডিল। যে কোনও ভদ্রলোকের উচিত এই টাকা লোকটার মুখে ছুঁড়ে মারা। এমনভাবে মারতে হবে যাতে পিনের দিকটা লোকটার নাকের কাছে লেগে সামান্য কেটে যায়। তারপর বলতে হবে, 'নাক কাটা রাজারে দেখ তো কেমন মজা রে।' কিন্তু আমি ভদ্রলোক নই। আমি কোনও কিছুই নই। গম্ভীরভাবে টাকার বান্ডিল পকেটে ঢোকালাম। কলা দুটো হাতে নিলাম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'টাকা মনে হচ্ছে আরও লাগবে স্যার। আপনি রেডি রাখবেন। কাজ হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

ছয়

কমলাদেবী বলেছিলেন, ফ্ল্যাটের ড্রইং কাম ডাইনিংটা ছোট। কথাটা ঠিক নয়। ড্রইং কাম ডাইনিং বেশ বড়। শুধু বড় নয়, সেই সঙ্গে ভারি সুন্দরভাবে সাজানো। বসার জায়গাটা কাঠের পর্দা দিয়ে আলাদা করা। রঙিন দড়ির মধ্যে মধ্যে গোলাপি শেডের কাঠের বল। আরও সুন্দর ব্যাপার হল, গোটা ঘরটার রঙ গোলাপি। ক্যাটকেট গোলাপি নয় নরম গোলাপি। দেওয়ালের রঙ গোলাপি। জানলার পর্দা গোলাপি। বেতের সোফায় পাতলা গদি। তাতে গোলাপি কভার। সামনের নিচু চায়ের টেবিলটা গোলাপি টেবিল ক্লথে ঢাকা। ঘরের এক কোণায় একটা ফুলদানি রয়েছে। সাধারণ ফুলদানি নয়, গায়ে লতা-পাতার কারুকাজ করা রট্ আয়রনের উঁচু ফুলদানি। ফুলদানি না বলে টব বলাই উচিত। হিসেবমতো এখানে গোলাপি রঙের ফুল থাকার কথা। গোলাপ, ক্রিসেনথেমাম্, অর্গান্ডা ধরনের কিছু। কিন্তু তা নেই। এই টবের ফুলগুলো বেগুনি। বেগুনি পাপড়ির মধ্যে সাদা ছিট। এই ফুলগুলো কী ফুল?

'আপনি কী খাবেন? চা?'

পৃথার গলার আওয়াজে আমি মুখ ফেরালাম।

'আমি কিছু খাব না।'

'কেন খাবেন না কেন? রোদ থেকে এসেছেন। ঠাণ্ডা কিছু দিই?'

আমি চুপ করে রইলাম। পৃথা উঠে গেল। আমি ভেবেছিলাম কসবার এই ফ্ল্যাটে এসে মোটাসোটা ভারিক্কি ধরনের কোনও মহিলাকে দেখব। গিন্নিবান্নি ধরনের। রান্না করতে করতে এসে দরজা খুলবে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলবে, 'কাকে চাই?'

BanglaBook.org

দরজা খোলার পর পৃথাকে দেখে আমি অবাকই হই। এই মেয়েকে দেখার জন্য মনে মনে আমি তৈরি ছিলাম না।

'আমি সাগর।'

'বুঝতে পেরেছি। আসুন। আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আমার বুকটা সামান্য ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই মেয়েও তিন নম্বর চিঠির একজন সম্ভাব্য প্রেরক নাকি?

'খুঁজছিলেন! খুঁজছিলেন মানে!'

পৃথা দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। মেয়েদের শরীর যে সব কারণে কাঁপে তার মধ্যে দুটো কারণ প্রধান। হাসি এবং কান্না। এ মেয়ের শরীর কাঁপল হাসির সময়। খুব অল্প, কিন্তু কাঁপল।

'খুঁজছিলাম মানে কী আর সত্যি সত্যি খুঁজছিলাম? অপেক্ষা করছিলাম। কাজের মেয়েটাকে কয়েকবার নিচেও পাঠিয়েছি। সে এখনও একতলায় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কি তাকে দেখতে পেয়েছেন?'

প্রথম ধাক্কাতেই আমি কিছুটা নার্ভাস হয়ে গেছি।

'না, কই আমি তো সেরকম কাউকে দেখলাম না!'

পৃথা আবার হাসল। মুখে হাত চাপা না দেওয়ার কারণে এবার তার দাঁতের অনেকটাই দেখা গেল। দাঁত সাদা এবং পরিপাটি।

'আসলে কী হয়েছে জানেন, আমিই একটা ভুল করে ফেলেছি। কাজের মেয়েটাকে বললাম, চশমা পরা একজন রোগা মতো... কেন যে চশমার কথাটা মাথায় এল... দেখুন তো কী আশ্চর্য, মাসি চশমার কথা কিছু বলে দেয়নি...কোনও কোনও সময়ে এরকম হয় মনে মনেই একটা চেহারা...যাক, ভেতরে আসবেন না বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

ভারিক্কি ধরনের গিন্নি তো নয়ই, বরং এই মেয়ে বেশ ছিপছিপে। দেখলে বয়স বোঝা কঠিন। কে বলবে ক্লাস সিক্সে পড়া মেয়ে আছে! এক ঝলকেই অনেকটা দেখে নিয়েছি। দেখে নিয়েছি না বলে চোখে পড়েছে বলা ভাল। রঙ কালোর দিকে হলেও মুখে একটা চকচকে ভাব রয়েছে পৃথার। বিশেষ করে দুটো গালে। মেকআপ টেকআপ করেছে বোধহয়। আবারও নাও করতে পারে। অনেক সময় টাকাপয়সার চিন্তা না থাকলে চোখেমুখে এ ধরনের চকচকে একটা ভাব নিজে থেকেই চলে আসে। তবে হালকা সাজগোজ যে করেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। কপালে বাদামি টিপ। বাদামি শেডের শাড়ি। গায়ের চাপা রঙের সঙ্গে বাদামি রঙ মানায় না, এই মেয়ের বেলায় মানিয়েছে। গলায় হারও আছে।

BanglaBook.org

সেই হার কালো না বাদামি বোঝা যাচ্ছে না। এ কি বাড়িতে সব সময়ই সেজে থাকে? নাকি আমি আসব বলে সেজেছে?

পৃথা ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর কাচের গ্লাস রাখল। সরবতের গ্লাস। আশ্চর্যের বিষয় হল, ঘরের রঙের সঙ্গে মানিয়ে সরবতের রঙও গোলাপি! গোলাপির ওপর সাদা গুঁড়ো বরফ।

'নিন খান। ভাল লাগবে।'

ঝুঁকে পড়া আঁচল বুকের ওপর টানতে টানতে উল্টোদিকের সোফায় বসল পৃথা। বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মেয়েটা কি একটু বেশি হাসে? নাকি আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে? অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাত্র সটান চলে এসেছে। পাত্রীর পক্ষে হাসির একটা কারণ তো বটেই। গ্লাস তুলে চুমুক দিলাম। সরবত ভাল। চাপা একটা ঝাঁঝ আছে। বরফ কুচির ঠান্ডার তলায় সেই ঝাঁঝ চুঁইয়ে চুঁইয়ে গলায় নামে।

'কমলামাসি আমাকে ফোন করেছিল। সকালেই ফোন করেছিল।'

অস্ফুটে বললাম, 'ও।'

'তখনই আপনার কথা বলল।'

'ও।' আবার বললাম। মুখ নিচু করে সরবত খাচ্ছি। কথা খুঁজে পাচ্ছি না। এই সময় কী বলতে হয়?

পৃথা এবার শাড়ির আঁচলের খুঁট আঙুলে পাকাতে পাকাতে কথা বলছিল, 'কমলামাসি বলল, আপনি আসবেনই।'

আমি সামান্য চমকে উঠলাম। মুখ তুলে বললাম, 'মাসিমা জানতেন আমি আসবই!'

এতক্ষণ পৃথার চোখেমুখে যে হাসির ভাবটা ছিল এবার সেটা বড় হল। আওয়াজ করে হাসল পৃথা। খিলখিল হাসি নয়, চাপা আওয়াজ। হ্যাঁ, এই মেয়ে একটু বেশিই হাসে। গম্ভীর মেয়েরা যেমন কঠিন স্বভাবের হয় তেমনই বেশি হাসির মেয়েরা হয় তরল প্রকৃতির। পৃথাও কি সেরকম? হাসতে হাসতেই পৃথা বলল, 'চমকে উঠলেন কেন? আসতেন না?'

কথা শেষ করে আড় চোখে তাকিয়ে রইল।

এখানে আসার পর থেকেই একটা লজ্জা লজ্জা ভাব হচ্ছিল। এবার সেটা পুরোদস্তুর বুঝতে পারছি। সত্যি তো, হুট করে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। কল্যাণের সঙ্গে কাজকর্ম মেটানোর পর পরই মনে হল, পৃথা নামের মেয়েটির সঙ্গে আজই একবার দেখা করা দরকার। আজ দেখা না করলে হয়ত আর কোনওদিনই

BanglaBook.org

মেয়েটার সঙ্গে দেখা হবে না। কল্যাণের 'অড্ জবস'-এর ভয়ঙ্কর পরামর্শে আমি যে কাজটা করতে চলেছি তাতে যা খুশি ঘটতে পারে। পুলিসের হাতে ধরা পড়তে পারি, কলকাতা ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্য পালিয়ে যেতে হতে পারে। তাহলে ওই মেয়ের সঙ্গে আর দেখা হবে না। অথচ সকালেই একজন মহিলাকে কথা দিয়েছি। তিনি যত্ন করে চা-বিস্কুট খাইয়েছেন। চা-বিস্কুটটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, সকালে কথা দেওয়া। অন্য সময় না রাখলেও চলে, কিন্তু সকালে দেওয়া কথা রাখতে হয়। এরপরই কসবার একটা মিনিবাসে উঠে পড়ি। এখন মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হয়নি। নির্লজ্জের মতো হয়েছে। এই মেয়েটা তাকে নিশ্চয়ই এতক্ষণে হ্যাংলা ভেবে বসে আছে। হ্যাংলা পাত্র। টাকাপয়সা, বাড়ির লোভে তাকে বিয়ে করতে এসেছে। মেয়েরা শরীরের লোভে আসা পুরুষমানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। কিন্তু টাকাপয়সার লোভে ঘেঁষা পুরুষমানুষকে ঘেন্না করে। আমার নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। এই মেয়ে যদি এখন আসার কারণ জানতে চায়? একটু পরে যদি বলে, 'নিন, এবার বলুন কেন এসেছেন'—তখন কী বলব?

আমি ঢোক গিলে বললাম, 'না, না আসতাম। নিশ্চয় আসতাম। মাসিমা বলেছেন, একবার ঘুরে যেতে। তবে আজই যে আসতাম এমন নয়।'

'ভালই করেছেন এসেছেন। আমি আবার কাল থেকে ক'দিন থাকব না। আসানসোল যাব। আপনি অমন জড়সড় হয়ে বসেছেন কেন? আরাম করে বসুন।' কথাটা বলে পৃথা ছোট করে হাসল। সেই হাসির পিছনেই হাই তুলল। হাত তুলল, ঠোঁটে চাপা দিল।

আর নয়, অনেক হয়েছে। সাগর বাছাধন এবার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এস। সিচুয়েশন নিজের কন্ট্রোলে আন। নইলে মুশকিলে পড়বে। বোঝাই যাচ্ছে, এর কাছে এখন রোজই সম্ভাব্য পাত্ররা আসছে। এ তাদের নিয়ে খেলে। বেড়ালের ইঁদুর খেলার মতো। অতএব ঘুরে দাঁড়াও।

আমি পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে বললাম, 'না, না ঠিক আছে। ভালভাবেই বসেছি। ঝুনু কোথায়?'

পৃথা ভুরু কুঁচকে তাকাল। ভেরি গুড। আমি ইচ্ছে করেই 'ঝুনু নামটা বলেছি। ছেড়ে যাওয়া স্বামীর দেওয়া নাম। প্রতিক্রিয়া যাই হোক একটু থমকাতে হবে। পৃথা থমকাল না। শান্তভাবে বলল, 'ঝুনু নয়, ঝুমকি।'

এবার আমার হাসির পালা। হেসে বললাম, 'ও হ্যাঁ, ঝুমকি। ঝুমকি কোথায়?'

পৃথা আড়চোখে আমার দিকে তাকাল। মনে হয় হাসির মানেটা বুঝতে চাইল।

'ঝুমকি টিউশন গেছে। ম্যাথ্সের টিউশন। ম্যাথ্সের টিউশনে গেছে বলে

BanglaBook.org

মনে করবেন না আমার মেয়ে অঙ্কে কাঁচা। সে অঙ্কে খুবই ভাল। সব সময়ই অ্যাভাব নাইনটি স্কোর রাখে। অঙ্কটাই ওর ফেবারিট সাবজেক্ট। সামনেই পরীক্ষা, তাই স্পেশাল কোচিংয়ে গেছে।'

আমি সোজা হয়ে বসলাম। চোখেমুখে উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'তাই নাকি? বাঃ! আর কোন কোন সাবজেক্ট ভাল লাগে ওর? আমার এক ছাত্রী আছে সেও অঙ্ক ভালবাসে কিন্তু সমস্যা হল, করতে গিয়ে ভুল করে বসে। সিলি মিসটেক সব। বকাঝকা করলে ভুল বেশি হয়।'

পৃথা চোখ নামিয়ে বলল, 'আমার মেয়ে আমার মতো হয়নি। সে সিলি মিসটেক করে না।'

লক্ষ্য করছি, পৃথার গলায় একটা ব্যাপার আছে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে না এই মেয়ের সঙ্গে আজই আমার প্রথম দেখা হয়েছে। মনে হবে, পরিচয় বেশ কিছু দিনের। আবার এরকমও হতে পারে মেয়েটার গলাটাই এরকম। কারও গলা কঠিন হয়, কারও হাস্‌কি। কেউ আবার মিনমিনে গলায় কথা বলতে পছন্দ করে। এর তেমনি সহজ স্বাভাবিক গলা। আরও একটা সম্ভাবনা আছে। এই মেয়েকে হয়ত প্রায়ই বাইরের লোককে সরবত খাইয়ে সহজ ভাবে কথা বলে বিদায় করতে হয়।' এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে কমলাদেবী আমাকেই প্রথম কসবার ঠিকানা দিলেন।

'আপনার এই ঘরটা কিন্তু খুব সুন্দর।'

পৃথা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'ভেতরের ঘরগুলোও সুন্দর। সব থেকে সুন্দর আমার বেডরুমটা। আসানসোল থেকে ফেরার পর একদিন চলে আসবেন। এরকম বিকেল বিকেল চলে আসবেন। মেয়ে তখন টিউশনে যায়। আপনাকে ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে দেখাব।'

আমি নড়েচড়ে বসলাম। এই মেয়ে কী বলতে চায়? আলাপের আধঘণ্টার মধ্যে বেডরুম দেখানোর আমন্ত্রণ! কী যেন একটা মিলছে না। কোথায় একটা তাল কাটছে। মনে হচ্ছে, পৃথা যা বলছে, যেভাবে হাসছে, বেডরুমের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সেটা সত্যি নয়। সে বানাচ্ছে। অভিনয় করছে। মানুষ এই ধরনের অভিনয় করে দুটো কারণে। এক কাছে টানতে, দুই সরিয়ে দিতে। এ কোনটা চাইছে?

পৃথা ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটে আলতো কামড় দিল। বলল, 'সাগরবাবু, আপনাকে কি আর এক গ্লাস সরবত করে দেব?'

মাথা নাড়িয়ে বললাম, 'না, আমি এবার উঠব। ফিরতে হবে।'

BanglaBook.org

পৃথা চোখ বড় করে, গলায় বিস্ময়ের ভাব এনে বলল, 'ফিরবেন! ওমা, আপনি আবার ফিরবেন কোথায়? মাসি যে বলল, আপনার এখন ঘরবাড়ি কিছু নেই। সব বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পাঁচ না ছ'মাস ভাড়া দেননি বলে গোকুলমেসো আপনাকে ছাদের ঘরে বন্দী করে রেখেছেন। আর সেই কারণেই তো মাসি বলল, দেখিস পৃথা, এই ছেলে আজই তোর কাছে যাবে। আমার ভুল হবে না। সত্যি মাসির ভুল হয়নি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। না, আমার ভুল হয়নি। এই মেয়ে শুধু অভিনয় করছে না, একটা ভয়ঙ্কর খেলাও খেলছে। খেলব বলে তৈরি হয়েই থাকে সে। সেজেগুজে সরবত বানিয়ে যেন ঘুঁটি সাজিয়ে বসে। তারপর, 'হবু স্বামী'দের সঙ্গে অপমানের খেলা খেলতে থাকে। খেলতে খেলতে বোঝাতে থাকে, 'শোন হে লোভী, বোকাচন্দদের দল আমার তোমাদের বিয়ে করতে বয়ে গেছে। বয়ে গেছে আমার।' ইন্টারেস্টিং, খুবই ইন্টারেস্টিং।

এবার আমার কেটে পড়ার পালা। মাথার মধ্যে একটা ঝাঁকুনি দিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দেখুন পৃথাদেবী, আমি আপনার মাসিকে কথা দিয়েছিলাম বলে এসেছি। আমার দায়িত্ব শেষ। আমি এবার যাব।'

পৃথাও উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'হাত তুলে চুলের খোঁপা ঠিক করতে করতে বলল, 'আর দেখা? দেখাও শেষ হয়েছে?'

পৃথা শুধু অদ্ভুত নয়, আকর্ষণীয়ও। আকর্ষণ প্রথমে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে অনুভবে আসে। সরবতের মতো। ঠাণ্ডার তলায় ঝাঁঝ লুকিয়ে আছে। আমি হাসলাম। মুচকি হাসি। এতক্ষণ এই মেয়ে অনেক চমক দিয়েছে। এবার এর চমক নেওয়ার পালা। শান্ত গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, পৃথাদেবী শেষ হয়েছে। ঘর এবং আপনাকে দুজনকেই আমার দেখা হয়ে গেছে।'

পৃথা যেন একটু থমকে দাঁড়াল। প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলানো দেখলে খেলোয়াড় যেমন থমকে দাঁড়ায়। গলার হারে হাত দিয়ে বলল, 'ওমা, এইটুকুতেই দেখা হয়ে গেল! মাসি যখন বলল, ছেলেটা কোনও কাজকর্ম করে না, ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায় তখন ভেবেছিলাম দেখতে শুনতে বেশি সময় নেবে। হাতে কাজটাজ না থাকলে যেমন হয় আর কী। আগেও একবার এরকম হয়েছিল। সে বেচারি অবশ্য পুরো বেকার ছিল না। আদ্দেক বেকার ছিল। কী যেন একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করবে বলে লোন চাই। সেই কারণেই আমার কাছে আসা। ঝোলা থেকে গাদাখানেক কাগজপত্র বার করল। ভাবলাম বিয়ের আগে কুষ্টিটুষ্টি দেখাতে চাইছে হয়ত। ওমা, দেখি বিজনেস প্রজেক্ট। তারপর লোন হবে না শুনে

BanglaBook.org

রেগেমেগে চিৎকার জুড়ে দিল। হি হি। থাক সে কথা, আপনি কী দেখলেন সেটা কি শুনতে পারি? নাকি একেবারে ফিরে সরাসরি মাসিকেই বলবেন?'

'মনে হচ্ছে, প্রায়ই আপনার কাছে জ্বালাতন করতে মানুষ আসে।'

পৃথা ভুরু কুঁচকে বলল, 'জ্বালাতন বলছেন কেন? উদ্ধার বলুন।'

আমি মাথা নামিয়ে মেঝের দিকে তাকালাম। এটাই অনেকে ভুল করে। ওপরটাই শুধু দেখে, নিচটা দেখা হয় না। না, ফ্ল্যাটটা সত্যি দামি। মেঝে মার্বেলের। মার্বেলেও এখন গোলাপি আভা রয়েছে। এই রঙ কি পাথরের নিজস্ব? নাকি ঘরের রঙ বিভ্রম তৈরি করেছে? পৃথাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? না থাক, অন্য একটা প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নও রঙ সম্পর্কে। তবে ঘরের রঙ নয়।

'আমি কী দেখলাম, আপনাকে বলে যেতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।'

মনে হচ্ছে আমিও মেয়েটার সঙ্গে খেলায় জড়িয়ে গেছি। খারাপ কী? দেখা যাক না খেলা কতদূর যায়।

'বলুন। আপনি কি দাঁড়িয়েই বলবেন নাকি আরও একটু বসবেন?'

আমি এ কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'কোনটা আগে বলব? আপনারটা? না, ঘরটা? ঠিক আছে ঘরটাই আগে বলেছি। পৃথাদেবী, শুনে এসেছিলাম এই ফ্ল্যাটের ড্রইং কাম ডাইনিংটা ছোট। দরকার হলে দেওয়াল ভেঙে ঘর বড় করা যেতে পারে। প্রভিশন রয়েছে। কথাটা ঠিক নয়। আপনার ঘর অনেক বড়। এই ঘর আপনি আর বড় করতে যাবেন না। এই কথাটা আমার বলার দরকার ছিল না। আমি জানি আপনি ঘর আর ভাঙবেন না। তবু বললাম।' একটু চুপ করে আবার শুরু করলাম, 'এবার আসি আপনার প্রসঙ্গে। আপনাকে এই রঙের শাড়ি মানাচ্ছে না। আমার মনে হয়, গায়ের রঙ বেশি চাপা হওয়ার কারণে কোনও উজ্জ্বল রঙেই আপনাকে মানাবে না। আপনার সবসময় ফ্যাকাসে ধরনের রঙ বাছা উচিত। পৃথাদেবী, আপনার কমলা মাসিমাকে আমি জানিয়ে দেব, তার প্রস্তাবে আমি রাজি। যদিও আমার ঠাকুমার ইচ্ছে ছিল, নাতবউ হবে ফর্সা। ফর্সা মানে যে সে ফর্সা নয়, একেবারে দুধে-আলতায় ফর্সা। টকটক করবে। ঠাকুমা মারা গেছেন অনেক বছর হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা রয়ে গেছে। তবু আপনার ব্যাপারে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েছে।'

পৃথা পাথরের মতো স্থির। আমি সরাসরি তার চোখের মণির দিকে তাকালাম।

সে চাপা গলায় বলল, 'কী সমস্যা?'

এবার আমার শেষ দান। মিটিমিটি হেসে বললাম, 'বড় কিছু নয়, ছোট সমস্যা পৃথাদেবী। আপনার আমাকে পছন্দ নয়। আমাদের কাউকেই আপনার পছন্দ নয়।

BanglaBook.org

ঠিক কি না?'

পৃথার চোখ দুটো বদলে গেছে। চালাক ধরনের ছটফটানির বদলে দৃষ্টিতে এখন বিস্ময়। খানিকটা মুগ্ধতাও কি? একটু চুপ করে থেকে কী যেন বলতে চাইল। পারল না। অথবা কে জানে হয়ত পারলও। মুগ্ধ মানুষের ভাষা সব সময় বোঝা যায় না। আমি বড় করে হাসলাম। খেলা জয়ের হাসি। নিচু গলায় বললাম, 'এর কারণ আপনি কি জানেন? পৃথাদেবী, আপনি আসলে নতুন করে আর সংসার পাততে চান না। শুরুতেই এ সব ভেঙে দিতে চান। আত্মীয়স্বজন অথবা কে জানে হয়ত নিজের কাছে নিজের চাপেই এই নাটক আপনাকে করতে হয়। অথবা অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমি জানি না। জানতে চাইও না। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। তাই তো?'

পৃথা যেন কিছুটা ঘোরের মধ্যেই ফিসফিস করে উঠল, 'হ্যাঁ তাই। কেউ বুঝতে পারে না, শুধু আপনি...ধন্যবাদ...আপনাকে আমি কী বলে যে...।'

আমি হাত তুললাম।

'থাক। এবার আমি সত্যি যাব। শুধু দুটো বিষয় বাকি রইল। একটা অনুরোধ, একটা প্রশ্ন।'

'বলুন।'

'আমার রাজি না হওয়ার বিষয়টা আপনি দয়া করে, এখনই আপনার কমলামাসিকে বলবেন না। আরও কয়েকটা দিন আমাকে আপনার মাসির ওখানে থাকতে হবে। খাওয়াদাওয়া চমৎকার, পটলবাবুর ভাত মাছের হোটেলে ধারও বাড়ছিল। আপনি যদি এখনই কিছু না বলেন বড় সুবিধে হয়।'

পৃথা খানিকটা অস্ফুটে বলল, 'আর প্রশ্নটা?'

দরজার দিকে আর কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

'ভেবেছিলাম এখন প্রশ্নটা করব না। পরে যদি কোনও দিন সুযোগ আসে।... কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আপনার সঙ্গে সম্ভবত আর দেখা হবে না। তাই প্রশ্নটা করেই ফেলছি। তবে উত্তর না দিলেও কোনও অসুবিধে নেই। ঘরে সব কিছু গোলাপি, অথচ আপনার ফুলগুলো অন্যরকম কেন? ওখানে গোলাপি রঙের কোনও ফুলই কি উচিত ছিল না?'

পৃথা মাথা নামাল। একইভাবে অস্ফুটে বলল, 'ঝুমকির বাবা আবার এখানে আসা শুরু করেছে। আমি তাকে অনেকবার বারণ করেছি। বলেছি, আর এস না। প্লিজ আর এস না। সে শোনে না, আবার আসে। এসে বলে, আর একবার ফেরা যায় না পৃথা? বলুন তো কী পাগল মানুষ। কিছুতেই বুঝতে চায় না।

BanglaBook.org

আমি নীল রঙ ভালবাসি বলে নীল ফুল সঙ্গে করে নিয়ে আসে।'

পৃথা কি কাঁদছে? কাঁদুক, যত খুশি কাঁদুক। পাগল মানুষের জন্য যদি কেউ কাঁদে আমার কী? আমার বেশ ঝরঝরে লাগছে। মনে মনে ঠিক করলাম, যদি আবার কোনওদিন এখানে আসি গাদাখানেক নীল রঙের ফুল নিয়ে আসব। না, আনব না, এই মেয়ের জন্য নীল ফুল একজনই আনতে পারে।

'আপনি কি আপনার টেলিফোন নম্বরটা আমায় দেবেন?'

দরজা খুলতে খুলতে নিচু গলায় বলল পৃথা।

'একটা বেকার ছেলেকে এটা আপনি কী বলছেন পৃথাদেবী! ভাড়া দিতে না পারার অপরাধে সে বাড়িওলার হাতে বন্দী, খাবার টাকা যোগাড় করতে যাকে ম্যাজিসিয়ানের মাথা কেটে ফেলার মতো ভয়ঙ্কর অড জবে রাজি হতে হয়েছে। বলা যায় না ফট করে বড়লোক কোনও ডিভোর্সিকে বিয়েও করে ফেলতে পারত। সে একটা টেলিফোন পুষবে কী করে?'

এবার পৃথার লজ্জা পাওয়ার পালা।

'সরি। আপনি বরং আমার মোবাইল নম্বরটা রাখুন সাগরবাবু। আমি একটা কাগজে লিখে দিই?'

আমি হেসে বললাম, 'দরকার নেই। আমার একটা অন্যরকম ফোন আছে। বিনি পয়সার ফোন। ইচ্ছে করলে যাকে খুশি সেখান থেকে ফোন করতে পারি। সেই ফোনে অন্যের নম্বর দরকার হয় না। আমি নিজেই নম্বর বসিয়ে নিই।

'অন্যের নম্বর লাগে না!' দৃশ্যতই চমকে গেল পৃথা। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

'করলে ক্ষতি নেই। পাত্রী দেখার সময় একটু আধটু রসিকতা চলে। পৃথাদেবী, আপনি বিশ্বাস না করলেও আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু ঘটনা সত্যি। যদি কোনও দিন ইচ্ছে হয়, ওই ফোনে আপনাকে ঠিক ধরে নেব। ভাল থাকবেন। ঝুনুকে বলবেন, ওর অঙ্ক পরীক্ষার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।'

আমি ইচ্ছে করেই এবারও 'ঝুনু' বললাম। আমি জানতাম পৃথা এবার আর ভুরু কুঁচকোবে না। রাগও করবে না। রাগ করল না, লজ্জা পেল।

'তাহলে চলি?'

পৃথা দরজার একটা পাল্লা ধরে চোখ নামিয়ে বলল, 'আসুন।'

এক ঝলক তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। না, আমি ঠিক বলিনি। উজ্জ্বল রঙের শাড়িতে মেয়েটাকে মানিয়েছে। বিষণ্ণতার রঙ কি উজ্জ্বল? নইলে বিকেলের উজ্জ্বল আকাশ দেখলে মন কেমন করে কেন?

BanglaBook.org

একতলার কাছাকাছি এসে সিঁড়ির ওপরেই থমকে দাঁড়ালাম। নিচ থেকে কেউ উঠে আসছে। পায়ের আওয়াজে একটা হড়বড়ে ব্যাপার। সরু সিঁড়ি। দেওয়ালের দিকে সামান্য চেপে দাঁড়ালাম। বাঁক ঘুরে লোকটা দ্রুত পার হল আমাকে। এক হাতে খবরের কাগজে জড়ানো কী ওটা!

আড়চোখে দেখলাম, কাগজের ফাঁকে কয়েকটা ফুল। ডাঁটিওলা কয়েকটা নীল রঙের ফুল।

BanglaBook.org

সাত

সত্যি সত্যি পুলিস আমাকে ধরল।

আমি এখন বি বা দী বাগ দক্ষিণ থানায় বসে আছি।

আমি হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতেই ভাবছিলাম কোথায় যাই। হাজারটা ফ্যাকড়ায় 'খুঁজছি তালিকা'র কাজে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত এমন অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যারা আমায় খুঁজছিল। বাড়িওলা গোকুলচন্দ্র বড়াল, বাড়িউলি কমলাদেবী থেকে শুরু করে কল্যাণ, পৃথা, কল্যাণের পারচেজ ম্যানেজার পর্যন্ত। কিন্তু এরা কেউ তিন নম্বর চিঠির লেখক নয়। তাহলে? এবার যেখানেই যেতে হবে বুঝে শুনে যেতে হবে। যদিও নষ্ট করার মতো অঢেল সময় আমার হাতে আছে। ছোটবেলায় পড়েছিলাম 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।' কথাটা ঠিক নয়। নদীর পাড়ে বসে থাকলে নদীর স্রোত যেমন কখনওই ছেড়ে চলে যায় না, সময়ও সে রকম। সময়ের পাড়ে বসে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারি। নিচু হয়ে হাত দিয়ে সময়কে ছুঁই। সময় সারাদিন আমার পায়ের কাছে ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে খেলা করে। কিন্তু যে আমাকে খুঁজছে তার কি এ সব তত্ত্বকথা বোঝার সময় আছে? মনে হয় না। সবাই তো আহাম্মক সাগর নয়।

একটা মোটামতো লোক আমার কাঁধে আলতো হাত রেখে বলল, 'আসুন ভাই। এদিকে আসুন।'

এমন খাতির করে ডাক বহুদিন শুনিনি। এ হল সেই ডাক যাতে সব সময় সাড়া দিতে হয়। কে ডাকছে, কোথায় ডাকছে ভাবতে নেই। আমিও ভাবলাম না। লোকটার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলাম। যেন বহুদিনের চেনা দুজন পাশাপাশি

BanglaBook.org

চলেছি। গলির মধ্যে কালো রঙের বাজখাঁই একটা পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে। মোটা লোক খুব যত্ন করে আমার হাত ধরে বলল, 'নিন উঠে পড়ুন। সাবধানে উঠবেন ভাই। সিঁড়ির কাছে একটা পেরেক বেরিয়ে আছে। কেটে গেলে আবার টিটেনাস ফুঁড়তে হবে।'

আপনজন না হলে এ রকম যত্ন পাওয়া যায় না। সেই গাড়ি আমায় পুলিস থানায় নিয়ে এসেছে।

আমি বসে আছি থানার বারান্দায়। নড়বড়ে বেঞ্চের ওপর। আমার সঙ্গে আরও একজনকে ধরে আনা হয়েছে। অল্পবয়সী ছেলে। ছেলেটার নাক থেকে ফ্যাচ ফ্যাচ ধরনের একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কাঁদছে। কাঁদছে কেন? পুলিস ধরেছে বলে? তাই হবে। একটু আগে জানতে পারলাম, আমাদের অপরাধ গুরুতর। আমরা হলাম পথ-অপরাধী। শহরে এখন পথে হাঁটার ওপর অনেক নিয়মকানুন চালু হয়েছে। এখন আর ইচ্ছেমতো হাঁটা চলবে না। ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামলে পুলিস ধরবে। ফ্লাইওভার দিয়ে হাঁটলে পুলিস ধরবে। সাদা দাগ ছাড়া রাস্তা পার হলে পুলিস ধরবে। ধরবার ফাঁদ সর্বত্র। ক্যাচ ফসকানোর কোনও উপায় নেই। আমি মনে হয় এ রকম একটা কিছু করেছি। ঠিক কী করেছি তা মনে নেই, তবে নিশ্চয় নিয়মবহির্ভূত কিছু এবং পুলিস অসম্ভব রকম দক্ষতার সঙ্গে আমাকে ধরে ফেলেছে।

আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্য একটা টিংটিঙে ধরনের সেপাইকে বারান্দার মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। লোকটার শুধু রোগাভোগাই নয়, ইউনিফর্মের মধ্যে একটা হতদরিদ্র ব্যাপার আছে। বেঢপ প্যান্টের রঙ উঠে গেছে। জামার কনুইতে তাপ্পি মারা। বেল্ট ঢল ঢল করছে। পায়ে কাদামাখা বুটজুতো। পায়ের তুলনায় সেটা সামান্য বড় হবে। নড়াচড়ার সময় পা টানছে। লোকটার চোখে একটা খিদে না-মেটা, খিদে না-মেটা চাউনি। সেপাইটির সম্ভবত ক্রনিক পেটব্যথা ধরনের কোনও অসুখ আছে। নইলে ও রকম ভুরু কুঁচকে থাকবে কেন?

মুশকিল হল, আমার ভাঁড়ারে সময়ের কোনও অভাব না থাকলেও 'খুঁজছি তালিকা' হাতে যাদের দুয়ারে দুয়ারে আমাকে ঘুরতে হবে তারা সকলেই ব্যস্ত মানুষ। তা ছাড়া কল্যাণের 'স্যার'-এর প্রেম ভাঙার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েছি। সুতরাং ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে থাকলে আমার চলবে না। আচ্ছা ফ্যাসাতে পড়া গেল দেখছি। একটা উপায় বের করতে হবে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরনোর উপায়। আমি সেপাইয়ের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসলাম। বললাম, 'ভাই ভাল আছেন?'

BanglaBook.org

সেপাইয়ের মুখ আরও কুঁচকে গেল। সে কথার উত্তর দিল না।

'ভাই, বসবেন নাকি?'

সেপাইটি চাপা গলায় বলল, 'আপনের কী অসুবিধে হচ্ছে? চুপ করে বসেন দেখি।'

আমি বিনীত গলায় বললাম, 'না, অসুবিধে তেমন হচ্ছে না। তবে আসামিরা সব বসে আছি, পুলিস দাঁড়িয়ে আছে কেমন একটা দেখাচ্ছে না? তাই বলছিলাম।'

সেপাই হিসহিসিয়ে বলল, 'আপনারে দেখতে হবে না। চোখ বুজে থাকুন। কথা বেশি কইবেন না।'

কথাটা খারাপ বলেনি। চোখ বুজে নিজের কাজগুলো সেরে ফেলা যেতে পারে। একবার দীপার বাড়িতে ফোন করলে হত। আমেরিকা থেকে হয়ত ফিরেছে। ফিরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে কিন্তু পারছে না। বলা যায় না, দীপাই হয়ত খুঁজছে আমায়। আমাকে ধরতে না পেরে চিঠি লিখেছে। তিন নম্বর চিঠি। মনফোন থেকে একবার ফোন করলে কেমন হয়? মনফোনের নিয়ম হল, যাকে ফোন করতে চাইব, সেই ধরবে। অন্য কেউ নয়। এখন কিন্তু দীপা ধরল না। ধরল দীপার বাবা। আমি একটু থমকে গেলাম। এই ভদ্রলোক কলেজে পড়াশোনার সময় আমাকে বিচ্ছিরি ধরনের অপছন্দ করতেন। কম করে পাঁচবার তিনি দীপা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও 'দীপা নেই' বলে বের করে দিয়েছিলেন। একবার আমি অবশ্য একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে ফেলেছিলাম। কফি হাউস থেকে বেরিয়ে দীপাকে বললাম, 'টাকা দে তো একটা ফোন করব।'

দীপা বলল, 'আমার মোবাইলে কর।'

আমি বললাম, 'না, নম্বর জানানো যাবে না। থ্রেট কল।'

বইয়ের দোকান থেকে নম্বর ঘোরালাম সোজা দীপার বাড়িতেই। দীপা অত খেয়াল করল না। পাশে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য দিকে ফিরে বই ওল্টাতে লাগল। ফোন ধরলেন দীপার বাবা।

'মেসোমশাই, আমি সাগর বলছিলাম, দীপা আছে নাকি?'

গম্ভীর উত্তর এল, 'কেন?'

রিসিভার চেপে ধরে ফিসফিস করে বললাম, 'চিকেন পক্সে বাড়িতে আটকে পড়েছি। দীপার কাছ থেকে একটু হিস্ট্রি নোটসগুলো জানতাম।'

'দীপা কলকাতায় নেই।'

'তাই নাকি? গেল কোথায়?'

'তোমাকে বলার কোনও প্রয়োজন দেখছি না, তবু তুমি অসুস্থ বলে বলছি।

BanglaBook.org

ও চন্দননগরে মামাবাড়িতে গেছে। দিন দশেক থাকবে সেখানে। তুমি তার আগে আর ফোনটোন কর না।'

'চন্দননগরে গেছে? খুব ভাল করেছে মেসোমশাই। আপনি বরং ওকে জানিয়ে দিন একেবারে জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোটালো দেখে ফেরে যেন। অতদূর গেছেই যখন এবার শুনছি চন্দননগরে হ্যারি পটার করছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সব আলোর ঝাঁট। ফাটাফাটি। বারবার দেখতে ইচ্ছা করবে। জগদ্ধাত্রী পুজোর আর দেরিও তেমন নেই। মাসখানেক, মাস দুয়েক হবে। মেসোমশাই আপনি বরং এখনই বলে দিন। দীপা আমার পাশেই আছে। নিন কথা বলুন। নে দীপা ফোনটা ধর।'

সেই ছিল আমার শেষ ফোন। এ ঘটনার পরে দীপাও আমার সঙ্গে বহুদিন কথা বলেনি। স্বাভাবিক, বেচারির দোষ নেই। এই ধরনের রসিকতার পর আমিও কথা বলতাম না। এরপর দীপা আমেরিকা চলে যায়।

মনফোন ধরে দীপার বাবা বললেন, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

গলা একই রকম গম্ভীর। কণ্ঠস্বরের একটু বয়স বেড়েছে মাত্র।

'দীপা আছে? আমি সাগর বলছিলাম। ওর কলেজের এক সময়কার বন্ধু। চিনতে পারছেন মেসোমশাই? প্রণাম জানবেন।'

ভদ্রলোক চিনতে পারলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'কে সাগর? সাগর কথা বলছ নাকি?'

আশ্চর্য তো! মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আমার গলা শুনে খুশি হয়েছেন! হঠাৎ কী হল রে বাবা! উনি কি পুরানো সেই দিনের কথা ভুলে গেলেন?

'হ্যাঁ, মেসোমশাই, আমি সাগর বলছি।'

'তুমি কোথা থেকে বলছ? অ্যাঁ, বলছ কোথা থেকে?'

যাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে তারা টেলিফোনে সব সময়ই খানিকটা চিৎকার করে কথা বলে। অভ্যেসের মতো হয়ে যায়। শ্যামবাজার বা টালিগঞ্জের টেলিফোনও তারা মনে করে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপার থেকে আসছে। চলে যাওয়া ছেলেমেয়ের মতো এই মানুষটাও কথা শুনতে পাচ্ছে না। চিৎকার করে সন্তানের কাছে বারবার জানতে চায়— 'তুমি এখন কোথায়? কোথায় তুমি?'

'মেসোমশাই আমি এখন থানা থেকে বলছি।'

'কোথা থেকে?'র উত্তরে ওয়াশিংটন, ডেট্রয়েট, মিশিগান বা সিলিকন সিটি শুনে যিনি অভ্যস্ত তিনি 'থানা' শুনে যে ঘাবড়ে যাবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? দীপার বাবাও ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেলেন।

BanglaBook.org

আমি আবার বললাম, 'থানা থেকে বলছি মেসোমশাই। পুলিস থানা।'

'থানা! থানায় কী করছ? তুমি একবার আসতে পারবে? তোমাকে খুব খুঁজছিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে এস।'

আমি দারুণ উৎসাহে বললাম, 'আপনি আমাকে খুঁজছিলেন? আশ্চর্য! আমারও মনে হচ্ছিল, আপনি আমাকে খুঁজছেন। ঠিক আছে চিন্তা করবেন না। আমি আসছি। তবে এখনই হবে না। অ্যারেস্ট হয়ে আছি তো। এরা ছাড়ার পরই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।'

'অ্যারেস্ট! অ্যারেস্ট কেন?'

মানুষটা সত্যি ঘাবড়ে গেছে।

আমি উত্তর দিতে গেলাম, তার আগেই মনফোন কেটে গেল। যাক 'খুঁজছি' তালিকায় নতুন একজনকে পাওয়া গেল। চিঠি তাহলে দীপার বাবার? উনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথা থেকে? দীপা বিদেশ থেকে পাঠিয়েছে?

চোখ খুলে দেখি ফ্যাচফ্যাচানির ছেলের সঙ্গে সেপাই গল্প শুরু করেছে। ছেলে সেপাইকে 'স্যার স্যার' করছে। 'স্যার' ডাকের এই হল একটা মজা। যারা এই নামের যোগ্য নয়, তারা শুনলে সব থেকে বেশি খুশি হয়।

'স্যার, আমাদের কখন ছাড়া হবে?'

সেপাইবাবু হাসিমুখে বলল, 'সে তো এখন বলা যাবে না। আগে বড়বাবু ওপর থেকে নামুন।'

ফ্যাচফ্যাচানি বলল, 'ওপরে! ওপরে কেন? বড়বাবু ছাদে কি পায়চারি করতে গেছেন?'

সেপাই গম্ভীরভাবে বলল, 'না। বড়বাবুর কোয়ার্টার দোতলায়।'

কাঁদুনে বলল, 'পথে হাঁটার ফাইন কত? ফাইন দিলেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে তো স্যার?'

সেপাই একবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনে হয় ছেলেটার মুখের ভয় মাপল।

'অত জানি না। এ সব কেসে ফাইন হওয়ার কথা। আবার জেলও হতে পারে।'

ফ্যাচফ্যাচানি লম্বা করে নাক টেনে বলল, 'জেল! এ সব আপনি কী বলছেন স্যার? হেঁটেছি বলে জেল!'

সেপাই আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'জেল তো ক্রাইম দেখে হয় না। অন্য ব্যাপার আছে।'

'কী ব্যাপার?'

BanglaBook.org

সেপাই একটু সরে এল। গলা নামিয়ে বলল, 'সে একটু পরেই বুঝতে পারবেন। আমাদের বড়বাবু খুব কড়া লোক, তা ছাড়া ইদানীং মেজাজ টঙ হয়ে আছে। সেরকম হলে দু'দিন ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বে। তা ছাড়া ইমপর্টেন্ট রাস্তা থেকে তুলেছি তো। দুটো কেস কানেকশন দেখিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দিলে ঝামেলা।'

'কেন কানেকশনটা কী স্যার?'

সেপাই ফ্যাচফ্যাচানির দিকে এমনভাবে তাকাল যার অর্থ হল, কেস কানেকশন না জানার মতো গাধা এই পৃথিবীতে আর দুটো নেই। সে গলা নামল। চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'সে কী! এটা জানেন না! কেস কানেকশন হল অন্য মামলা দিয়ে ধরে রাখা। এই ধরুন আপনের অপরাধ হল গিয়ে রাস্তায় হাঁটা। অথচ ডায়েরিতে লেখা হল ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ব্যস, দু'দিনের জন্য পেছনে ঢুকে গেল।'

'কী ঢুকে গেল?' আতঙ্কিত ছেলে জিজ্ঞেস করে।

সেপাইয়ের গলায় তৃপ্তি। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'সে দেখতেই পাবেন কী ঢুকে গেল। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সামনে পেছন সব স্পষ্ট দেখতে পাবেন।'

সেপাইটা মনে হচ্ছে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণটা কী? ছেলেটাকে ভয় দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয় কোনও মতলব আছে।

ফ্যাচফ্যাচানি আবার কাঁদুনি শুরু করল। রুমাল দিয়ে নাক মুছে ধরা গলায় বলল, 'জেল-ফেলের ঝামেলা ঠেকানো যাবে না স্যার?'

সেপাই চোখ মটকে গলা নামিয়ে বলল, 'যাবে না কেন? খরচাপাতি করলে সব কিছুই ঠেকানো যাবে। আমাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলেই বড়বাবুকে সত্যি কথা বলব।'

এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম। লোকটা পয়সা চাইছে। তাই হাবিজাবি বলে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা।

ফ্যাচফ্যাচানি ছেলেটা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'দাদা, আপনার কাছে টাকাপয়সা কিছু আছে? আমার পকেট তো একেবারে ফাঁকা। সাড়ে তিন টাকা ছিল। বাসভাড়া দিলাম। বাস থেকে নামতেই শালা খপ করে ধরল।'

'কত টাকা?'

ছেলেটা সেপাইয়ের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কত টাকা লাগবে স্যার?'

টাকার কথাবার্তায় দেখছি সেপাই সাহেবের পেটব্যথা এফেক্টটা কেটে গেছে। টাকার এই একটা সুবিধে পেট কামড়ানো, মাথাধরা, ম্যালেরিয়া সব কিছুতেই

BanglaBook.org

ওষুধ হিসেবে কাজ করে। লোকটা আমাদের কাছে এগিয়ে গেল। আশপাশে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাছে কত? শ'দুয়েক হবে? ভাববেন না সবটা আমি পাব। ভাগাভাগি আছে। তবে বড়বাবুকে কিছু বলতে যাবেন না কিন্তু। উনি পাগলাটে মানুষ। ঘুসফুস সহ্য করতে পারেন না। যদি বলেন, পরে আবার ধরে এনে পেছনে দিয়ে দেব, হ্যাঁ, এই বলে রাখলাম।'

ছেলেটা এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। বলল, 'বলেন কী? দুশো টাকা! চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি, শুধু রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি বলে দুশো টাকা!'

সেপাইবাবুর মুখ আবার পেট ব্যথার এফেক্ট দিচ্ছে। চোখ কুঁচকে গেছে। সেই অবস্থায় বলল, 'টাকা নেই, তাহলে ফালতু সময় নষ্ট করছেন কেন? লকআপে ঢোকার জন্য রেডি হন। বাড়িতে ফোনটোন করতে হলে কিন্তু পয়সা লাগবে। সে পয়সা আছে তো নাকি নেই?'

এবার আমাকে কিছু একটা করতে হবে। লোকটা অনেকক্ষণ ধরে ঘাবড়ে দিয়েছে। এবার ওর ঘাবড়ানোর পালা। বুঝতেই পারছি, ও সি-র কাছে মামলা যাওয়ার আগেই টাকা বুঝে নিতে চাইছে। বড়বাবু বলল, 'পাগলাটে'। পাগলাটে ও সি-কে দেখতে পেলে একবার বেশ হয়। তবে তার আগে এটাকে থামাই। আমি ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তুললাম। দেওয়ালে হেলান দিয়ে চেহারায় একটা নিশ্চিন্ত ভাব আনলাম। বললাম, 'সেপাই সাহেব, আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? টাকার কোনও অভাব হবে না। আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন।'

আমি ঝোলা হাতড়ে কল্যাণের পারচেজ ম্যানেজারের দেওয়া বান্ডিলটা বের করলাম।

'গুনে দেখবেন?'

মানুষটা কেমন কুঁকড়ে মতো গেল। খানিকটা কুঁজোও হয়ে গেছে যেন। মনে হচ্ছে, একসঙ্গে এত টাকা দেখার ভার সহ্য করতে পারছে না। চোখে ভয়। পাশের ছিঁচকাঁদুনেটাও ঘাবড়ে গেছে। আশ্চর্য কাণ্ড, এই বয়সে কথায় কথায় ঘাবড়ায় কী করে? বিনয়, বাদল, ক্ষুদিরামদের বয়স কত ছিল? এরা কি জানে না? ছেলেটা ভয় পাওয়া মুখে আমার পাশ থেকে খানিকটা সরে বসল। আমি টাকা আমার ঝোলায় ঢোকালাম। বললাম, 'যাও ভাই, তোমাদের বড় সাহেবকে ডেকে দাও। বল আমার তাড়া আছে। দীপার বাবা ডেকেছেন।'

সেপাই দ্রুত থানায় ঢুকে গেল। যাওয়ার আগে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল। এই তাকানোর একটাই মানে, আমাকে আর ঘাঁটাতে চাইছে

BanglaBook.org

না।

ফ্যাচফ্যাচানি বলল, 'দাদা, এত টাকা না দেখালেই পারতেন।'

'কেন?'

'মনে হচ্ছে কেড়ে রেখে দেবে। থানায় খুব ছিনতাই হয় শুনেছি।'

আমি নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'টাকা নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নেই। ঘুষের টাকা একজনের বদলে অন্য জনকে দিলে ক্ষতি নেই। ঘুষ হিসেবেই তো দিচ্ছি। অন্য কোনও কারণে তো দিচ্ছি না।'

আমার কথায় ছেলেটার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। টাকা দিই না দিই, কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। ঘুষের টাকা ঘুষে গেলে অসুবিধে কী? তা ছাড়া এই টাকাও নিশ্চয় কল্যাণের পারচেজ ম্যানেজার কারও কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে নিয়েছিল। যে চট করে ঘুষ দিতে পারে, সে নিতেও পারে। তা ছাড়া কল্যাণই একবার আমাকে বলেছিল, ওদের অফিসে নাকি কেনাকাটায় টাকা নেওয়ার সিস্টেম চলে। সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে তো অপূর্ব। ঘুষ বাবদ উপার্জন করা টাকা, একজনকে ঘুষ দিতে দেওয়া হল, ঘুষ নিয়ে নিল অন্যজনে! বাঃ! টাকা কি এরকমই? নির্দিষ্ট কারণে হাতে হাতে ঘোরে? খারাপ টাকা যদি খারাপ কাজেই ঘুরপাক খায়, তা হলে ভাল কাজের টাকার কী হয়?

'পাগলাটে ও সি'কে দেখে যাই। টাকাটা দিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্টও হবে। যে মানুষ ঘুষ পছন্দ করে না তাকে এই টাকা দিলে কী হবে?

আমি ফ্যাচফ্যাচানির দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'কেড়ে নেওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? আমি তো পুরো টাকাটাই দিয়ে দেব ঠিক করেছি।'

'পুরো টাকা? মানে পাঁচ হাজারই!'

'হ্যাঁ। আপনি ভাই অত চমকাচ্ছেন কেন? টাকা তো আপনার নয়।'

ছেলেটা দেখছি খুবই ন্যাগিং ধরনের। বলল, তা বলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা মামলায় পাঁচ হাজার? বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'না হচ্ছে না। বরং কমই হচ্ছে। আমার হাঁটার দাম এই সুযোগে আমি বাড়িয়ে নিলাম। পঞ্চাশ থেকে পাঁচ হাজার।'

ছেলেটা আরও সরে বসল। সম্ভবত সেও আমাকে সেপাইয়ের মতো পাগল ঠাউরেছে। মন্দ নয়।

টাকার এক্সপেরিমেন্ট করা হল না। হবে কী করে? যা ঘটল তাতে ও সব ঠাট্টা তামাশা হয় না।

সেপাই ভয়ে ভয়ে আমাকে নিয়ে বড়বাবুর ঘরে ঢুকল। ও সি মাথা নিচু

BanglaBook.org

করে খসখস করে লিখছেন। মুখ না তুলে বলল, 'নাম ঠিকানা লিখে পঞ্চাশ টাকা ফাইন দিয়ে রিসিট নিয়ে চলে যান। নাম কী বলুন। চট করে বলুন।'

'সাগর।'

বড়বাবু মুখ তুললেন। আমি চমকে উঠলাম। আরে! এই মানুষটাকেই তো সেদিন পৃথার বাড়ির সিঁড়িতে দেখেছি না? তাই তো। হাতে নীল ফুল নিয়ে ধড়ফড় করে ছুটছিল। তখন পুলিসের পোশাক ছিল না। কিন্তু চিনতে ভুল হচ্ছে না। হ্যাঁ, এই মানুষ। অবশ্যই এই মানুষ।

'আপনিই সাগর, মানে পৃথার ওখানে...

মানুষটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মানে পৃথা ওকে বলেছে। এবার বুঝতে পারছি, সেপাই কেন বলছিল, বড়বাবুর মেজাজ টঙ। কেনই বা বলেছিল, 'পাগলাটে'।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই সাগর। সেদিন পৃথার ওখানে আমিই গিয়েছিলাম। আপনি কি জানেন, ঝুমকির অঙ্ক পরীক্ষা কেমন হয়েছে?'

বড়বাবু টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বললেন, 'আপনাকে আমি খুঁজছি। আপনি বসুন।'

আমাকে খোঁজার মানুষ আর একজন বাড়ল। চমৎকার।

ঘরের কোণে দাঁড়ানো ফ্যাচফ্যাচানি নাক টানল। এবার আর কান্নার নাক টানা নয়। নিশ্চিন্তের নাক টানা। চেয়ার টেনে বসার আগে চোখ পড়ল রোগাভোগা সেপাইয়ের দিকে।

বেচারি আমাকে সেলুট করল।

BanglaBook.org

আট

গ্রিলের দরজা খুলে বারান্দায় উঠতেই দেখি তিনটে বাক্স। বাক্স কেন! বারান্দায় মানুষ মূর্তি রাখে, ফুলদানি সাজায়, দেওয়ালে ছবিও টাঙাতে পারে। বাক্স কীসের? করবীর সঙ্গে কয়েক বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন এগুলো ছিল না।

পাশাপাশি রাখা বাক্সগুলো ভোট বাক্সের মতো। ওপরে কাটা। সবকটার গায়ে কাগজ সাঁটা। প্রথমটার কাগজে লেখা 'আমি চাই', দ্বিতীয়টায় লেখা 'আমি চাই না'। শেষ বাক্সের কাগজে কিছু লেখা নেই। শুধু সাদা। দেওয়ালে একটা নোটিস ঝুলছে। বড় বড় হরফে—

'দেখা করে বিরক্ত করবেন না। নিজের প্রয়োজন কাগজে লিখে নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলুন। বাক্স গুলিয়ে ফেলবেন না। 'চাই' এর কাগজ 'চাই না' বাক্সে ফেললে তার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের নয়। আবেদনপত্র ঝাড়াই-বাছ'ইয়ের পর যদি যোগ্য বলে মনে হয় তবেই আবেদনকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে, নইলে নয়। তবে নিশ্চিন্ত থাকবেন তিনটি বাক্সই খোলা হবে। খামের ওপর নিজের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর স্পষ্ট করে লিখতে ভুলবেন না।

পুনশ্চ: প্রেমঘটিত কোনও কেস নেওয়া হয় না।'

নিচে সই করা 'গোপালরাম বোস'। ব্র্যাকেটে 'ভল্টু বোস'। নেতাদের এই একটা সমস্যা সবসময় ভাল নামের সঙ্গে পাড়ার নাম ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এসব কী! নিশ্চয় ভোটে হারার পর অভিমান হয়েছে ভল্টুদার। সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে আর দেখা করে না। অভাব অভিযোগ সব এভাবে বলতে হয়। কাগজ লিখে বাক্সে ফেল। ঠিক হয়েছে। নেতাদের কাছে যারা আসে তারা বেশিরভাগই বাজে কথা বলে। দশটার মধ্যে নটা কথাই বাজে। কোনও কোনও সময় দশটার

BanglaBook.org

মধ্যে দশটা, এগারোটা এমনকি বারোটা কথা পর্যন্ত ফালতু থাকে। তার ওপর আবার ভোটটাও দিসনি। এখন কথা কীসের?

কিন্তু শেষ বাক্সটা কীসের? ওটার গায়ের কাগজে কিছু লেখা নেই কেন? ওটা কি অতিরিক্ত বাক্স? হয়ত তাই হবে। বাকি দুটো ভরে গেলে ওটা ব্যবহার হয়।

আমি বাক্স টপকে, বারান্দা পেরিয়ে ঘরের কাছে চলে এলাম। এই শেষ বিকেলে ভল্টুদার ঘর আলো-অন্ধকার দুটোই। চট করে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে কাছাকাছি আসতে হাসির আওয়াজ পেলাম! অল্প হাসি নয়, একেবারে আওয়াজ করে দমকে দমকে হাসি। এক আধজন নয়, অনেকে মিলে হাসছে। দলে মহিলা-পুরুষ সব আছে। চমকে উঠলাম। একজন পরাজিত মানুষের ঘরে এত হাসি কীসের! ভল্টুদার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? হতে পারে। শোকে পাথর হতে পারলে শোকে হাসি হবে না কেন? হাসি কি পাথরের থেকেও কঠিন? কল্যাণের পারচেজ ম্যানেজারের কাছে হতে পারে, আমার কাছে নয়।

ঘরে পা রেখে দেখি, শোকটোক কিছু নয়, ভল্টুটা টিভি দেখছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত টিভির চ্যানেলগুলোতে কান্নার জিনিস বেশি বেশি করে হত। সিনেমায় কান্না, সিরিয়ালে কান্না, টেলিফিল্মে কান্না। একেবারে হাবুডুবু কাণ্ড। এমনকি খবরগুলোতে পর্যন্ত বেছে বেছে দুঃখের ঘটনা দেখানো হত। এখন ব্যাপার উল্টে গেছে। এখন চ্যানেলে চ্যানেলে হাসির তুফান। কমিকস থেকে ভাঁড়ামি, জোকস্ থেকে চুটকি— কী নেই? শুনলাম, কারা যেন শুধুই হাসি দেখাচ্ছে। মেগা সিরিয়ালের মতো মেগা হাসি। একদল পুরুষ-মহিলা বসে বসে শুধু হাসে। হাসতে থাকে, হাসতেই থাকে। এত হাসি যে একটা সময় গা ছমছম করে। ভয় হয়। মনে হয় ভয়ঙ্কর এই হাসি যদি কোনওদিন শেষ না হয়? ঘটনা আরও আছে। 'মেগা হাসি'র প্রোগ্রামে হাসির কারণ কিছু বলা হয় না। উল্টে ঘোষণা করা হয়েছে, যদি কোনও দর্শক হাসির কারণ বুঝতে পারে তাহলে এস এম এস করে জানাক। মিলে গেলে পুরস্কার। হাজার পর্বের শেষে উত্তর বলা হবে। অর্থাৎ প্রায় তিন বছর এই হাসি চলবে!

ভল্টুদা সেটাই দেখছে নাকি?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ঘটনা ঠিক। ভল্টুদা 'মেগা হাসি' দেখছে। অন্ধকার ঘরে টিভির আবছা আলোতে দেখলাম মুখ গম্ভীর। গম্ভীর মুখে হাসি দেখা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। মনে হয় অনেক চেষ্টা করেও হাসির কারণ ধরতে পারছে না। সেই কারণে মুখটা এরকম। আমি ভেতরে ঢুকলাম। ভল্টুদার সাঙ্গপাঙ্গরা সব গেল কোথায়? আগেরবার এসে দেখেছিলাম রমরমা কাণ্ড। এইটুকু

BanglaBook.org

ঘরে একেবারে ছেলেপিলেতে ঠাসাঠাসি। আজ মাত্র একটা ছেলে। ঘরের এক কোণে বসে আছে। আবছা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটার মাথা নিচু। নিশ্চয় ভোটে হারার পর বাকিরা সব ভেগেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

আমি ডাকলাম, 'ভল্টুদা।'

ভল্টুদা মুখ তুলল না। বোধহয় শুনতে পায়নি। কোণে বসা ছেলেটি মুখ তুলে তাকাল। ছেলেটির মুখ সুন্দর। বড় বড় চোখ। হালকা দাড়ি। সব মিলিয়ে একটা বিষণ্ণ বিষণ্ণ ভাব। নিশ্চয় ভল্টুদাকে ধরে সিনেমা টিনেমার চান্স পেতে চায়। আজকাল সিনেমা, থিয়েটারের চান্স পেতে গেলেও অনেক সময় স্ট্রং রেকমেনডেশন লাগে।

'ভাই কমলেশ কেমন আছ? খবর পেলাম, গোবর গ্যাসের ব্যবসায় মার খেয়ে ফিল্ম লাইনে ঢুকেছ। ভেরি গুড। খুব ভাল। আজকাল এই একটা সুবিধে হয়েছে কেরিয়ারের জন্য অনেক লাইন। একটায় মার খেলে মন খারাপ করে বসে থাকার কিছু নেই। আগে এরকম সুযোগ ছিল না। তুমি যে গোবরে লোকসান করে ভেঙে পড়নি, মনে জোর এনে ফিল্ম করছ, ডিরেক্টর হয়েছ এটা আমাদের সকলের সামনেই একটা দৃষ্টান্ত। যাই হোক, ভাই কমলেশ, তোমার কাছে একটা মেয়েকে পাঠাচ্ছি। হিরোইন হওয়ার এলিমেন্ট। নাচ, গান টেস্ট করা আছে। যদি পার একটা চান্স দিও। হিরোইন না হলে অসুবিধে নেই। ছোটখাট কিছু হলেও চলবে। তবে কাউকে আমার কথা বলার দরকার নেই। জানই তো আমাদের লাইন ভাল নয়। পাবলিক নিয়ে কারবার করতে হয়। মেয়েছেলের জন্য কিছু করলেই অপপ্রচার শুরু হবে। শালার হয় প্রচার, নয় অপপ্রচার। সব সময় এই দুটো নিয়ে জেরবার হয়ে থাকি। ভাবছি লাইন চেঞ্জ করব। তোমার বউদিও খুব করে বলেছে। ভাল কিছুর খোঁজ থাকলে জানিও। ফিল্মে হলেও কোনও সমস্যা নেই। আজ আমি যাই হই না কেন, তুমি তো জান কমলেশ, একসময় আমি মানিকদার কতবড় ভক্ত ছিলাম।'

এই সুন্দর দেখতে ছেলেও হয়ত এরকম কোনও চিঠির জন্য বসে আছে। ভল্টুদার হাসি দেখা শেষ হলে চিঠি লিখে স্ট্যাম্প মেরে দেবে। ভল্টুদার স্ট্যাম্প কী রকম? তাতে বাঁকা চাঁদের মতো কী লেখা আছে—দ্য ডিফিটেড লিডার?

আমি আবার ডাকলাম, 'ভল্টুদা। ভল্টুদা ভাল আছেন?'

ভল্টুদা আমার দিকে এবার ফিরল। শুকনো মুখে বলল, 'ও তুই? আয়, ভেতরে আয় সাগর। তোকেই খুঁজছিলাম।'

ভল্টুদাও খুঁজছিল!

BanglaBook.org

আমি তাড়াতাড়ি ভল্টুদার পাশের চেয়ারটা টেনে বসে পড়লাম। আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'খুঁজছিলেন? আপনিই চিঠি দিয়েছেন নাকি ভল্টুদা?'

'চিঠি! চিঠি কীসের?'

আশ্চর্য ব্যাপার। এতজন আমাকে খুঁজছে। আমার মতো একটা অলস, বেকার, অকর্মণ্যকে যে এত মানুষ খুঁজতে পারে সেটা তিন নম্বর চিঠি না পেলে জানাই হত না। এই চিঠি কি ম্যাজিক জানে? নাকি অলৌকিক কিছু? নিজেকে সামলে বললাম, 'না আসলে আমি একটা চিঠি...।'

'রাখ্ তোর চিঠি। চিঠি কে দেবে? আমি করবীকে ধরলাম। বললাম, সাগরের মোবাইল নম্বরটা দে। সে বলল, তুই এখনও ফোন নিসনি, তার ওপর কদিন হল নাকি বাড়িতে তালা মেরে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিস। তোকে ধরা যাবে না। তাহলে উপায়? বলল, উপায় একটাই, যদি তুই ধরা দিস। নিশ্চয় করবী তোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

তিন নম্বর চিঠির ম্যাজিকের কথা বললে এই মানুষটা কিছু বুঝতে পারবেন না। কথা বলতে বলতে ভল্টুদা রিমোট টিপে টিভিটাকে শব্দহীন করে দিল। এতে একটা মারাত্মক জিনিস ঘটল। চোখের সামনে কতগুলো মানুষ এবার হাসছে শব্দ ছাড়া। হাঁ করেছে। ছোট হাঁ, বড় হাঁ। নাক কুঁচকোচ্ছে, চোখ কুঁচকোচ্ছে। গালের পেশি উঠছে, নামছে, কাঁপছে। শব্দ ছাড়া হাসি এত বীভৎস? কই কান্না তো এমন নয়! বরং কোনও কোনও নীরব চোখের জল পৃথিবীর সেরা সৌন্দর্যগুলোর একটা হয়ে যায়। অদ্ভুত। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার!

আমি চোখ সরিয়ে বললাম, 'কেমন আছ ভল্টুদা?'

'ভাল আছি, বেশ ভাল আছি। ইলেকশনে হারার পর অনেক হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে, একটা ছুটির মধ্যে আছি। ছুটিতে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসেছি। সেদিন দুপুরে আমি আর তোর বউদি দুজনে দুটো ডাব কিনে খেলাম। সমুদ্রের ধার বলে ডাব। পাহাড়ের মতো যখন মনে হবে, এই ধর সিমলা, উটি, তখন কফি খাব। ভাল হবে না? আগে বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি পরাজয় আসলে একটা ছুটি। ছুটির জন্যই মানুষের কোনও কোনও সময় পরাজিত হওয়া উচিত।'

না, মানুষটা সত্যি ভেঙে পড়ছে। আমি সান্ত্বনা দেওয়ার কায়দায় হেসে বললাম, 'দূর তোমার আবার কোথায় ছুটি ভল্টুদা? তুমি হলে লিডার মানুষ। লিডারদের ওসব ছুটিফুটি হয় না। এই তো বাইরে দেখলাম বাক্স সিস্টেম করেছ। ভাল সিস্টেম। হাবিজাবি শুনতে হয় না। কিন্তু তিনটে বাক্স কেন ভল্টুদা? থার্ডটার গায়ে তো কিছুই লেখা নেই। ওটা কি এক্সট্রা?'

BanglaBook.org

ভল্টুদা টিভি থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা সিক্রেট, কিন্তু তোকে বলতে অসুবিধে নেই। ওটাই আসল বাক্স।'

'মানে, আসল বাক্স মানে!'

ভল্টুটা মুচকি হাসল। বলল, 'ওটা প্রণামীর বাক্স। যে ক্যান্ডিডেট বুদ্ধি করে এটা বুঝতে পারবে তার কাজটাই হবে। নোটিসেই হিন্টস আছে। বলা আছে চিন্তার কিছু নেই, তিনটে বাক্সই খোলা হবে। যাক, তুই আমার কাছে কেন এসেছিস? আমি তোকে কেন খুঁজছি সেটা পরে বলছি। নাকি আমারটাই আগে বলে নেব?'

আমি মাথা কাত করে বললাম, 'তোমারটাই আগে শুনি। লিডার ফার্স্ট।'

ভল্টুদা টিভির দিকে মুখ ঘুরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। এরা ঘরের আলোটা জ্বালাচ্ছে না কেন? কোণে বসা ছেলেটা এখনও একই রকমভাবে বসে আছে মাথা নামিয়ে। বাইরে মাঝে মধ্যে জুতোর আওয়াজ। নিশ্চয় আবেদনপত্র জমা পড়ছে। সেই সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষাও চলছে। তৃতীয় বাক্সের সাদা পাতা কে পড়তে পারে সেই বুদ্ধি। হিসেব মতো কল্যাণের পারচেজ ম্যানেজারের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা আমার ওই বাক্সেই ফেলে দেওয়া উচিত। এটা একদিক থেকে ভাল হয়েছে। ভল্টুদাকে কীভাবে ঘুষ দেব সেটা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হত। শুনেছি, 'একটু চা খেয়ে নেবেন' বলে অনেক সময় ঘুষের টাকা হাতে গুঁজে দেওয়া হয়। 'চা খাওয়া'র জন্য পাঁচ হাজার টাকা গুঁজে দেওয়াটা কী ঠিক হত?'

ভল্টুদা মুখ ঘুরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল। বলল, 'সাগর, শুনেছি তোর নাকি ভিখিরিদের সঙ্গে চেনাজানা ভাল। কথাটা কি সত্যি?'

আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'এটা আবার তোমায় কে বলল?'

ভল্টুদা ধমকের সুরে বলল, 'যেই বলুক, ঘটনা সত্যি কিনা সেটা বল। কদিন আগে তোকে অফিসপাড়ায় দেখা গেছে একটা ভিখিরি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছিস। ঠিক?'

এবার আমার হাসির পালা। হাসতে হাসতে বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিক। তবে হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক নয়, নাইনটি নাইন পারসেন্ট ঠিক। ফুচকা নয়, দুজনে ঘুগনি খাচ্ছিলাম। ঘুঘু ঘুগনি। ঘুগনির ভেতর চোরাগোপ্তা ঘুঘু পাখির ডিম থাকে। বেটা বিরাট হারামজাদা। একটা খেয়ে বলে ডিম পাইনি, আর একটা খাওয়াও।'

'তাহলে খবর ঠিকই পেয়েছি। করবীই আমাকে বলল, ভিখিরিদের জন্য তুমি সাগরদার সঙ্গে কথা বল। সাগরদার মধ্যে একটা ভিখিরি ভিখিরি ব্যাপার আছে। ভিখিরিদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা না থাকলে এটা হয় না। আমিও ভেবে

BanglaBook.org

দেখলাম, কথাটা মিথ্যে বলেনি। সত্যি তোর মধ্যে ওরকম একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তা ওই ছেলের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হল কী করে শুনি?

করবীর মতো একটা ঝলমলে তরুণী আমাকে 'ভিখিরি' বলেছে এই রাগের না আনন্দের? মনে হয় রাগের। কিন্তু কেন জানি না, আমার রাগ হল না। একগাল হেসে বললাম, 'না না সেরকম কিছু না একদিন ডালহৌসিতে একটা কোট-প্যান্ট পরা লোক পকেটমার বলে বেচারিকে চড়...।'

ভল্টুদা হাত তুলে আমাকে থামিয়ে বলল, 'থাক, ওসব। আমার কাজটা শোন। আমি আর তোর বউদি ঠিক করেছি, একটা ভিখিরি ভোজনের ব্যবস্থা করব।'

'ভিখিরি ভোজন!'

'ওই কাঙালি ভোজন যেমন আর কী।'

আমি চোখ বড় করে বললাম, 'হঠাৎ কী হল তোমার? সাধুটাধু হয়ে যাবে নাকি? ধর্মে মন এসেছে?'

গোপালরাম বোস একটু যেন লজ্জা পেল। টিভির চমকে চমকে ওঠা আলোতেই দেখতে পেলাম মুখটা একঝলক লালচে।

'এর মধ্যে ধম্মকম্ম কী পেলি? তোর বউদি বলছিল ফাঁড়া কাটানোর জন্য একটা কিছু করতে হবে।'

'ফাঁড়া! তোমার আবার ফাঁড়া কীসের?'

'ইলেকশনের ফাঁড়া। পরপর তিনটে ইলেকশনে গোলমাল হয়ে গেল। তোরা শুধু বড়টা জানিস। আরও দুটো ডাব্বা কেস আছে। ওয়ার্ড আর লোকালে একটা স্কুল কমিটিতে ধেড়িয়েছি। তোর বউদি কোথা থেকে শুনে এসেছে গরিবগুব্বোদের পেট ভরে... যতসব রাবিশ। আমি একদম বিশ্বাস করি না। ফালতুর ফালতু। তবু যখন বলছে আমি রাজি হয়ে গেলাম, কিন্তু ব্যাপার হল কী সাগর, কাজটা করতে গিয়ে দেখলাম গোলমাল হচ্ছে। তুমি পাবলিক বল, এনে দিচ্ছি, গুন্ডা মস্তান বল, এনে দিচ্ছি, বিজনেস ম্যান বল, তাও লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেব, কিন্তু ভিখিরিশালাদের ওপর আমার কোনও হোল্ড নেই। একেই তো বেটাদের চিনি না, যে দু-একটার সঙ্গে কন্টাক্ট করলাম তারা ভুরুটুরু কুঁচকে কী বলল জানিস?'

'কী বলল?'

হাসির প্রোগ্রাম শেষ। ভল্টুদা টিভির সুইচ নেভাল। হাত বাড়িয়ে ঘরের আলো জ্বালাল। ঘরের চেহারা অবশ্য বদলায়নি। নেড়া ধরনের ঘর। একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, টুল ব্যস। সত্যিকারের ক্ষমতাবানদের এরকমই হয়, বাইরে বেশি

BanglaBook.org

সাজগোজ থাকে না। ভল্টুদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কীরে চা খাবি?'

'না, তুমি বল, ভিখিরিরা তোমায় কী বলল?'

'বলল, আপনে কে? আপনে ডাকলেই খেতে যাব কেন? আমাদের প্রেস্টিজ নাই। প্রপার চ্যানেলে আসেন। বোঝ কাণ্ড। পেছনে একটা লাথি লাগানো উচিত ছিল, কিন্তু লাগাইনি। শুভকাজে মারধর ঠিক নয়। যাক ব্যাপারটা একটু দেখ ভাই সাগর। তোর বউদি বলেছে, একটা দুটো ভিখিরিতে চলবে না। পরপর তিন ইলেকশনে কুপোকাত মানে সংখ্যায় বেশি লাগবে। খরচাপাতি নিয়ে চিন্তা করবি না। বেগার পিছু দুশো পাঁচশো যা লাগে দেব। তুইও একটা রেমুনারেশন পাবি। যদি অ্যাডভান্স চাস তাও নিয়ে যা।'

একে কী বলে? ম্যাজিক? নাকি অন্য কিছু? বাড়ি ভাড়া বাকি থাকার অপরাধে যে যুবকটি এখনও ঘরছাড়া, যাকে প্রায় বিয়ে পর্যন্ত করতে হচ্ছিল—তার জন্য এখন একের পর এক কাজ! কাজের আগে অগ্রিম! ভাবা যায়? তার ওপর এই কাজটা তো দারুণ। ভিখিরি সংগ্রহ!

আমি নিশ্চিন্ত একটা ভাব করে বললাম, 'নো টেনশন ভল্টুদা। আমি ব্যবস্থা করে ফেলব। ওদের ইউনিয়ন আছে। সেদিন তো ডালহৌসিতে পথ অবরোধ টবরোধ করে বিরাট ঝামেলা করল। তুমি ডেটটা বলে দিও। তোমার বাড়িতেই ব্যবস্থা তো। কেটারার? নাকি ভিয়েন বসাবে?'

ভল্টুদা বিরক্ত হল। বলল, 'সে দেখা যাবে আগে তো তুই কথা বল। ক'জন যোগাড় করতে পারবি দেখ।'

'তুমি ভেব না দাদা, একশো ধরে এগোও। একশোতে হবে না? তিন ইলেকশনের ফাঁড়া কাটাতে ভিখিরি আরও বেশি দরকার নাকি?'

'মনে হয় ওতেই হয়ে যাবে। তাও তোর বউদিকে একবার জিজ্ঞেস করে নেব। যত সব ফাজলামি। নে এবার তোর কাজটা বলে ফেল। তাড়াতাড়ি করবি।'

আমি নড়েচড়ে বসলাম। হাত কচলে বললাম, 'ভল্টুদা বলতে ভয় ভয় করছে। ব্যাপার প্রেমঘটিত। তুমি তো আবার ইদানীং প্রেমের ঝুটঝামেলা নিচ্ছ না। বাইরে নোটিস দেখলাম। কিন্তু কাজটা হলে আমার উপকার হত। জানই তো হাতে টাকাপয়সা নেই। এটা হলে কিছু পেতাম। শুধু ক্যাশ নয়। আরও আছে।'

ভল্টুদা আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।

'আরও কী আছে?'

আমি হাসিমুখে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'বলা যায় না, পার্টি খুশি হলে একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে। বড় কিছু নয়, ছোটখাট চাকরি। তাও এই বাজারে

BanglaBook.org

কম কীসের বল?'

'ফ্যাচফ্যাচানি কম কর। কী করতে হবে সেটা বল।'

আমি চেয়ারটা সরিয়ে ভল্টুদার কাছে সরে এলাম। ফিসফিস করে বললাম, 'কথাটা বলতে লজ্জা লজ্জা করছে, যতই হোক তুমি করবীর... তাও প্রফেশনাল ব্যাপারে ঢাক গুড়গুড় হয় না।'

'পরপর ডিফিটের জন্য ছেলেপিলে উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে। সিক ইন্ডাস্ট্রির মতো কয়েকটা উইং তুলে দিচ্ছি। প্রেমটা ফার্স্ট তুলেছি, এরপর বাড়িওলা-ভাড়াটে তুলব। যাক তুই যখন বলছিস, ছেলেমেয়ে দুটোর নাম বল।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'মেয়েটার নাম ভারি সুন্দর। রাজন্যা। তবে ছেলেটার নাম অদ্ভুত। মনে হয় কোড নাম। তুমি ভাল বলতে পারবে। ছোকরার ঠিকানাটা চাই। ও নাকি তোমার...।'

এইটুকু বলে থামলাম। নড়াচড়ার আওয়াজে পাশ ফিরে দেখি বিষণ্ণ মুখের সেই তরুণ পিঠ সোজা করে বসেছে। কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এতক্ষণ ছেলেটার অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ঘাড় নামিয়ে বললাম, 'ভল্টুদা, বিষয়টা প্রাইভেট। অন্য কারও সামনে বলাটা ঠিক হবে না।'

ভল্টুদা নিচু গলায় বলল, 'কোনও অসুবিধে নেই। আমার ছেলে। খারাপ সময়ে যে সামান্য কয়েকজন আছে তার মধ্যে ও একজন। তবু তুই যখন বলছিস। সিম্‌কার্ড, তুমি একটু বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর তো বাবা।'

আমি কী শুনলাম! আমি কি ভুল শুনলাম? এই ছেলেই মিস্টার গোস্বামীর সেই সিম্‌কার্ড! রাজন্যার প্রেমে পাগল? এই সুন্দর ছেলের এরকম একটা বিচ্ছিরি নাম কেন? অবশ্য নামে কী এসে যায়? কিছু এসে যায় না। সত্যবান নামে আমার এক বন্ধু আছে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির কাজ করে। সে নাকি কোনওদিন সত্যি কথা লেখেনি। নিজেই গর্ব করে বলে। তবে লেখার কায়দা ভাল। যেখানে সেখানে মনীষীদের কোটেশন দেয়। জিজ্ঞেস করলে বলে কেন? এগুলোও মিথ্যে নাকি শালা?'

'সিম্‌কার্ড' যতক্ষণ না ঘর থেকে বেরোল আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভল্টুদা বলল, 'বল এবার।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বড় করে হেসে বললাম, 'না, আর কিছু বলার নেই। আসলে সেই ছেলের ঠিকানাটা তোমার কাছ থেকে নিতে এসেছিলাম। ওকে আমার একটা কথা বলার আছে। এখন মনে হচ্ছে, ঠিকানা আমি নিজেই যোগাড় করতে পারব।'

BanglaBook.org

কারা যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলে।

কারা কথা বলে? রাত এখন কত? দুটো? নাকি আরও বেশি। এত রাতে ছাদে কারা? ঘরের আলো নিভিয়ে গোকুলবাবুর ছাদে পা রেখে থমকে দাঁড়ালাম। চাঁদ আর রাতের প্রেম চলেছে। আকাশ, বাতাস এবং মাটিতে পাশাপাশি মাখামাখি হয়ে বসে আছে দু'জনে। কানে কানে কথা বলছে ফিসফিসিয়ে। ঠোঁটে চুমু দিচ্ছে। হাসছে, আবার কেঁদে ভাসাচ্ছেও।

সরে এলাম সামান্য। আমার দেখে ওরা লজ্জা না পায়।

চাঁদ এবং রাতের প্রেমের খবর আমাকে প্রথম জানায় রেবা। এক হালকা জ্বরের রাতে গায়ে চাদর দিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পূর্ণিমার কোনও রাত ছিল সেটা। নাও হতে পারে। হয়ত পূর্ণিমার আগে বা পরের কোনও একটা রাত। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রেবা সেই অনির্বচনীয় দৃশ্যটি নাকি দেখতে পেয়েছিল!

'তুমি কি সত্যি দেখেছ রেবা?'

'হ্যাঁ, আমি সত্যি দেখেছি।' গাঢ় স্বরে বলে সে।

'কী দেখলে?'

'বললাম তো ওরা...। গায়ে কিছু নেই। দুটো নগ্ন শরীর...।'

'তোমার কত জ্বর ছিল তখন?'

'কেন? জ্বরের কথা কেন?' রেবা অবাক হয়।

'না আসলে জ্বরে তো হ্যালুসিনেশন হয়, মানুষ ভুল দেখে। হয়ত তুমিও সেরকম কিছু ভুল দেখেছিলে। হতে পারে না?'

রেবা চুপ করে থাকে। অনেক পরে বলে, 'তুমি কি আমাকে কোনওদিনই বুঝবে না সাগর?'

আজ এই রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি না, রেবা ভুল বলেনি। এখনও কী ওরা নগ্ন? চাঁদ ও রাত? তাই যদি না হয় তাহলে আলো, আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে খেলায় মেতেছে তারা কোন শরীরে?

মনফোনে রেবাকে ধরলে কেমন হয়? রাত অনেক হয়েছে। অসুবিধে কিছু নেই। রেবাই একমাত্র যে আমার মনফোন কখনও ধরে না। তাই অনেক রাতেও কিছু এসে যায় না।

'হ্যালো রেবা? রেবা বলছ?'

'বল।' রেবার গলা ভেসে এল অনেক দূর থেকে। পাহাড় এবং কুয়াশা

BanglaBook.org

পেরিয়ে।

'তুমি কি ঘুমোচ্ছ রেবা?'

'হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছি।' সত্যি মেয়েটার গলা জড়ানো।

আমি উৎসাহ নিয়ে বলি, 'ভাল হয়েছে। ঘুমের মধ্যেই কথা বল। ঘুমের মধ্যেই মানুষ একমাত্র প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে পারে।'

'সাগর, তুমি আমাকে অকারণে বিরক্ত করছ। তোমাকে আমি তো কতবার বলেছি, আমাকে টেলিফোন করবে না। বলিনি? এই কারণে তোমাকে আমার নম্বর পর্যন্ত দিইনি। যা শেষ হয়ে গেছে সেটা শেষই রাখতে দাও সাগর। প্লিজ।'

'আমি তোমাকে তিনটে খবর জানাব রেবা। তার মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাকি দুটো ফালতু। তোমার শোনা দরকার।'

'কোনও দরকার নেই। আমি তোমার কোনও কথাই শুনতে চাই না। যখন সময় ছিল সেই সুযোগ তুমি নাওনি। না নিয়ে ভালই করেছ। নিলে তোমার অনেক কথা আমাকে শুনতে হত। হয়ত সব কথা। পরে ভেবে দেখেছি, সেটা আমাদের দু'জনের পক্ষেই খারাপ হত।'

আমি বিয়ে করব না বলার এক বছরের মধ্যেই রেবা কলকাতা ছাড়ে। সে এখন লামডিং-এর কাছে এক চমৎকার উপত্যকায় রয়েছে। ফার্ন, ওক, দেবদারু ও কুয়াশা ঘেরা সেই উপত্যকার প্রেমে রেবা একেবারে পাগল। ওখানে যাওয়ার কিছুদিন পরে সে আমাকে চিঠি লেখে। বাইরে থেকে পাঠানো এটাই তার প্রথম ও শেষ চিঠি।

'সাগর, মাঝে মাঝে মনে হয়, এই উপত্যকাটা আমার। শুধু আমার। এর স্বপ্ন আমি বহু বহুদিন ধরে মনের গোপনে লালন করে এসেছি। এত গোপন যে আমি নিজেও তার সবটা জানতাম না। ভালই হয়েছে, সব জানলে বেঁচে থাকার আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। খুব সকাল অথবা বিকেলে আমি যখন নির্জন এই উপত্যকায় হাঁটতে বেরোই তখন তীব্র এক মনখারাপ করা আলো হয় এখানে। আমার ভাল লাগে। আমি বুঁদ হয়ে ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে থাকি। হাঁটতেই থাকি। নিজের মধ্যে ডুব দিই। ভেসে উঠি। হাসি, কাঁদি ও খেলা করি নিজের সঙ্গে। সবুজ গাছ, আঁকাবাঁকা নির্জন পাতা ঢাকা পথ, কুয়াশারা আমার সঙ্গে কথা বলে। আমাকে আদর করে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, এত দেরি হল কেন? কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে তুমি? লাল, নীল, সবুজ ফুল ও পাতারা এখানে নিয়ম মানে না। ঝরে পড়ে নিজের মতো। আমি হাত পাতি। গাল পাতি। তারা ছুঁয়ে যায়। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। অচেনা পাখিরা আরও অচেনা গলায় ডাকে।

BanglaBook.org

আমি হাঁটা থামিয়ে তাদের খুঁজি। আবার হাঁটতে থাকি। কোনও কোনওদিন ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়। কুয়াশা ও মেঘ সরিয়ে পাহাড়ের ফাঁকে চাঁদ ওঠে। আমার উপত্যকা সেই আলোয় ভেসে ওঠে। যেন নৌকোর মাথায় আলোর পাল তুলেছে সে। সাগর, তুমি রাগ কোর না সোনা, আমার সাত রাজার মানিক, প্রাণের ধন আমার, আমি পারি না। সেই সময় নিজেকে সামলাতে পারি না আমি। চাঁদের ডাকে সাড়া দিই। ছুটে যাই বাইরে। পাহাড়ি গাছের ভেজা ভেজা পাতা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে। জ্যোৎস্নার সেই ফোঁটা শরীরে মেখে আমি শান্ত হই। আমি চুপ করি।'

এই উপত্যকাতেই একটা ফার্মের কাজকর্ম দেখার দায়িত্ব নিয়েছে রেবা। ফুল, ফল, সবজি ও মধুর ফার্ম। এছাড়াও জ্যাম, জেলি, মাখন তৈরি হয়। ফার্ম তার বাবার এক বন্ধুর। বিপত্নীক মানুষটা আর এতবড় জিনিসটা একা টানতে পারছিলেন না। রেবা দায়িত্ব নিতে চায় শুনে ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। রেবা ট্রেনের টিকিট কাটে।

ঠিক ছিল জাঁদরেল অফিসার বাবা স্টেশন পর্যন্ত মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। পৌঁছে দেনও। কিন্তু তিনি নিজে ট্রেন থেকে নামেননি। লামডিং থেকেই রেজিস্ট্রি করে চিঠি পাঠিয়ে দেন। চাকরি থেকে স্বেচ্ছাঅবসর নেওয়ার চিঠি। বন্ধুর ফার্মে সেই মানুষটা এখন কৃষিকর্মে মন দিয়েছেন। মেয়ে ম্যানেজার, বাবা চাষী।

আমি মনফোনে চিৎকার করি।

'হ্যালো, হ্যালো রেবা? রেবা শুনতে পাচ্ছ?'

রেবা চুপ করে আছে। তার মানে শুনছে। সে যখন আমার কথা শোনে তখন ভান করে শুনছে না।

'প্রথমে ফালতু খবর দুটো বলছি। রেবা আমি সম্ভবত বিয়ে করছি। পাত্রীর গায়ের রঙ একটু চাপার দিকে। তবে চলে যায়। ব্রাইট কালারের শাড়ি পরলে খারাপ লাগবে না। মেয়েটির কসবায় ফ্ল্যাট আছে। বাইপাস থেকে বেশি দূর নয়। ফ্ল্যাট সুন্দর। ড্রইং কাম লিভিংটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে এই যা। পাত্রীর একটা ক্লাস সিক্সে পড়া মেয়েও আছে। পাত্রীর মেয়ে শুনে তুমি চমকে যেও না। সেই মেয়ে অঙ্কে ভাল। নাইনটির কমে স্কোর করে না। সমস্যা শুধু একটা। মেয়েটার দুটো নাম। একটা বাবার দেওয়া, একটা রেখেছে মা। বেচারি কোন নামটা রাখবে, কোনটা ফেলবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে। আদালত বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ সমস্যার সমাধান করতে পারে, কিন্তু তাদের সন্তানদের নাম নিয়ে কোনও রায় দিতে পারে না। পারলে সুবিধে হত। যাই হোক, এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেই

BanglaBook.org

বিয়ের ডেট ফাইনাল করব ঠিক করেছি। রেবা দু'নম্বর খবরটা শুনলে তুমি আরও খুশি হবে। আমি আর সেই বেকার, অলস, গুড ফর নাথিং সাগর নই। খুব শিগগিরই আমি একটা ইন্টারেস্টিং ব্যবসায় নামছি। এসি লাগানো অফিস, সুন্দরী রিসেপশনিস্ট, দুটো গাড়ি। একটা অফিসের কাজের জন্য, একটা পার্সোনাল। এই ধর, মার্কেটিং-টার্কেটিংয়ে গেলাম। ভিজিটিং কার্ড করতে দেব। কাল-পরশুর মধ্যেই দেব। তাতে লেখা থাকবে কালেক্টর অ্যান্ড সাপ্লায়ার অব বেগার্স। ভিখিরি সংগ্রাহক এবং সরবরাহকারী। কেমন হবে? কার্ড হলে পাঠাব।'

'সাগর তুমি কি এবার ছাড়বে?'

'ওয়ান মিনিট রেবা, ওয়ান মিনিট প্লিজ। শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ খবরটা জানিয়েই মনফোন কেটে দেব আমি। তোমার কথাটাই সত্যি রেবা। ইউ আর রাইট। রাত এবং চাঁদের গোপন প্রেম আছে। তারা কাউকে বলে না, কিন্তু কোনও কোনও রাতে...। তুমি ঠিকই দেখেছিলে। খানিক আগেই আমি তার সাক্ষী হয়েছি। সেই দৃশ্য যে কী অপূর্ব তা বলার মতো ভাষা আমার নেই। রেবা, রেবা, হ্যালো, রেবা শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

রেবা কাঁদছে। কোনও শব্দ নেই। তবু আমি জানি সে কাঁদছে। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। ভালবাসার মানুষের কান্না বুঝতে শব্দ লাগে না। বোকা মেয়ে একটা। নইলে আজও আমার জন্য কাঁদে। কাঁদুক। ঘুমের মধ্যে কান্না একটা বিশেষ ক্ষমতা। একমাত্র সুন্দর মানুষরাই সেই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

এই কান্না থামাতে নেই।

মনফোন কেটে দেওয়ার পর আমার মনে পড়ে রেবাকে আসল খবরটাই বলা হল না। তিন নম্বর চিঠির খবর।

BanglaBook.org

নয়

আমরা তিনজন হাঁটছি। হাঁটছি পার্কসার্কাস উড়ালপুলের ওপর দিয়ে। উড়ালপুলের ওপর পায়ে হাঁটা নিষিদ্ধ। হাঁটলে পুলিস পাকড়াও করে থানায় নিয়ে যায়। তবু আমরা হাঁটছি। একজন সেপাই আমাদের পেছনে পেছনে আসছে। একেবারে গায়ের ওপর নয়, একটু দূরে দূরে আসছে। হাঁটার সময় আমাদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় তার দিকে নজর রেখেছে। এই সেপাইটি আমার বিশেষ পরিচিত। ক'দিন আগে 'পথ অপরাধী' হিসেবে অ্যারেস্ট হয়ে যখন থানায় বসেছিলাম তখন এর সঙ্গে অনেক গল্পগুজব হয়েছে। লোকটা মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ঘুষও চেয়েছিল। আজ কথায় কথায় সেলুট করছে। একটু আগে ধমক দিয়েছি। বলেছি, আর একবারও যদি আমাকে দেখে কপালে হাত ঠেকায় তাহলে ওর কপালেই দুঃখ আছে। তবে মানুষটা খারাপ নয়। নিষিদ্ধ পথে হাঁটার ব্যাপারে আমাদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় দেখছে।

আমার সঙ্গে দুটি ছোট ছেলেমেয়ে আছে। মেয়েটি ক্লাস সিক্সে পড়ে। ক'দিন আগে ক্লাস টেস্টে অঙ্কে নাইনটি সেভেন পেয়েছে। ছেলেটিও বয়স দশ, এগারো। তার কোনও ক্লাস নেই। কারণ সে স্কুলে পড়ে না। অফিসপাড়া অঞ্চলে ফুটপাথে থাকে। খিদে পেলে ভিক্ষে করে, বাকি সময়টা গম্ভীর মুখে বসে থাকতে পছন্দ করে।

হাঁটতে হাঁটতে তিনজনে মিলে আমরা একটা মজার খেলা খেলছি। নাম তৈরির খেলা। খেলায় প্রথম যে নাম তৈরি হয়েছে তা হল 'ঝুম্'। ঝুনুর 'ঝু' এবং ঝুমকির 'ম' মিলে ঝুম্। নতুন নামে ফুলকাটা ফ্রকের মেয়েটি খুব খুশি হয়েছে। এতে তার বাবা এবং মা দু'জনের দেওয়া নামই থাকছে সেই কারণে খুশি। খুশিতে

BanglaBook.org

তার চোখে জল চলে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'এমা! এত বড় মেয়ে কখনও কাঁদে? তা ছাড়া ঝুম্ তুমি অঙ্কে ভাল। যারা অঙ্কে ভাল তারা সব সময় হাসিমুখে থাকে।'

ঝুম বলল, 'ঠিক আছে আমি তাহলে হাসিমুখে কাঁদছি।'

খেলায় আমারও একটা নাম হয়েছে। সেই নাম হল জাহাজ।

আমি বললাম, 'ওমা! জাহাজ কেন? আমি কি জাহাজের মতো পেট মোটা?'

ঝুম্ চোখ বড় বড় করে বলল, 'তার জন্য নয়। সাগর বলে জাহাজ। নদী হলে নৌকো দিতাম।'

আমি চোখ নাচিয়ে বললাম, 'আর পুকুর হলে?'

'ব্যাঙ।' ঝুম হেসে বলল।

'বাঃ, ব্যাঙ নামটা খুব সুন্দর। ইস আমার আসল নাম যে কেন পুকুর হল না!'

ভিখিরি বালকেরও একটা নাম হয়েছে। তবে সেটা তার নতুন নাম নয়। কারণ আগে তার কোনও নামই ছিল না। আমি তার নাম রাখলাম শ্রীমান ঘুগনি। ঘুগনির অবশ্য মনে হয় না, এই নাম পছন্দ হয়েছে। সম্ভবত সে আরও ভারিক্কি ধরনের কিছু আশা করেছিল। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষরা ভারিক্কি জিনিস পছন্দ করে।

'কীরে ঘুগনি, নাম পছন্দ হয়নি?'

'ঠিক আছে, চলে যাবে।'

'ফ্লাইওভারের ওপর হাঁটতে তোর কেমন লাগছে?'

'ভাল লাগছে না।'

ঝুম্ বলল, 'কেন? ভাল লাগছে না কেন? আমার তো খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে প্লেনের ডানার ওপর দিয়ে হাঁটছি। উঁচু উঁচু বাড়িগুলো হাত বাড়ালেই ধরতে পারব।'

ঘুগনি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি ধর। প্লেনের ডানার ওপর আমার হাঁটতে ভাল লাগে না।'

ভাবটা এমন যেন এর আগে বেশ কয়েকবার প্লেনের ডানায় সে হাঁটাহাঁটি করেছে।

ঘুগনির কাঁধে আমি হাত রাখলাম। বললাম, 'কী ব্যাপার বল তো? তুই এত রাগী রাগী ভাবে কথা বলছিস কেন?'

'খিদে পেয়েছে।'

'সেটা বলবি তো। কী খাবি?'

BanglaBook.org

'ঘুঘু ঘুগনি।'

ঝুম্ অবাক হয়ে বলল, 'সেটা কী জাহাজকাকু?'

'সেটা একটা মজার খাবার। ঘুগনির ভেতরে ছোট ছোট ডিমসিদ্ধ থাকে। সবাই বলে ঘুঘু পাখির ডিম। তুই খাবি?'

'নিশ্চয় খাব। ইস আগে কেন যে খাইনি। কিন্তু এখানে কোথায় পাবে? উড়ালপুরের ওপর তো দোকানবাজার কিছুই নেই।'

'দাঁড়া, ব্যবস্থা করছি।'

সেপাই ভদ্রলোক প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। সাহেব নাকি বকবে। বললাম, 'কিচ্ছু বকবে না। আমি বলে দেব। আপনি জিপটা নিয়ে চলে যান দেখি। ঘুগনিওলাকে বলবেন একটা কৌটোতে চার প্লেট ঘুগনি দিতে। তিনটে আমাদের, একটা আপনি খাবেন। জিনিস যেন গরম থাকে। শালপাতার প্লেট আর কাঠের চামচ দেবে। নিতে ভুলবেন না। ঘুগনিওলাকে ওই ছেলের কথা বলবেন, বলবেন যে ভিখিরি ছেলেটা নেকড়া পেঁচিয়ে মাথায় মুকুট বানিয়ে পরে সে পাঠিয়েছে। নইলে ঠকতে হবে ভাই। বেটা টক, ঝাল সব টেনে দেবে। এদের সঙ্গে তেন্ডাই মেন্ডাই করে লাভ হবে না সেপাইবাবু।' এই পর্যন্ত বলে আমি একটু থামি। সামান্য হাসি। তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলি, 'বুঝতেই তো পারছেন, সাহেবের মেয়ে খাবে। জিনিস গোলমাল হলে ঝামেলা আছে।'

'একটা ভিখিরি ছেলে আমাকে পাঠিয়েছে দেখবেন ভাই আমাকে ঠকাবেন না।' —কথাটা বলা খুবই অপমানজনক। সেপাইয়ের মুখ বুঝে গেল। নিশ্চয় তার ইচ্ছে করছে উড়ালপুল থেকে আমাকে ফেলে দিতে। কিন্তু উপায় নেই। আমি জানি ঘুগনিওলার কাছে গিয়ে ও ভিখিরি বালকের কথা বলবেই। এই শাস্তিটুকু ওর পাওনা। সেদিন থানায় কাঁদুনে ছেলেটাকে অকারণে ঘাবড়ে দিয়েছিল।

আজ বি বা দী বাগ দক্ষিণ থানার ও সি-কে নিয়ে যখন পৃথার ফ্ল্যাটে উঠি তখনও বিকেল শুরু হয়নি। ঝুম্ সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। আমি ইচ্ছে করেই ওই সময়টা বেছেছি। মেয়ের সামনেই দু'জনে অন্তত একবার মুখোমুখি হোক। মেয়ের বাবা তো সেদিনই থানায় আমার হাত ধরে বলল, 'আপনি যা বলবেন তাই করব সাগরবাবু। আমি ভুলটা শুধরে নিতে চাই। ডিভোর্স করলে আবার বিয়ে করতে পারব না এমন নিয়ম তো নেই। ধরুন এটাও সেরকম কিছু। আমি আবার বিয়ে করতে চাই। আর যে মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছি তার নাম পৃথা। আমি জানি আপনি পারবেন। পৃথা আপনার কথা বলেছে। সে আপনার প্রতি মুগ্ধ। সেই মুগ্ধতা ছোটখাট কিছু নয়। অনেক বড়। অনেক গভীর। এতটাই গভীর

BanglaBook.org

যে, সে আপনার যে কোনও কথা মেনে নিতে রাজি হবে। দয়া করে আপনি পৃথাকে রাজি করান সাগরবাবু।'

আমি পৃথাকে রাজি করাইনি। করাতে চাইওনি। পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটনা আছে যা কারও চাওয়া না-চাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। ঘটনা নিজেই চায়। এটাও সেরকম। যদি ঘটে নিজেই ঘটবে। নইলে লক্ষ চাওয়াতেও হবে না। শুধু সামান্য একটা ধাক্কার প্রয়োজন। এই ধাক্কাটা আমাকে দিতে হবে।

থানার ওসিকে বলি, 'আমি যেরকম বলব সেরকমই করবেন তো? দেখুন ভাল করে ভেবে বলুন।'

'অবশ্যই।'

'কাল বললে কাল বিয়েতে রাজি আছেন?'

পৃথার প্রাক্তন স্বামী এক মুহূর্তের জন্য থামলেন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাজি।'

কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? ঝুঁকিটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না? পৃথা মেয়েটা যদি রাজি না হয়? যুক্তি বলছে সেটা সম্ভাবনাই বেশি। রাজি হবে না। জীবনটা সিনেমা, থিয়েটার নয়। কিন্তু ম্যাজিক তো বটেই।

'ঠিক আছে, কালকের দিনটা বাদ দিন। আপনি পরশুদিনই করুন। পরশুদিন পৃথাদেবীকে প্রোপোস করবেন।'

'আমি ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না সাগরবাবু। প্রোপোস করব মানে?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'বাঃ, মানে আবার কী? বিয়ে করতে চান সেটা বলতে হবে না? চেনাজানা কোনও ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছে? না থাকলে অসুবিধে নেই কাউকে খুঁজে নেবেন। পরশুদিন বিকেলে তাঁকে নিয়ে আমরা দু'জনে কসবা যাব। রেজিস্ট্রারমশাই খাতাটাতা নিয়ে নিচে আপনার গাড়িতে বসে থাকবেন। আপনার কথা শেষ হয়ে গেলে তাঁকে ডেকে নেবেন। সাক্ষী দু'জন লাগে। আপনাকে কিছু করতে হবে না, আমি তো আছিই, আর একজনকেও আমিই নিয়ে যাব। আর একটা কথা, পরশুর আগে আপনি কোনওভাবেই পৃথাদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। উনি যদি চান তাহলেও নয়। টেলিফোন করলে কেটে দেবেন। সবথেকে ভাল হয়, একটা দিনের জন্য কলকাতা থেকে যদি কেটে পড়েন। নিন, একশো টাকা রাখুন। আমার আর ওই ছিঁচকাঁদুনের পথ অপরাধের ফাইন।'

'এটা কী না দিলেই নয়?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'না, না দিলেই নয়। আইন ভাঙায় যেমন আনন্দ,

BanglaBook.org

আইন মানতেও মজা কম নেই। ওসি সাহেব শুধু একটা অনুরোধ, ওই ছোকরাকে ছাড়বার আগে একটা ধমক দেবেন। এমনি ধমক নয়, জোর ধমক। যেন প্যান্টে ইয়ে হয়ে যায়। ধমক আইন ভাঙার জন্য নয়, ফ্যাঁচফ্যাঁচানি বন্ধ করার জন্য।'

পরদিন সকালেই আমি পৃথার ফ্ল্যাটে চলে আসি। আসার আগে বাড়িওলার ছাদের ঘরে বসে বাটার টোস্ট এবং ডিম সিদ্ধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারি। শম্ভুকে বলি, 'এক বাটি কর্নফ্লেক্স হলে ভাল হত।' সে আমার দিকে কঠিন চোখে তাকায়। খাওয়া শেষ হলে গোকুলবাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করি। একগাল হেসে কমলাদেবীকে বলি, 'মাসিমা, কসবা চললাম। পৃথাদেবীর সঙ্গে আজ ফাইনাল কথা। কথা যদি ঠিকঠাক হয়, বলা যায় না কাল একটা কিছু হয়ে যেতে পারে।'

কথা শেষ করে মুখটা লজ্জা লজ্জা করে নামিয়ে নিই। বিয়ের আগে পাত্র যেমন করে।

কমলাদেবী আঁতকে ওঠেন, 'ওমা! সে কী কথা গো! কাল কী হবে? আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে হবে না? বিয়ের ব্যবস্থা কি চাট্টিখানি কথা?'

আমি হাত তুলে জিভ কাটি।

'খবরদার ওই কাজটাও করতে যাবেন না এখন। এমনকি পৃথাকেও নয়। টেলিফোনে আজকাল ভাবের বদলে আড়ি সিস্টেম চালু হয়েছে। আড়ি পাতার ব্যবস্থা। পৃথার আগের হাজবেন্ডটা তো আমার মতো শান্ত, গোবেচারা ধরনের নয়। মহা বদ। কী করতে কী করবে কে জানে? সব ভন্ডুল হয়ে না যায়। আগে রেজিস্ট্রিটা হয়ে যাক। তারপর আমার রূপ দেখবেন। সিংহের মতো গর্জন দেব। সানাই টানাই বাজিয়ে কেলেঙ্কারি করব। এখন চুপচাপ।'

কথা শেষ করে আবার প্রণাম করতে গেলাম।

গোকুলবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'মতলব কী বল তো? এই তো প্রণাম করলে, আবার কীসের?'

আমি গদগদ ভঙ্গিতে বললাম, 'ডবল বিয়ের ম্যাটার তো তাই ডবল প্রণাম করছি। সিঙ্গল হলে সিঙ্গলই করতাম।'

গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কতো প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে। এ গান বাছার অন্য কোনও কারণ নেই। সিঁড়ি দিয়ে নামছি তাই সোপান। তালা মারা ঘরটার সামনে দাঁড়ালাম এক মুহূর্ত। দরজার কাছে মুখ দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আর একটু কষ্ট করুন স্যার। আর একটু। তারপরই দেখবেন চিচিং ফাঁক। দরজা খুলে গেছে।'

BanglaBook.org

সব শুনে পৃথা ভুরু কুঁচকে বলে, 'আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন সাগরবাবু?'

সরবতের গেলাসে ছোট চুমুক দিয়ে বলি, 'হ্যাঁ, রসিকতা করছি।' আজ পৃথার সরবতের রঙ গোলাপি নয়, সবুজ। মনে হয় কাঁচা আমের। এই মেয়ে কত রকম রঙের সরবত বানাতে পারে?

'আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে মানে এই নয়, যে আপনি আমাকে নিয়ে রসিকতা করবেন।'

'পছন্দ করা মানুষের সঙ্গে আমি রসিকতা করতে ভালবাসি।'

পৃথা ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমি বাসি না।'

এ কোন পৃথা! একেবারে অন্যরকম! বাঃ! সেদিনের সেই কথায় কথায় হেসে ওঠা তরল মেয়েটার আড়ালে এই চমৎকার ব্যক্তিত্বের মেয়েটা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল কেমন করে?

'সাগরবাবু, দয়া করে আপনি আমাকে কঠিন হতে বলবেন না। আপনার সঙ্গে আমার যে শ্রদ্ধাভক্তি তৈরি হয়েছে সেটা নষ্ট করবেন না প্লিজ। কড়া কথাটা বলতে খারাপ লাগছে, সে রকম হলে আপনি এখানে আর আসবেন না।'

পৃথা মুখ ফেরাল।

ডান হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে কঠিন গলায় বললাম, 'এই কড়া কথাটা দয়া করে আজ আমাকে না বলে কালকে যে মানুষটা আসবে তাকে বলবেন। দেখব আপনার কত ক্ষমতা। দেখুন পৃথাদেবী, আমাকে বকাঝকা করে লাভ নেই। আমি আমার কর্তব্য পালন করে দিলাম মাত্র। আপনার প্রতি কর্তব্য নয়, আমার বাড়িওলার প্রতি কর্তব্য। কমলামাসিমা আমাকে বলেছিলেন তার বোনঝির জন্য একজন স্বামী কাম দারোয়ান যোগাড় করে দিতে। এর বদলে তাঁরা আমাকে যত্ন করে থাকতে দেন, খেতে দেন। আমি কারও থেকে এমনি সেবাযত্ন নেওয়া পছন্দ করি না ম্যাডাম। বিনিময়ে আমি নিজে আপনার কাছে পাত্র হিসেবে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে আমার খুবই অপছন্দ। অপছন্দ হওয়া কোনও মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বাধ্য হয়ে আর একজন ক্যান্ডিডেট যোগাড় করেছি। আমি আগেও বললাম, এখন আবার বলছি, লোকটি ভাল নয়। বদ ধরনের। শুনেছি, সঙ্গে আর্মস রাখে। তার ওপর নাকি সুযোগ-সুবিধে থাকলেও ঘুষটুষ নেয় না। পুরুষমানুষের ঘুষ না নেওয়াটা একটা ব্যাড সিমটম্। আপনি দয়া করে কাল পত্রপাঠ মানুষটাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

BanglaBook.org

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'শুধু একটাই অনুরোধ পৃথাদেবী। খারাপ মানুষটার সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে যাবেন না। প্লিজ। তাহলে আমার কর্তব্য পালন করা হবে না। আমি গোকুলবাবুদের কাছে কথার খেলাপি হব। অন্তত বলতে তো পারব, আমি বসে বসে খাইনি। চেষ্টা করেছিলাম।'

ঘণ্টাখানেক আগে বিবাহপর্ব শেষ হয়েছে।

সিম্‌কার্ডকে কসবায় আসতে বলেছিলাম। সে এই বিয়ের দু-নম্বর সাক্ষী। সিম্‌কার্ড, আমি আর বুড়ো রেজিস্ট্রার ছিলাম ফ্ল্যাটের তলায়। পুলিস জিপের ভেতর। একেবারে সিনেমার মতো। নার্ভাস ওসি সাহেব প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে যান। আমি মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করি। গিন্নির কাছে যাওয়ার সময় কি বীর পুলিসও ভয় পায়? গিন্নি কি ডাকাতের থেকেও ভয়ের? তবে বেশিক্ষণ নয়, মিনিট তিন কী বড়জোর চার হবে। লাফাতে লাফাতে নেমে আসে মানুষটা। হাত ধরে প্রায় হেঁচড়ে টেনে বের করে বুড়ো রেজিস্ট্রারকে। আমি আর সিম্‌কার্ড সিঁড়ি দিয়ে উঠি ভারিক্কি চালে। বিয়ের সাক্ষী বলে কথা। সিম্‌কার্ডকে নিচু গলায় বলি, সইয়ের সময় আসল নামটা লিখ বাপু। কোড নাম চলে না।'

বাপ-মায়ের ভালবাসা সন্তান জানবে কিন্তু নিজের চোখে দেখবে না। তাই নবদম্পতিকে ফ্ল্যাটে একা রেখে, সিম্‌কার্ডকে বিদায় দিয়ে আমি ঝুম্‌কে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। বলেছিলাম, 'আজ এমন জায়গায় হাঁটব যেখানে কেউ হাঁটতে পারে না।' তাই উড়ালপুলে হাঁটছি। খুবই অপরাধের কাজ। কিন্তু অপরাধীদের যিনি ধরবেন দেখে এলাম, তিনি এখন কসবার ফ্ল্যাটে বসে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। ঝগড়ার বিষয় খুবই জটিল। ড্রইং কাম লিভিং বাড়ানো কি ঠিক হবে? নাকি হবে না? উল্টে তিনি আমাদের দেখভালের জন্য একজন সেপাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে আসার সময় জিপ ঘুরিয়ে অফিসপাড়া থেকে ঘুগনিকে তুলে এনেছি। ওকে আমার দরকার।

উড়ালপুলে দাঁড়িয়ে আমরা এখন শালপাতার বাটিতে গরম 'ঘুঘু ঘুগনি' খাচ্ছি আর উঃ, আঃ করছি। ঘুগনিওলা বেটা কবে ঝাল মেরেছে। আমাদের পায়ের কাছে কলকাতা। হাতের মুঠোয় আকাশছোঁয়া বাড়ি।

ঝুম্‌ বলল, 'জাহাজকাকু, আমার নিজেকে কেমন কিংকং-এর মতো মনে হচ্ছে।'

ঘুগনি বলল, 'সেইটা কী?'

ঝুম্‌ হেসে বলল, 'সেইটা একটা গেরিলা। দৈত্যের মতো। ইয়া বড়। তোরও

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে না?'

'না, আমার কিছু মনে হয় না।'

এসবের ফাঁকেই ঘুগনিকে আমার দরকার জানিয়েছি। সে শালপাতা চাটতে চাটতে বলেছে, 'চিন্তা করেন না। আপনে যখন বলেছেন হয়ে যাবে। ডেট আর টেইম বলেন। দল নিয়ে পৌঁছে যাব। মেনু কী?'

আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'তা তো ঠিক জানি না। তবে খারাপ হবে না। ডেকে খাওয়াচ্ছে যখন।'

ঘুগনি বিজ্ঞের মতো মুখ করে বলল, 'এইডা ঠিক কথা নয়। গরিবদের ডেকেডুকে মানুষ পচাধচাটাই খাওয়ায়। যাক, বেগুন করতে বলবেন। বেগুনভাজা।'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক আছে বেগুন থাকবে। কিন্তু তোকে আর একটা জরুরি কাজ করতে হবে। সেদিন কোট-প্যান্ট পরা যে লোকটা তোকে চড় মেরেছিল তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা শুনতে কঠিন, কিন্তু আসলে কঠিন নয়। তুই যে ট্যাক্সিতে ওকে তুলেছিলি তাকে নিশ্চয় পেয়ে যাবি। একদিনে না পাস, দু-তিনদিনে তো পাবি। কলকাতার সব ট্যাক্সিই দু-তিনদিনে একবার ঘুরেফিরে অফিসপাড়ায় যাতায়াত করে। সেই ট্যাক্সিকে জিজ্ঞেস করলেই কোটপ্যান্টের সন্ধান মিলবে।'

BanglaBook.org

দশ

আমি বসে আছি সোফায়। আমার মুখটা হাসি হাসি। এমন হাসি নয়, টেনশনের হাসি।

টেনশনের কারণ সোফা। সোফার একটা পা নড়বড় করছে। নড়া বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না, ভেতরে অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, যে কোনও সময় সোফা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সামনের দিকে পড়তে পারে আবার পাশেও পড়তে পারে। দুদিকে পড়লেই বিপদ। তবে সামনে পড়লে বেশি বিপদ। তখন মুখ থুবড়ে কাচের টেবিলের ওপর পড়তে হবে। তাতে রক্তারক্তি কাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা। কোনদিকে পড়বে এটা নিশ্চিত হতে পারলে টেনশন হয়ত একটু কম হত। তার সঙ্গে একটা মজাও হত। নিউটন যেমন আপেলের পতন থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, আমিও হয়ত পায়া ভাঙা সোফার পতন দেখে সামনেকর্ষণ বা পাশেকর্ষণ শক্তি বের করে ফেলতাম।

চেয়ারটা বদলাতে পারলে হত। কিন্তু সে সুবিধে নেই। এই ছোট ঘরে বসার ব্যবস্থা মাত্র দুটি। বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে সম্ভবত এরকমই ব্যবস্থা। গেস্টরুমগুলোতে মাত্র দুজন বসার আয়োজন। হয়ত এটাই ঠিক। বুড়ো মানুষের কাছে বেশি মানুষ আসবে কেন? আমি যখন রিসেপশনে দীপার বাবার কথা বললাম, রিসেপশনের মহিলা অবাক হয়ে মুখ তুলল। ভুরু কুঁচকে সন্দেহের চোখে তাকাল। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। রেজিস্টার খাতায় নাম, ঠিকানা লিখতে গিয়ে সন্দেহের কারণ বুঝলাম। গত অষ্ট মাস দীপার বাবার কাছে কেউ আসেনি।

বৃদ্ধাবাসের নাম আধুনিক। শান্তি ডট কম। মনফোনে দীপার বাবা বলেছিলেন, 'খুঁজছি'। তিন নম্বর চিঠির প্রেরক নন তো? হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

BanglaBook.org

কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই রবিবার সকালে সোদপুরে দীপার বাড়িতে ছুটেছিলাম। ছুটলে কী হবে, কিছুতেই বাড়ি খুঁজে পাই না। শেষ পর্যন্ত পেলাম ঠিকই, তবে সময় লাগল। একতলা হলুদ রঙের ছিমছাম বাড়ি ভেঙে এখন অট্টালিকা হয়ে গেছে। দীপাদের বাড়ির বাইরে একটা বোগেনভিলিয়া গাছ ছিল। জড়িয়ে মড়িয়ে সেই গাছ উঠেছিল ছাদ পর্যন্ত।

মজার কথা হল, এবার গিয়ে দেখি দীপাদের বাড়িটা নেই কিন্তু সেই বোগেনভিলিয়া গাছটা আছে। সবুজ পাতা বিছিয়ে মাল্টিস্টোরিডের উঁচু পাঁচিলে শুয়ে আছে। আমি গাছ দেখে বাড়ি চিনলাম আর সেখানকার লোকজনদের কাছ থেকে খবর পেলাম অনেক।

আমার ব্রিলিয়ান্ট বান্ধবী ব্রিলিয়ান্ট কাজ করেছে। মিশিগান থেকে অনলাইনে পৈতৃক ভিটে বেচেছে। তবে ঠকেনি। দরদাম চালিয়েছে খুব। শুধু বাড়ি বিক্রি নয়, মা বেঁচে থাকতে তাকে বিদেশ ঘুরিয়েও এনেছে দীপা। কটা মেয়ে এমন করে? আর বিদেশ মানে তো হাবিজাবি বিদেশ নয়, খোদ আমেরিকা। একেবারে বিদেশের বাবা। তখন সবে ছেলে হয়েছে দীপার। ফুটফুটে ছেলে। একেবারে সাহেব বাচ্চা। দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সমস্যা হল মিশিগান সোদপুর নয়। সেখানে বাচ্চা কোলে নেওয়ার লোক পাওয়া যায় না। সাদা-কালো কোনও বাচ্চার বেলাতেই পাওয়া যায় না। মিশিগানের লোকেরা বাচ্চার গাল টিপে অদ্ভুত ভাষায় বলে 'মুনু মুনু মুনু'। কিন্তু কোলে নেয় না। যদি বা নেয় ডলার চায়। দাসী এবং আয়া দুটোই ওসব জায়গায় অতি মূল্যবান। বাধ্য হয়ে আমাদের রূপবতী এবং কেমিস্ট্রিবতী দীপা তার মাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। জেটল্যাগ তুচ্ছ করে দিদিমা নাতিকে কোলে টেনে নিলেন। হাতের বালা খুলে পরিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আহা রে, তোর দাদুটা এলে বড় ভাল হত।'

দীপা নরম গলায় বলল, 'ছিঃ মা, ওরকম করে বলছ কেন? লোকেরা শুনলে কী ভাববে? ভাববে আমি খরচের ভয়ে বাবাকে আনিনি। মাকে এনে ফ্রিতে বেবি সিটারের কাজ করাচ্ছি। ছিঃ। আমার সম্পর্কে কী ধারণা হবে বল তো? ওরা তো বুঝবে না, কলকাতায় বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য বাবার থাকার দরকার। তাছাড়া প্যাসেজ মানিটা ভেবে দেখবে না তুমি? এখন ছেলেপুলে হয়ে গেছে। খোলামকুচির মতো ডলার খরচ করতে পারি? বল পারি? তুমিই বল না।'

চার মাস পর দীপার মা দেশে ফিরলেন অসুস্থ শরীরে। দীপা ছাড়তে চায়নি। কেন চাইবে? কে মাকে ছাড়তে চায়? কবিতাই তো আছে– 'মাগো আমার মা, তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেও না।' তাহলে? কিন্তু পোড়ারমুখো দেশ

BanglaBook.org

ভিসার মেয়াদ বাড়াল না। বাধ্য হয়ে ফিরতে হল। ফেরার তিন মাসের মধ্যে মারাও গেলেন মহিলা। তবে অসুবিধে হয়নি কিছু। আমেরিকায় বসেই অনলাইনে মায়ের শ্রাদ্ধশান্তির কাজ সারল দীপা। সেই অনলাইনে বাড়ি বিক্রি। সত্যি অনলাইন একটা দারুণ জিনিস! মিশিগানে যাওয়ার পথে সোদপুরের বাড়ির বিক্রির টাকা কখন যে ডলার হয়ে গেল কেউ জানতেও পারল না! এরপর দীপা নজর দিল বাবার দিকে। বৃদ্ধ পিতা। সুগার, প্রেসার, ইসকিমিক হার্টের পিতা। তাঁকে একা কি রাখা যায়? যায় কখনও? যায় না। অনেক ভাবনাচিন্তা, আলাপ-আলোচনার পর দীপার দূর সম্পর্কের মামাশ্বশুর বুড়ো মানুষটার জন্য এই বৃদ্ধাবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শান্তি ডট কম। মেয়ে নিশ্চিন্ত হল। আর চিন্তা নেই, বাবা অনেকের সঙ্গে থাকবে। ভয় নেই কোনও। দীপাই খরচ পাঠায়। তবে ভায়া মামাশ্বশুর। শান্তি ডট কমে নিজের ঠিকানা পর্যন্ত পাঠায়নি দীপা। ঠিক করেছে। এই দেশটা হাভাতে-তে ভর্তি। বুড়োর মেয়ে আমেরিকায় থাকে শুনলে হয়েছিল আর কী। হাত বাড়িয়েই থাকত। এই কারণেই আত্মগোপন।

তবে সোনারপুরের এই দিকটা আজও চমৎকার। আসার পথে একটা ভ্যান রিকশা নিয়েছিলাম। সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ দেখে মনে হল বলে উঠি– 'হে প্রগাঢ় পিতামহী আজও চমৎকার? আমিও তোমার মতো বুড়ো হব– বুড়ি চাঁদটারে আমি করে দেব কালিদহে বেনোজলে পার ; আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব প্রচুর ভাঁড়ার।'

সাদা-কালো মার্বেল পাথরে বাঁধানো টানা লম্বা বারান্দা। একেবারে শূন্য। কেউ কোথাও নেই। রিসেপশনের মহিলা পথ দেখিয়ে চলে গেছে। আমি হাঁটছি। বারান্দা নিকোনো উঠোনের মতো পরিষ্কার। এত পরিষ্কার দেখলে গা ছমছম করে। দু-একটা টবে মাথা নামানো গাছ। খানিক আগে কেউ জল দিয়েছে। পাতায় এখনও লেগে আছে সেই জল। একপাশে নিচু একটা মোড়া। খালি। কেউ যেন উঠে চলে গেছে। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে আমি অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলাম।

ইস্ কেন আরও চারটে মাস পরে এলাম না? আপসোস হচ্ছে। খুব আপসোস হচ্ছে। চারমাস পরে দীপার বাবার নিঃসঙ্গতার বর্ষপূর্তি হত। আমি ফুল নিয়ে আসতাম। বিয়ের ফুল লাল। জন্মদিনের রঙ নীল। নিঃসঙ্গতার রঙ কী? হলুদ? একটা উঁচু পাথরের ফুলদানিতে সেই হলুদ ফুলের গোছা রাখা হত যত্ন করে। তারপর বারান্দায় ফাংশন। বড় কিছু নয়, ছোটখাটো বর্ষপূর্তি ফাংশন। দীপার বাবা মোড়ায় বসতেন। সন্ধের বাতাসে তাঁর সাদা চুল উড়ত। প্রথমে পড়া হত

BanglaBook.org

দীপার ই-মেলে পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা।

'বাবা, সবার আগে তুমি আমার প্রণাম জানবে। তোমার নিঃসঙ্গতার এক বছর হওয়ার খবর শুনে খুব ভাল লাগছে। আমার সহকর্মীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারা কী বলেছে জান? বলেছে, দে ফিল প্রাউড ফর মি। এমন বাবার মেয়ে হওয়া একটা গর্বের বিষয়। আমার লজ্জা করছিল, আবার ভালও লাগছিল। তবে মায়ের জন্য আমার খুব মন কেমন করেছে। এমন একটা আনন্দের দিনে মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় খুশি হত। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার বাবার জীবনে যেন এরকম বছর ফিরে ফিরে আসে। এদিকে তোমার নাতি এক কাণ্ড করেছে। তার প্রাণের দাদুর 'লোনলি ওয়ান ইয়ার' উপলক্ষে সে মোমবাতি জ্বেলে প্রেয়ার করেছে আর একটা কার্ড বানিয়েছে। একেবারে নিজের হাতে। কার্ডের ছবি মিকি মাউসের। তাদের হাতে কেক। বোঝ কাণ্ড! মা হয়ে বলছি না, ছেলেটার আঁকার হাত ভাল হয়েছে। তুমি কেমন আছ বাবা? সাবধানে থাকবে। শরীরের যত্ন নেবে। ডিনার ঠিক সময় করবে। বেশি রাত করবে না। করলে কিন্তু খুব রাগ করব।'

মেয়ের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠের পর কেউ কিছু বলতে পারে। নিঃসঙ্গতার উপকারিতা সম্পর্কে দু-একটা কথা। আবার এমনও হতে পারে কেউ কিছুই বলল না, চুপ করে থাকল। সব শেষে দীপার বাবা ইচ্ছে করলে একটা গান শোনাতে পারেন। জোর করার কিছু নেই। আমরা খুব বিনীতভাবে অনুরোধ করব। এমনও হতে পারে আমাদের অনুরোধ উনি হয়ত মাথা নামিয়ে গুনগুন করে গেয়ে উঠবেন—

আমি অকৃতী অধম বলেও তো তুমি কম করে কিছু দাওনি/যা দিয়েছ তারে অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু লওনি।

ভাঙা পায়ার টেনশনেও আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে না। কারণ আমি এখন ফটো দেখছি। অসংখ্য, অগুনতি ফটো। আমার কোলের ওপর যে লাল মলাটের অ্যালবামটা খোলা তার নম্বর 'ফোর এ'। এরপর আছে 'ফোর বি' 'ফোর সি'। 'ফোর' শেষ হলে আসবে 'ফাইভ'। এরকম মোট সাতটা অ্যালবাম সামনের টেবিলের ওপর যত্ন করে সাজানো। সবকটার ক্ষেত্রেই 'এ', 'বি', 'সি' নাম দিয়ে একাধিক সাব-অ্যালবাম বা উপ-অ্যালবাম রয়েছে। মূল অ্যালবাম দেখা শেষ হলে উপ-অ্যালবাম দেখছি। উল্টোদিকে সোফায় দীপার বাবা বসে আছেন। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে নজর রাখছেন। একটা শেষ হলে পরেরটা এগিয়ে দিচ্ছেন। উল্টোপাল্টা যেন না হয়ে যায়। ফটো অবশ্য সবই তাঁর মেয়ে সংক্রান্ত। নানাভাবে,

BanglaBook.org

নানা সময় দীপা। 'শান্তি ডট কম'-এ আসার সময় এগুলো তিনি সঙ্গে এনেছেন। 'ফোর এ' শেষ করে আমি মুখ তুললাম।

'অপূর্ব, অপূর্ব! ভাবা যায় না। আমি ভাবতে পারছি না স্যার।'

যে মানুষটাকে এতদিন মেসোমশাই বলছি, তাঁকে যে কেন হঠাৎ আজ থেকে 'স্যার' বলে ডাকছি তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। ডাকছি তাই ডাকছি। উনিও আপত্তি করেননি। সম্ভবত সম্বোধন নিয়ে তাঁর আলাদা করে আর কোনও কৌতূহল নেই।

দীপার বাবা মিটিমিটি হাসি একটু বড় করলেন। অ্যালবাম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও সাগর, এবার ফোর বি। এটা দেখ, এটা আরও ভাল। এটা তোমার হল গিয়ে দার্জিলিং সিরিজ। দীপার বয়স তখন কত হবে? বড় জোর পাঁচ। ওনলি ফাইভ ইয়ার্স। সেবার এক কাণ্ড হয়েছিল। হা হা। গোটা ট্রেন ধরে মেয়ে আমাদের বলল ঘোড়ায় চড়ব, ঘোড়ায় চড়ব, ঘোড়ায় চড়ব। আর ম্যালে ঘোড়া দেখে কী কান্না। হা হা। সে যে কী কান্না সাগর তোমাকে কী বলব? একেবারে নাকের জলে, চোখের জলে। তাকে কে সামলাবে? না পারছি আমি, না পারছে তার মা। বাপরে, বাপরে। শেষ পর্যন্ত কী হল জান? ওই পাজি কী করল ভাবতে পার? হা হা।'

কথা শেষে মানুষটা চোখ মুছলেন। অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি বৃদ্ধ একই সঙ্গে হাসছেন এবং চোখ মুছছেন। ব্যাপারটা কী? দীপা দার্জিলিঙে কেন, আলাস্কায় গিয়ে কী করেছে তাও জানার কোনও আগ্রহ নেই আমার। তবু অধীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'কী করল?'

'মেয়ে সেই ঘোড়ায় চড়ল, ঠিকই চড়ল। কিন্তু আমাকে সারাটা সময় পাশে পাশে দৌড়তে হল। হারামজাদা মেয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল দাঁত বের করে। বোঝ কাণ্ড। হারামজাদা মেয়ের কাণ্ডটা বোঝ একবার। হা হা।'

আর কিছু বোঝা না যাক, 'হারামজাদা মেয়ের' অতদিন আগের কাণ্ডে বৃদ্ধ মানুষটা যে আজও খুব খুশি সেটা বোঝা যাচ্ছে। খুশি অবস্থাতেই তিনি আবার চশমা খুললেন এবং চোখ মুছলেন। ভদ্রলোকের চোখে সমস্যা কিছু হয়নি তো? হতে পারে। কনজাংটিভাইটিস হলে অনেক সময় এরকম হয়। যে কোনও সময় চোখে জল আসে।

আমিও গদগদ ভঙ্গিতে বললাম, 'সত্যি একটা কাণ্ড বটে।'

'একটা! মোটেই না সাগর। কাণ্ড একটা নয়, কাণ্ড হাজারটা। হা হা। আমার

BanglaBook.org

মতো বুড়ো হও, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করলে বুঝতে পারবে সন্তান বাপ-মাকে কী জ্বালিয়ে খায়। কত কাণ্ডই না করে। দীপার মা যদি আজ বেঁচে থাকত সে তোমাকে মেয়ের আরও জ্বালাতনের গল্প শোনাত। হা হা।'

'সে আপনি যতই বলুন না কেন স্যার, আপনার মেয়ে খুবই ভাল। দীপা শুধু খুব ভাল নয়, অতিরিক্ত খুব ভাল। অমন ব্রাইট মেয়ে কটা হয়? লেখাপড়া তো বটেই, নাচে, গানে, ডিবেটে? একেবারে ঝকঝক, তকতক করছে। কলেজেই আমরা বলাবলি করতাম। বলতাম এই মেয়ে যাতে হাত দেয় তাতেই সোনা। দুঃখের কথা কী জানেন স্যার, স্কুল, কলেজের বন্ধুদের কথা কখনও গুরুত্ব পায় না। আমেরিকা, চীন, জাপানের কথা গুরুত্ব পায়। এখন মিলল তো? দেখলেন তো, দীপা মার্কিনমুলুকে গিয়ে কেমিস্ট্রি টু কমোড যাতে হাত দিল তাতেই সোনা।'

বৃদ্ধ লজ্জা লজ্জা মুখে মেয়ের প্রশংসা শুনছিলেন। এবার লাফিয়ে উঠলেন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। একই সঙ্গে আনন্দে এবং জলে।

'আরে! তুমি জানলে কোথা থেকে! ঘটনা তো সত্যি হে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি। দীপা এমন একটা কমোডের ডিজাইন করছে যাতে সোনা আছে। না না সোনার জল নয়, একেবারে ওরিজিনাল গোল্ড। গোল্ডের রিং একটা। ঠিক প্যানের মুখটায় থাকছে গোল হয়ে। হা হা। মিডল ইস্টে অর্ডার হয়েছে। জানই তো বাপু ওদের হল তোমার তেলের পয়সা। এতদিন বেটারা সোনার ওপর শুত, এবার সোনার ওপর ইয়েও করবে। হা হা। তবে এটা একটা বড় কথা যে বরাতটা দীপা পেয়েছে। সোনার কমোডের বরাত পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। বল তুমি, সেকথাটা বল একবার।'

'কী বলছেন স্যার, চাট্টিখানি কথা কেন হবে? জিনিয়াস না হলে এ ঘটনা ঘটতে পারে?'

আমি যে কোনও সময় উঠে যেতে পারি। সেটাই উচিত। তিন নম্বর চিঠির প্রেরক যে এই বৃদ্ধ মানুষটি নয় তা আমার জানা হয়ে গেছে। কলে উঠে পড়া খুব সহজ একটা ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা হল, সহজ কাজ করতে কোনও কোনও সময় ঝামেলা হয়। আমার এখন সেই ঝামেলা হচ্ছে। উঠতে পারছি না।

আমি দীপার এগারো বছরের জন্মদিনের ছবি ওল্টাতে ওল্টাতে বললাম, 'স্যার আপনার মেয়ের এখনকার কোনও ফটো নেই? আমেরিকায় দীপা। যেমন হয় আর কী। বিদেশে গেলে মেয়েরা কলকাতায় ফটো পাঠায় না? বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, বাগানের গাছে জল দিচ্ছে, সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শালোয়ার-কামিজ পরে সুইমিং পুলে। হয় না? সব থেকে ভাল

BanglaBook.org

হয় যদি রান্নাঘরের কোনও ফটো থাকে। বাড়ির মেয়েদের দেখাব। বিদেশের রান্নাঘর দেখলে ওরা খুব খুশি হবে। নেই?'

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ হাসতে শুরু করলেন। প্রথমে আস্তে, ধীর লয়ে। তারপর তাল লয় দুটোই বাড়তে থাকে। একটা সময় হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন যেন!

'কী যে বল সাগর? হা হা। তুমি দেখছি আমেরিকা, রাশিয়ার কিছুই জান না হে। খুবই খারাপ অবস্থা। ফটো পাঠাতে কত খরচখরচা জান? জানা আছে তোমার? হা হা। বেচারি দীপা কি তার বাংলোতে ডলারের গাছ পুঁতেছে? অ্যাঁ, পুঁতেছে? বল তুমি, চুপ করে আছ কেন এবার বল? হা হা...। বাপকে ফটো পাঠানোর কস্টিং জান?'

আমি বললাম, 'তাতে কী আছে স্যার? বাপ নিজেও তো কম কস্টলি নয়।'

'কস্টলি বাপ্! কথাটা তো খাসা বললে সাগর। হা হা। বাপ্ কস্টলি হা হা হা...।'

বৃদ্ধ ফের হাসতে লাগলেন। অস্বাভাবিক হাসি। হাসির জোরে দুর্বল শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। জলে ভেসে যাচ্ছে চোখ। চশমা খুলে সেই জল মুছলেন। আবার ভেসে যাচ্ছে জলে।

ঠিক এমন একটা সময় ভেতরের দরজা দিয়ে ষণ্ডা চেহারার একটা মুশকো ধরনের লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার হাঁড়ির মতো মুখে বিরক্তি, রাগ। মুশকোটাকে দেখে বৃদ্ধ মানুষটা একদম দমে গেলেন। কুঁকড়ে গেলেন যেন! দ্রুত আমার হাত থেকে অ্যালবামটা কেড়ে নিয়ে গোছাতে শুরু করলেন। হাসিমুখ একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মানুষটার! ব্যাপার কী? লোকটা মারধর করে নাকি? ষণ্ডা এগিয়ে এসে তার ডান হাতের কবজিটা চেপে ধরে জোর ধমক দেয়। বলে, 'চুপ। একদম চুপ। একটাও কথা নয়। চলুন ভেতরে। উফ্ আবার এইসব ছাইপাঁশ এখানে এনেছেন? আপনাকে কতবার বারণ করেছি না? এবার কে গোছাবে এসব? কে গোছাবে? আজই টান মেরে ফেলে দেব।'

দীপার বাবা আরও চুপসে গেলেন। এবার লোকটা আমার দিকে তাকাল। দম না ফেলে বলতে লাগল, 'আপনারা, বাড়ির লোকগুলোও বলিহারি। একটা পাগল মানুষকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখে বকর বকর করাচ্ছেন? লজ্জা করে না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা বলছে কী। আমতা আমতা করে বললাম, 'পাগল! কই আমি তো কিছুই জানতাম না!'

ষণ্ডা ফোঁস করে একটা অবজ্ঞার নিঃশ্বাস ফেলল। 'বলল 'ফুঃ জানবেন কী

BanglaBook.org

করে? এলে তো জানবেন। এক বছরের টাকা জমা রেখে সেই যে পালিয়েছেন... একটা ফোন নম্বর দিয়েছিলেন, সেটাও ফালতু। আজ তিন মাস কেউ ধরেনি। যাক, অফিসে দেখা করতে বলেছে। এটা পাগল রাখবার জায়গা নয়। মাথার অসুখ করলে চিকিৎসা করান। নইলে যা খুশি করুন। পেসেন্টকে আজই নিয়ে যাবেন। এটা বৃদ্ধাবাস, পাগলাগারদ নয়।'

পায়ের তলার মাটি যেন সামান্য কেঁপে উঠল। লোকটা বলছে কী! পেসেন্টকে নিয়ে যান মানে? আমি কোথায় নিয়ে যাব? আমি নিয়ে যাওয়ার কে?

BanglaBook.org

এগারো

পারচেজ ম্যানেজার মিস্টার গোস্বামী আমার দিকে যে চোখে তাকিয়ে আছেন তাকে কি চোখ বলে? রক্তচক্ষু? শান্তচক্ষু? নাকি কঠিনচক্ষু? আমার মনে হচ্ছে এসবের কোনওটাই নয়। এই চোখ খুনির চোখ। কাজ না হলে এই মানুষ আমাকে খুন করবে। তাই খুনির চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি হাসলাম। মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, 'ভাল আছেন? ভাল আছেন স্যার?'

খুনিচক্ষু উত্তর দিলেন না। একইভাবে তাকিয়ে রইলেন। অনেকে এসব ক্ষেত্রে অপমানিত হয়। আমি হই না। হব কেন? মানুষ কোনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নয় যে তাকে সব কথার উত্তর দিতেই হবে। টেবিলের ওপর রাখা পেপারওয়েটটা তুলে হাতে নিলাম। জিনিসটা দেখতে সুন্দর। ঝিনুকের গায়ে কচি কচি বালির মতো। যেন এই টেবিলটা সমুদ্রের ধার আর সেখানে সত্যি একটা ঝিনুক পড়ে আছে! বাঃ! ঘুষ খেলে কী হবে, কল্যাণের রসের রুচি আছে।

আমি আবার হাসলাম। ঠোঁটের ফাঁকের এই হাসি হল খেলানোর হাসি।

'আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা হল।'

এতক্ষণে মিস্টার গোস্বামীর খুনিচক্ষুতে পলক পড়ল। বললেন, 'আমি জানি। রাজন্যা আমাকে বলেছে।'

এবার আমি খুনিচক্ষুর একটা বদলা নেব। তাকানোর বদলা তাকানো। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিলাম কোন তাকানোটা চোখে নেব। চেয়ারটা সামান্য সামনে ঝুঁকিয়ে চোখের মণি দুটো ওপরের দিকে ঠেলে নিলাম। তারপর সরাসরি তাকালাম পারচেজ ম্যানেজারের চোখের দিকে। গোল একটা চশমা থাকলে 'লুক'টা মনে হয় আরও জমত।

BanglaBook.org

এই তাকানোর নাম হল 'উত্তম লুক হ্যান্ড্রেড সেভেনটিন।' সেভেনটিন না এইট্টিন? ঠিক মনে নেই। তবে কাছাকাছি একটা হবে। বিচারক সিনেমাতে উত্তমকুমার এই 'উত্তম লুক হ্যান্ড্রেড সেভেনটিন' দিয়েছিলেন। এই জিনিস আমার কলেজবন্ধু উজ্জ্বলের কাছ থেকে শেখা। তার কাছে উত্তমকুমারের দুশো আটান্ন রকম 'তাকানো'র তালিকা ছিল। কারণ সে ছিল একজন 'লুক' এবং 'স্মাইল' কালেক্টর নায়ক-নায়িকাদের তাকানো এবং হাসি সংগ্রাহক। খুবই পরিশ্রমের কাজ। সংগ্রহের তালিকা থেকে হলিউড, মুম্বই, টালিগঞ্জ কিছুই বাদ দিত না। হলে ঘুরে সিনেমা তো দেখতই, বাড়িতে ছিল সিডি আর সিনেমা বিষয়ক পত্রিকার পাহাড়। নির্বাক যুগ থেকে রানী মুখার্জি, ডাসস্টিন হফম্যান থেকে ক্যাথেরিনা জেটা জোন্স কেউ বাদ ছিল না। সুচিত্রা সেনের হাসি ছিল উজ্জ্বলের এম এ ক্লাসের স্পেশাল পেপারের মতো। সপ্তপদী হাসি, সাগরিকা হাসি, দীপ জ্বেলে যাই হাসি, সূর্যতোরণ হাসি– কী নেই! স্ট্যাম্প অ্যালবামের মতো যত্ন করে নম্বরের ট্যাগ লাগিয়ে সব রাখা। আমি এক শনিবার সংগ্রহ দেখতে উজ্জ্বলের বাড়ি যাই। গিয়ে চমকে উঠি। আরে, ছেলেটা করেছে কী! অ্যাঁ! তুরস্কের কোনও এক নায়িকার হাসিও রেখেছে যে!

দুঃখের কথা হল সব বড় কাজের মতোই এটাও অন্যেরা বোঝেনি। উজ্জ্বল তার সংগ্রহ নিয়ে অনেক ছোটাছুটি করেছে। চিঠি-চাপাটি কম করেনি। জাদুঘরে একটা গ্যালারি পাওয়ার জন্য শুনেছি দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিল। ডায়নোসরের পাশের ঘরে অবলুপ্ত হাসির গ্যালারি। কোনও লাভ হয়নি। বহুদিন ছেলেটার কোনও খবর নেই। নিশ্চয় কষ্টে আছে। থাকলে ভাল। গুণী লোকেরা সব সময় কোনও না কোনও কষ্টে থাকে।

আমি ওইভাবেই বললাম, 'আর কী বলেছে? তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সেটা বলেছে কি?'

আমার 'উত্তম লুক' পর্বে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে মিস্টার গোস্বামী কেটে কেটে বললেন, 'হ্যাঁ, তাও বলেছে। তবে কী কথা হয়েছে তা বলেনি।'

পাশে বসে থাকা কল্যাণ আমাকে খোঁচা মেরে বলল, 'বল না; স্যার কী জানতে চাইছেন বল।'

আমি কল্যাণের কথায় পাত্তা দিলাম না। পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিছু খাবেন মেসোমশাই? জলটল কিছু দিতে বলব? বেলের পানা খাবেন?'

ভাবটা এমন যেন এই ঝাঁ-চকচকে অফিসের মালিক আমি। বেল টিপলেই

BanglaBook.org

তিনজন বেয়ারা পিওন ছুটে এসে 'স্যার স্যার' শুরু করবে।

দীপার বাবা মাথা নিচু করে বসে আছেন। সেউ অবস্থাতেই মাথা নাড়লেন। 'শান্তি ডট কম বৃদ্ধাবাস' থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসার পরপরই এটা শুরু হয়েছে। মানুষটা একদম কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। অসুখটা এরকমই। কখনও গভীর বিষণ্ণতা, কখনও বাড়াবাড়ি রকমের হইচই। তবে এই শান্ত ভাবটার ফলে আপাতত আমার সুবিধেই হচ্ছে। হট্টগোল করলে এই সময়টা পেতাম না। ওর বিষণ্ণতার মধ্যেই আমাকে জরুরি কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে।

'শান্তি ডট কম' থেকে বেরিয়ে কাল আমরা দুজনে প্রথমে যাই গঙ্গার ঘাটে। ভেবেচিন্তে যে গিয়েছিলাম এরকম নয়। সামনের যে বাসটায় উঠে পড়েছিলাম সেটা বাবুঘাট পর্যন্ত গিয়ে বলল, আর যাবে না। এটাই নাকি তার শেষ স্টপ। জলের বদলে জলের ধারে ফেলে দিল। তাই গঙ্গার ঘাটে যাওয়া। অন্য কোনও কারণ নেই। আমার হাতে দীপার বাবার সুটকেস ছিল। সুটকেস ভাল। বিদেশের জিনিস। শুধু সুটকেস নয়, 'শান্তি ডট কম' ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে বৃদ্ধের জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে দেখেছি, একটা বিদেশি কম্বলও রয়েছে। তবে আমেরিকার কম্বল নয়। মেড ইন চায়না। নরম তুলতুলে। সুটকেসের খাপে আর একটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি। কয়েকটা ডলার! কে দিয়েছে? দীপা? নাকি দীপার মা? তিনি যখন মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন তখন হয়ত নিয়ে এসেছিলেন। কীভাবে? মেয়েকে বলে? না গোপন করে?

গঙ্গার ঘাটে বাঁধানো বেঞ্চে বসে আমরা দুজন মাটির ভাঁড়ে ধোঁয়া-ওঠা চা খেলাম। তারপর বসে রইলাম অনেক রাত পর্যন্ত। ভোঁ দিয়ে চলে যাচ্ছে স্টিমার। ছইয়ের ভেতর নিষিদ্ধ বাতি জ্বেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে নৌকোরা। আল মামুদের 'জলবেশ্যা' উপন্যাসের মতো। তারা হাসছে, কাঁদছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এক সময় খেয়াল হল, দীপার বাবা আমার হাত ধরে আছেন। আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'আপনি কি কিছু বলবেন?'

বৃদ্ধ মানুষ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর আমার থেকেও নিচু গলায় বললেন, 'না, কিছু বলব না।'

আপনি কি আমাকে খুঁজছিলেন মেসোমশাই?

'কী জানি। ঠিক জানি না সাগর।' অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়ে আনমনে বললেন বৃদ্ধ।

মাথা নামিয়ে বললাম, 'আমিও জানি না। কে খুঁজছে জানি না। জানার জন্য একবার এখানে একবার ওখানে ছুটে যাচ্ছি। কিন্তু জানতে পারছি না। মাঝেমধ্যে

BanglaBook.org

সন্দেহ হচ্ছে, আমি নিজেই খুঁজছি না তো?'

বলতে বলতেই চুপ করে যাই। নদী পেরিয়ে হাওয়া আসে। হাওয়ায় মিশে থাকে জল, ভেসে থাকে ছেঁড়া সুর। চমকে উঠি। কে গায়? কোথায় গায়? ওপারে? নাকি এদিকের কেউ?

একটা সময় ফিসফিস করে বলি, 'চলুন এবার বাড়ি ফিরে যাই।'

বৃদ্ধ মানুষটা চমকে বলেন 'বাড়ি!'

আমি হাত ধরে বলি, 'হ্যাঁ।'

কল্যাণের পারচেজ ম্যানেজার এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ মানুষটাকে নজর করলেন। ভুরু কুঁচকে গেল। কুঁচকে যাওয়াই কথা। বলা নেই কওয়া নেই, একটা বুড়ো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া কোনও কাজের কথা নয়। কল্যাণ আমাকে বারণ করেছিল। গলা নামিয়ে বলেছিল, 'এটা কে?

'দীপার বাবা।'

'দীপার বাবা। দীপাটা আবার কে?'

'আমার বান্ধবী।'

'কই আমি তো চিনি না!' কল্যাণের গলায় সন্দেহ।

'তুই চিনিস না সেটা দুর্ভাগ্য। জাস্ট নাউ দীপা স্টেট্‌সে আছে। বাড়ি ভাড়া মেটানোর জন্য সে আমাকে ডলার পাঠিয়েছে। সেই ডলার দেখে আমার বাড়িওলা গোকুলবাবুর মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঘুরে কাল রাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে হয়। তিনি আবার জ্ঞান হারান।'

ঘটনা পুরো সত্যি নয়, তবে অনেকেটা সত্যি। কাল রাতে গঙ্গার ধার থেকে বাড়ি ফিরে দেখি অত রাতেও গেটের কাছে গোকুলবাবু পায়চারি করছেন। আমি দ্রুত এগিয়ে এসে বলি, 'ব্যাপার কী? কোনও বিপদ-টিপদ হল নাকি?'

গোকুলবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এই যে ছোকরা, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।'

আমি প্রমাদ গুনলাম। নিশ্চয় পৃথার ঘটনা জানাজানি হয়ে গেছে।

'আমার জন্য! এত রাতে?'

গোকুলবাবু দাঁতে চিড়বিড়ানি ধরনের আওয়াজ তুলে বললেন, 'রাতে করব না তো কী? খারাপ লোকদের ধরতে রাতেই টহল দিতে হয়।'

আমি হাসতে গিয়েও পুরোটা পারলাম না। আদ্দেক হয়ে হাসি আটকে গেল। ঘটনা নিশ্চয় যা ভেবেছি তাই। পুরনো স্বামীকে পৃথার পুনর্নির্বাহের খবর এ বাড়িতে চলে এসেছে। বাড়ির কর্ত্রী জেনে গেছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পেছনে

BanglaBook.org

রয়েছি আমি। বিশ্বাসঘাতক। সবাইকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া যায় কিন্তু একজন বিশ্বাসঘাতককে নয়। এরা কি আজ আবার আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে? দিলে কেলেঙ্কারি। সিঙ্গল কেলেঙ্কারি নয়, ডবল কেলেঙ্কারি। কারণ আজ আর আমি সেদিনকার মতো একা নয়। আমার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ মানুষও আছেন। অসুস্থ হওয়ার অপরাধে বৃদ্ধাবাস থেকে বিতাড়িত একজন অসহায় বৃদ্ধ। এবার আমিও যদি বিতাড়িত হই তাহলে আর দেখতে হবে না। দুই বিতাড়িতকে আজ সারারাত পথে পথে ঘুরতে হবে।

আমি মিনমিন করে বললাম, 'মেসোমশাই, আমি...'

গোকুলবাবু ধমক দিলেন, 'চোপ্। তুমি ভেবেছ কী হে ছোকরা? ভেবেছটা কী? পৃথার সমস্যা মিটিয়েছ বলে আমার মাথা কিনে নিয়েছ? মোটেই নয়। একেবারেই নয়। তোমার মাসিমা তোমার এইসব চালাকিতে গলে যেতে পারে, আমি গলি না।'

ধড়ে প্রাণ এল। যাক, বাড়ির কর্ত্রী তাহলে পৃথা-কাণ্ডে গলেছে। পুনর্বহালের মতো বোনঝির পুনর্বিবাহে তিনি খুশি! উফ্ দারুণ! বিরাট চিন্তায় ছিলাম। আমি একগাল হেসে গদগদ স্বরে বললাম, 'মাসিমা কোথায়?'

গোকুলচন্দ্র আবার খিঁচিয়ে উঠলেন।

'কোথায় আবার, নাচতে নাচতে কসবায় গেছেন। এখনও ফেরেননি বলে চিন্তায় গেটের সামনে পায়চারি করছি।'

'চিন্তা করবেন না মেসোমশাই। মোটে চিন্তা করবেন না। পুলিসের গাড়িতে উনি ফিরে আসবেন। অধিক রাতে পুলিসকে ভয় নেই। পুলিসকে ভয় দিনের বেলা।'

বাড়িওলা এবার আঙুল তুলে হিসহিসিয়ে বলেন, 'দেখ সাগর, ওসব বিয়েটিয়েতে আমার কিছু এসে যায় না। তোমার মাসিমা আমাকে যা-ই বলুক, সাতমাসের বাকি টাকা না পেলে আমি তোমার ঘরের তালা খুলব না। এটা ভাল করে বুঝে নাও বাপু।'

এবার তোমার পালা সাগর। দুনিয়ার অপমানিত বেকার ভাড়াটেকুল তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। আমি হাসতে শুরু করি। হাসতে হাসতে পকেট হাতড়ে দীপার বাবার সুটকেসে পাওয়া ডলারগুলো বের করে তুলে ধরি মানুষটার দিকে। তালা থেরাপির পাল্টা ডলার থেরাপি। অপমানের বদলা।

'এই দেখুন। চিনতে পারছেন? আমি আপনাকে বলেছিলাম না মেসোমশাই ডলার নিয়ে আসব? বলেছিলাম কিনা? আপনার তালা থেরাপি কাজ করেছে

BanglaBook.org

মেসোমশাই। একশো ভাগ কাজ করেছে। নিন, ডলারগুলো রাখুন। হিসেব করে সাতমাসের ভাড়াটা নিয়ে বাকি টাকা ফিরিয়ে দিন। ঠিক আছে, পুরোটা দিতে হবে না আর একমাস এক্সট্রা রাখুন। যতদূর মনে পড়ছে আমি অগ্রিমের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম না? ডলার যেন কত করে যাচ্ছে মেসোমশাই? চল্লিশ? নাকি একচল্লিশ, ষাট? নিন ধরুন। তবে এ-সব জিনিস লুকিয়ে রাখবেন। এখন আইনকানুন খুব শক্ত। কাগজপত্র ছাড়া বিদেশি টাকাপয়সা নিয়ে কাজ করলে সোজা জেল। জামিন তিনমাস পরে। হাতপাখাটা কোথায় মেসোমশাই? উফ্ যা গরম পড়েছে!'

বেকার, অকর্মণ্য, 'ব্রিলিয়ান্ট মিথ্যেবাদী'টি যে সত্যি সত্যি কোনওদিন বাড়িভাড়া দেওয়ার জন্য হাতে করে ডলার এগিয়ে দেবে গোকুলবাবু নিশ্চয় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। শকের মতো লেগেছে। বারান্দার টিমটিমে আলোতেই দেখলাম 'তালা থেরাপি' আবিষ্কারকের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। হাত-পা নেড়ে বললেন, 'ওরে বাবা, ওসব আমি পারব না। ও জিনিস আমি হিসেব করতেও পারব না, ভাঙাতেও পারব না। ওসব তুমি রেখে দাও সাগর। আমাকে জড়িও না।' তারপর একগাল নার্ভাস হেসে বললেন, 'বাবা, সাগর, এত তাড়াহুড়োর কী আছে? কিছু নেই। তুমি তো আর বাইরের ছেলে নও, ঘরের ছেলে। ভাড়া ধীরেসুস্থে দিলেই হবে। আমি বরং আজই ঘরটা খুলে দিচ্ছি।'

আমি এবার মোড়াটা টেনে বসলাম। লম্বা করে হাই তুললাম। গরম লাগছে। স্বাভাবিক, গরম লাগাটাই স্বাভাবিক। পকেটে ডলার থাকলে গরম তো লাগবেই। বললাম, 'কী গরম!'

গোকুলবাবু তাড়াতাড়ি হাতপাখাটা এগিয়ে দিলেন।

'মেসোমশাই, বকেয়া ভাড়া না দিয়ে নিজের ঘরে ঢোকাটা কি ঠিক হবে? মনে হচ্ছে না ঠিক হবে।'

ভদ্রলোক কয়েক পা এগিয়ে এলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'লক্ষ্মী বাবা আমার। হীরের টুকরো ছেলে। এত রাতে আর জ্বালিও না আমায়। সোনামুখ করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে আমাকে এবারের মতো রেহাই দাও।'

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আবার প্রমাণিত হচ্ছে জীবন কত আশ্চর্যের! যে মানুষটা টাকার জন্য আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল, সেই মানুষটাই ঘরে ঢোকানোর জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে!

আমি আড়মোড়া ভাঙলাম। বাড়িওলার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে

BanglaBook.org

বললাম, 'তাহলে কিন্তু আমার দুটো শর্ত মানতে হবে মেসোমশাই। হ্যাঁ, এই বলে দিলাম, না বললে শুনব না। এক নম্বর হল আমার একজন গেস্টকে আজ রাতটা আমার সঙ্গে থাকতে দিতে হবে। চিন্তা নেই কোনও মহিলা নয়। মহিলার বাবা। আর নম্বর টু হল আমার বন্ধ দরজার তালা আপনি নিজের হাতে খুলবেন। শুধু খুলবেন না, খুলবার সময় বলতে হবে, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক। একবার, দুবার, তিনবার। আপনি যদি এতে রাজি হন তবেই আমি আজ রাতে ও ঘরে ঢুকব। নইলে যতক্ষণ না ডলারের একটা বিহিত করবেন এই বসে রইলাম।'

একেই বলে ডলারের হিম্মত। আমার বাঘা বাহাদুর বাড়িওলা সত্যি সত্যি দরজা খোলার সময় বিড়বিড় করে বললেন 'চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং...!' আমি পেছনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলাম। দীপার বাবার হাতে সুটকেস। তিনি হাততালি দিতে পারলেন না। তবে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন।

অপমানের দরজা খুলে গেল। আমি রাজার মতো ঘরে পা দিলাম।

কল্যাণকে এত কথা বলে লাভ নেই। সে বিশ্বাস করবে না। আমি তাই খানিক আগে তার অফিসে এসে বলেছি, 'তোর বসের সঙ্গে দেখা করব। ইমিডিয়েট। এখনই।'

'ঠিক আছে, এই লোককে কিন্তু আমার বসের কাছে নিয়ে যাস না।'

'নিয়ে যাব। ওকে নিয়েই দরকার। আর যদি না যেতে দিস তাহলে বলে দে আমি চললাম। তোর বসের মেয়ের কাজ ফিফটি পার্শেন্ট হয়েই পড়ে রইল।'

কল্যাণ তার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। আমার হাত দুটো ধরে একগাল হেসে বলল, 'বলিস কী সাগর ফিফটি পার্শেন্ট হয়ে গেছে?'

আমি উদাসীন ভঙ্গিতে বললাম, 'ফিফটির বেশি। ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পার্শেন্ট। এবার বাকি টাকা নিতে এসেছি। তা হলে বাকি কাজটা হবে।'

এরপর কল্যাণ নিজে তার বসের ঘরে আগে ঘুরে আসে তারপর আমাদের দু'জনকে ঢুকিয়ে দেয় হন্তদন্ত ভঙ্গিতে।

পারচেজ ম্যানেজার দীপার বাবার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বললেন, 'এবার বলুন আমার মেয়ে কী বলল?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'বলল, আমায় খুঁজছে।'

'খুঁজছে! খুঁজছে মানে! আমার মেয়ে আপনাকে খুঁজতে যাবে কেন? আপনি কি আজও আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে চাইছেন? ভুলে যাবেন না আজ আমার পজিশন অনেকটা বেটার। আপনি আমার থেকে টাকা নিয়ে ফেলেছেন

BanglaBook.org

সাগরবাবু।'

মনে মনে বললাম, 'পজিশন গুড, বেটার না বেস্ট একটু পরেই বুঝতে পারবে বাছাধন।' মুখে অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, 'ইয়ার্কি কেন হবে স্যার? ইয়ার্কির কী আছে? আপনি আমাকে খুঁজতে পারেন, আপনার মেয়ে আমাকে খুঁজতে পারে না? সত্যি কথাটা কী জানেন স্যার, এই দুনিয়ায় সবাই খুঁজছে। সারাক্ষণ খুঁজছে। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ নেই। এই যে বৃদ্ধ মানুষটা আমার পাশে বসে আছেন, জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও তিনি কি খোঁজ থামাতে পেরেছেন? পারেননি। উনিও খুঁজছেন। হন্যে হয়ে খুঁজছেন। অথচ এরকম হওয়ার কথা নয়। ওনার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। জগতের নিয়মের কারণেই হয়নি। উনি খুঁজছেন একটু শান্তি, সামান্য একটু যত্ন। আর আপনি? আপনি কী খুঁজছেন বলুন তো স্যার? মেয়ের নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ। আমি খুঁজছি টাকা। আর এই কল্যাণকে দেখুন স্যার, বেটা আমার উপকার খুঁজছে। তাই বলছিলাম, খোঁজার কথা কি অমন করে বলা উচিত? কে কখন কাকে খোঁজে আগে থেকে বলা যায়?'

রাজন্যা সত্যি আমাকে খুঁজছিল। অন্তত মুখে সেরকমই বলছে। সত্যি কথা বলতে কী মেয়েটা নামের মতোই চমৎকার। চমৎকার এবং বুদ্ধিমতী। অনেক বেতন নিয়ে কম্পিউটার কোম্পানিতে কাজ করে। আমি যখন তাকে টেলিফোন করি তখন গনগনে দুপুর। কলকাতা রোদে ভাসছে। আজকাল কলকাতায় প্রাইভেট টেলিফোন কোম্পানিগুলো যে কোনও জায়গায় একটা করে সেট বসিয়ে দিচ্ছে। শহরের পানবিড়ির দোকান থেকে শুরু করে চকচকে শপিং মলের পার্কিং লট পর্যন্ত এই কাণ্ড চলছে। শুনলাম চৌরঙ্গি না হাজরার দিকে পাবলিক ইউরিনালেও সেট বসেছে। লাল রঙের টেলিফোন। হাতছানি দেয়। কোনও কোনওটার গায়ে আবার নানা ধরনের ছাড়ের কথা লেখা। 'একটা কথায় একটা ফ্রি। পাঁচ মিনিট আপনি বললে তিন মিনিট আমরা বলি'—ধরনের সব কথা। যাইহোক, রাজন্যার সঙ্গে কথা বলব বলে শিয়ালদা সাবওয়ের মধ্যে একটা টেলিফোন খুঁজে বের করি।

'রাজন্যা, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।'

ওপাশের গলা যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ঝরনার ফেনার মতো উছলে উঠল। মেয়েদের এই একটা সুবিধে। সত্যি সত্যি খুশি হলে তারা আগের বয়সে ফিরে যায়। বালিকা যায় শৈশবে। কিশোরী পায় বাল্য। তরুণীর জন্য অপেক্ষায় থাকে কৈশোর। তরুণী রাজন্যা তার কিশোরী কণ্ঠে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল।

BanglaBook.org

'সাগরদা, সাগরদা, আপনি নিশ্চয় সাগরদা! সাগরদা, আমি ঠিক ধরেছি কিনা বলুন? আগে বলুন।'

নিশ্চয় অভিমন্যু, যার কোড নাম সিমকার্ড, প্রেমিকাটি আমার কথা বলেছে। গলা নকল করেও কি দেখিয়েছে? হতে পারে। প্রেমের সময় মানুষ সব পারে। সে যাইহোক, যুদ্ধের নিয়ম হল রাজার সঙ্গে রাজার মতো আচরণ কর। আমিও করলাম। কোনওরকম কারসাজি না করে বললাম, 'তুমি ঠিক ধরেছ রাজন্যা। আমি সাগর। তুমি কেমন আছ?'

'খুব খারাপ ছিলাম। এখন ভাল আছি। আপনি টেলিফোন করেছেন তাই ভাল আছি। উফ্ আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!'

'তোমার সঙ্গে কথা বলে আমারও আনন্দ হচ্ছে। তুমি কি এখন অফিসে?'

'না, সাগরদা আমি এখন অফিসে নই। আমি এখন সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে। উইপ্রোর সামনে দাঁড়িয়ে অভিমন্যুর জন্য অপেক্ষা করছি। ও মোটরসাইকেল নিয়ে আসবে। তারপরে আমি ফুচকা খেতে যাব। অভিমন্যু খাবে না। ও ফুচকা খায় না। কিন্তু ফুচকা খাওয়ার সময় আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝালের সময় আমি যখন উঃ, আঃ করে লাফালাফি করি তখন নাকি ওর খুব ভাল লাগে। কী পাজি দেখুন! সাগরদা, আপনি কি মনফোন থেকে ফোন করছেন? অভিমন্যু আপনার মনফোনের কথা আমাকে বলেছে। জিনিসটা দারুণ। আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন না। প্লিজ!'

না, সিমকার্ড দেখছি কিছুই বাকি রাখেনি। সব বলা হয়ে গেছে। প্রেমের এই একটা মুশকিল। অনেক কিছু বলতে হয়। শুনতেও হয়। করবীর মাসতুতো ভাইকে নাকি গার্ল ফ্রেন্ড এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছিল। দোলে না পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সময় গোটা রেলপথ রিলে করতে করতে গিয়েছিল। ধানখেত, নদী, পুকুর থেকে শুরু করে শিমুল, পলাশ সব। এমনকি রেলের আওয়াজ বোঝানোর জন্য টানা কুড়ি মিনিট আবৃত্তি করেছিল। তর্জনী তুলে কেন শাসন কর? আমি মানব না, আমি মানব না। তর্জনী তুলে কেন শাসন কর? আমি মানব না, আমি মানব না। তর্জনী তুলে কেন শাসন কর? আমি...।

'রাজন্যা, মনফোন সবার কাছেই আছে। শুধু কানেকশন কবে হবে সেটা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। হঠাৎ একদিন হয়ে যায়। দেখবে কোনও এক শুনশান দুপুরে তোমার মনফোনও বেজে উঠবে। গম্ভীর গলায় ভেতরে কেউ একজন বলবে, ম্যাডাম, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনি কি রাজন্যা? তুমি তখন বলবে হ্যাঁ, আমি রাজন্যা। তখন সেই গম্ভীর গলা বলবে, অভিনন্দন ম্যাডাম।

BanglaBook.org

এখন থেকে আপনারা মনফোনের লাইন চালু হয়ে গেল। হ্যাভ এ নাইস ডে। ব্যস। তবে আমি এখন কিন্তু মনফোনে কথা বলছি না।'

'সাগরদা, আপনার গলায় ইকো হচ্ছে কেন?'

'আমি গুহা থেকে বলছি। তাই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। তোমাকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য গুহায় ঢুকে ফোন করছি।'

'গুহা! ইন্টারেস্টিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপনি গোটা মানুষটাই খুব ইন্টারেস্টিং। আমি আপনাকে পছন্দ করি। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেই কারণেই আমি আপনাকে এত খুঁজছি। আমি ইচ্ছে করলে অভিমন্যুর কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর বা ঠিকানা নিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কেন করিনি জানেন? কারণ আমি অপেক্ষা করছিলাম। পৃথিবীতে খুব কম মানুষের জন্য অনেকটা সময় ধরে অপেক্ষা করা যায়। অভিমন্যুর কাছ থেকে শুনে মনে হয়েছিল, আপনি সেই কম মানুষদের একজন।'

এবার কাজের কথায় আসতে হবে।

'রাজন্যা, তুমি কি জান তোমার বাবার কাছ থেকে আমি কী কাজের দায়িত্ব নিয়েছি?'

রাজন্যা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'জানি। দায়িত্ব জানি, আপনি কীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন তাও জানি। সব জানি। অভিমন্যু বলেছে। বলেছে, আপনি একটা বেকার, পাটিবাজ, গুন্ডা ছেলের সঙ্গে সুন্দর একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই বিয়ে হবে গোপনে। মেয়ের বাড়িতে কেউ আগে জানতে পারবে না। তাই তো? শুধু ডেডটা আপনি ঠিক করবেন।'

কথা শেষ করে রাজন্যা আবার হাসতে শুরু করল।

আমি বললাম, 'গুড। তাহলে তো তুমি সবই জেনে গেছ। আসলে কী জান রাজন্যা, প্রথমে খানিকটা বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিলাম। যতই হোক ছেলে কাজকর্ম কিছু করে না। পরে ভেবে দেখলাম ভাবনা ঠিক নয়। বেকার মেয়ের যদি বিয়ে হয় ছেলের হবে না কেন? এই ভাবনাটাই মেয়েদের পক্ষে অপমানের। আমরা পোশাকে আধুনিক হয়েছি, কথায় হয়েছি, কাজে হব না কেন?' ওপাশ থেকে কোনও উত্তর এল না। আমি আবার শুরু করলাম, 'যাক, রাজন্যা, এবার দরকারি কথা বলি। সব ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ে অ্যান্ড হানিমুন। একটাই প্যাকেজ। তুমি ছুটির জন্য আজই অ্যাপ্লাই করে দাও। অভিমন্যু দশদিনের কথা বলবে। তুমি শুনবে না। বেকার স্বামীর সব কথা শোনা ঠিক হবে না! মাথায় চড়ে বসবে।

BanglaBook.org

তুমি ছোট মেয়ে, সংসারে ঢুকছ। প্রথম থেকেই কড়া হাতে চালাতে হবে। তাকে কাজকর্মে ঢোকাতে হবে। তুমি এখন অফিসে সাতদিন ছুটির জন্য অ্যাপ্লাই করবে। কিন্তু সাতদিন পরেও জয়েন করবে না। স্বামীকে চমকে দিয়ে আরও তিনদিন কামাই করবে। মোট সেই দশদিনই হল আবার হলও না। বিয়ের ব্যবস্থা নিয়ে তোমাদের চিন্তার কারণ নেই। আমার পরিচিত রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক খুবই ভাল। সম্প্রতি তিনি একটি পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানে কাজ করেছেন। পুনর্বিবাহ কী জান? অনেকটা একই চাকরিতে পুনর্বহালের মতো। পাত্রপাত্রী সেম, শুধু বিয়েটা আবার। মজার না? ওই রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক কিন্তু মজার থেকে আপ্লুত হয়েছেন বেশি। সেদিন আমাকে বললেন, তাঁর তিরিশ বছরের কর্মজীবনে এমন একটি কেসও তিনি পাননি। সেই কারণেই তিনি নাকি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। এরপর থেকে আমার রেকমেন্ডশনের সব বিয়ে-থা ফ্রি-তে করিয়ে দেবেন। কী কাণ্ড বল তো। ফ্রি লেখাপড়া, ফ্রি চিকিৎসা হয়, তা বলে একেবারে ফ্রি বিয়ে? যাক, তোমরা বিয়েরদিন সন্ধেবেলায় সোজা হাওড়া স্টেশন চলে যাবে। টিকিটের ব্যবস্থাও আমি করে রাখব। শুধু একটা শর্ত, তোমাদের হানিমুনের স্পট আপাতত গোপন থাকবে। স্পট তুমি কি জানতে চাও?'

রাজন্যা ওপাশ থেকে ফিসফিসিয়ে উঠল।

'না, জানতে চাই না।'

মেয়েটা কাঁদছে নাকি? হতে পারে। বলা হয় মেয়েদের মন নাকি খুবই জটিল একটা বিষয়। বোঝা কঠিন। আমার মতে, মন নয়, মেয়েদের কান্না সব থেকে কঠিন বিষয়। ছেলেরা দুঃখে কাঁদে। মেয়েরা আনন্দেও কাঁদতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'পরিকল্পনা কেমন লাগছে রাজন্যা?'

ওধারে রাজন্যা একটু চুপ করে থাকে। নিচু গলায় ফুঁপিয়ে ওঠে। বলে, 'খারাপ লাগছে। খুব খারাপ লাগছে। আপনি এত ভাল কেন সাগরদা?'

আমি আওয়াজ করে হেসে উঠি। সাবওয়ের দেওয়ালে সেই হাসি ধাক্কা খেতে খেতে ঘুরপাক খায়। ঘুরপাক খেতে থাকে।

'আমি তো গুহামানব, তাই ভাল। আর কোনও কারণ নেই। গুহামানবরা খারাপ হতে পারে না। রাজন্যা, এবার টেলিফোন ছাড়ব। দু-একদিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে। টেলিফোন ছাড়বার আগে তোমাকে একটা ধাঁধা বলছি। মন দিয়ে শোন। তিনের ধাঁধা। ৬০ থেকে ৭০ এর মধ্যে এমন একটা সংখ্যা আছে যাকে চার ভাগ করে প্রথম ভাগের সঙ্গে ৩ যোগ করলে, দ্বিতীয় ভাগের থেকে ৩ বিয়োগ করলে, তৃতীয় ভাগকে ৩ দিয়ে গুণ করলে এবং চতুর্থ ভাগকে ৩ দিয়ে ভাগ করলে ফল একই হয়।'

রাজন্যা বলল, 'ধাঁধাটা তিনের কেন?'

BanglaBook.org

সামান্য চুপ করে থাকি। বলি, কিছুদিন আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা তিন নম্বর চিঠি। তাই তিনের ধাঁধা। অন্য কোনও কারণ নেই।'

দু'দিন পরে রাজন্যার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সঙ্গে অভিমন্যু ওরফে সিমকার্ড। বিয়ের তারিখ জানিয়ে ওদের হাতে ট্রেনের টিকিট তুলে দিয়েছি। হানিমুন কুপের টিকিট। দরজা আটকানো কুপে স্বামীর সঙ্গে যেতে হবে শুনে ফর্সা রাজন্যার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়। সুন্দর মেয়েটাকে আরও সুন্দর দেখায়। জায়গার নামও বলেছি। শুনে দু'জনেই লাফিয়ে উঠল। লাফানোর মতোই জায়গা। জায়গাটা হল... থাক্, নতুন বিয়ে করা ছেলেমেয়ের এইটুকু গোপন থাক। কথা শেষে রাজন্যার হাতে এটা খাম তুলে দিই।

'নাও এটা ধর। ট্রেনের টিকিটের জন্য কিছু খরচ হয়েছে। নইলে তোমার বাবার দেওয়া পুরো পাঁচ হাজার টাকাই থাকত। খামটা রাখ রাজন্যা। না বলবে না। এটা আমার উপার্জনের টাকা। তোমাদের বিয়েতে উপহার।' তারপর অভিমন্যুর কাঁধে হাত রেখে বলি, 'বিয়ের সময় আমি থাকতে পারব না। আমার অন্য একটা কাজ আছে। তোমার ভল্টুদার বাড়িতেই কাজ। তবে তোমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। বি বা দী বাগ দক্ষিণ থানার ওসি তোমাদের বিয়ের গোটা দায়িত্ব নিয়েছেন। চমৎকার মানুষ তিনি। বলেছেন, বিরাট ফোর্স নিয়ে নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির থাকবেন। এই বিয়ে আটকায় কার ক্ষমতা? আমি বলেছি, পুলিস যেন উর্দি পরে হাতে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে থাকে। বেশ একটা গান স্যালুটের মতো হবে। বিয়েতে গান স্যালুট একটা রেয়ার ঘটনা। তাই না? বিয়ের পর সোজা ওসি সাহেবের কসবার ফ্ল্যাটে চলে যাবে। ওঁর স্ত্রী পৃথা নবদম্পতিকে সরবত খাওয়াবেন। উনি সরবত বিশেষজ্ঞ। যদি মনে হয়, আজই সরবতের রঙ বলে দিতে পার। আমি চলি।'

রাজন্যার দিকে তাকিয়ে দেখি মেয়েটা কাঁদছে। খুবই নিঃশব্দে কাঁদছে। জলভরা চোখ তুলে বলল, 'আমি কি ধাঁধাটার উত্তর বলব?'

'না, থাক। সব ধাঁধার উত্তর ভাল লাগে না।'

মিস্টার গোস্বামী এবার গলা তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। জ্ঞানের কথা বন্ধ করুন। কাজের কথা বলুন।'

আমি ঝিনুক পেপার ওয়েটটা চোখের সামনে তুলে বললাম, 'বললাম তো কাজ অনেকটাই হয়ে গেছে। আপনার ওই সিমকার্ড ছোকরাকে শহর থেকে সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দু'দিনের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। সে পরশুদিন হাওড়া থেকে ট্রেন ধরছে। সিমকার্ডের সঙ্গে মোবাইল থাকবে।'

BanglaBook.org

'মোবাইল! মোবাইল মানে?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'মানে তো বলা যাবে না স্যার। কোড নেম। আমার ওই ছোকরাকে ট্রেনে তোলার দায়িত্ব। তুলে দিচ্ছি। ব্যস, এরপর আপনি বুঝবেন। এবার বাকিটা চাই।'

কল্যাণ হাত তুলে একটা কিছু বলতে গেল। আমি তাকে থামিয়ে বললাম, 'তুই এর মধ্যে আসিস না কল্যাণ। এটা একটা প্রফেশনাল ব্যাপার। তবে এইটুকু বলতে পারি, তোর স্যারের কাজটা করতে পেরে মজা পেয়েছি। স্যার, আপনার মেয়ের আচরণ কীরকম?'

পারচেজ ম্যানেজার এতক্ষণে আমাকে যেন খানিকটা বিশ্বাস করছেন। বললেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়ের আচার-আচরণে কিছু বোঝা যায় না। তবে মেয়ের মা বলছিল, একটু যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। থম্ মেরে গেছে।'

আমি হেসে বললাম, 'যাবেই। আমার ধমক খেলে সব মানুষই থম্ মেরে যায়। স্যার কিছু মনে করবেন না, সেরকম হলে আপনিও যাবেন।'

কল্যাণ আমার হাঁটুতে চিমটি দিল। আমি কিছু বললাম না। দিক, যত খুশি চিমটি দিক। বেচারির জন্য দুঃখ হচ্ছে আসল ঘটনা জানাজানির পর বদলি না হয়ে যায়। মিস্টার গোস্বামী খানিকটা আপনমনে বললেন, 'ভাবছি মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেব।'

আমি সোৎসাহে বললাম, 'দিয়ে দিন স্যার অবশ্যই দিয়ে দিন। আমার চেনা রেজিস্ট্রার আছে। ফাইন পারসেন। পুনর্বিবাহের কাজে ইতিমধ্যে নাম করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। কয়েকদিনের মধ্যেই টিভিতে দেখা যাবে। গানের লড়াইয়ের বিচারক সেজে কানে হেডফোন দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছেন। জানেন তো স্যার আজকাল একটু নামডাক হলে আর রক্ষে নেই। টিভিওলারা অলি-গলিতে পর্যন্ত এজেন্ট রেখেছে। নাম হলেই তুলে নাও। তুলে নিয়ে সোজা স্টুডিওতে। গানের কম্পিটিশনের বিচারকের চেয়ারে। আমাদের পাড়ার এক কুস্তিগীরকে নিয়ে তো স্যার দুটো চ্যানেলে খামচাখামচি হল। বিরাট কেলেঙ্কারি। একটা চ্যানেল হিন্দির জন্য, অন্যটা রাগপ্রধান। শেষ পর্যন্ত কুস্তিগীর অবশ্য রাগপ্রধান বেছেছেন। ফাইনাল এপিসোডে উনি নিজে গাইবেন। রোজ সকালে বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্র্যাকটিস করছেন আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন, দিল ওহি মেরা ফাঁস গায়ি...। গলা সুন্দর।'

পারচেজ ম্যানেজার কঠিন চোখে তাকালেন। আমি চুপ করলাম। উনি বললেন, 'আপনি বাকি টাকা কি এখনই নেবেন?'

BanglaBook.org

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'স্যার, ক্যাশ নয়, বাকিটা কাইন্ডে নেব।'

'কাইন্ডে! মানে?'

কল্যাণ বলল, 'কী যা তা বলছিস সাগর। বি সিরিয়াস।'

আমি কল্যাণকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তার বসের দিকে তাকাই। বলি, 'মানে কিছু নয় স্যার। এই যে বৃদ্ধ মানুষটা আপনার সামনে বসে আছেন ইনি অসুস্থ। সাধারণ অসুখ নয়, মানসিক অসুখ। এখানে আসার আগে আমি এনাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। তিনি বলেছেন, চিন্তার কারণ নেই। অসুখ একেবারে প্রথম পর্যায়ে আছে। কিছুদিন নার্সিংহোমে রেখে চিকিৎসা করলেই হবে। স্যার, এই চিকিৎসার খরচটা আপনি দেবেন। পুরো টাকা আজই নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিতে হবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমরা বসে আছি। টাকাটা চলে গেলে আমরা একটা ট্যাক্সি ডেকে রওনা দেব। ট্যাক্সি ভাড়া আপনাকে দিতে হবে না স্যার। কল্যাণ দেবে। ও কথা দিয়েছে।'

কথা শেষ করে আমি হাসি। হাসিটা কার মতো হল? নায়ক না ভিলেন?

দীপার বাবাকে নার্সিংহোমে রেখে বেরিয়ে এসে দেখি আকাশে দলে দলে মেঘ ছুটছে। তারা যেন আমায় খুঁজছিল। দেখতে পেয়েই হইহই করে উঠল। বৃষ্টি নামল ঝেঁপে। চারপাশ ঝাপসা করে। ইচ্ছে করলেই কোনও দোকান বা বাড়ির তলায় ঢুকে পড়তে পারি। কিন্তু ঢুকব না। আমি বৃষ্টির মধ্যে হাঁটব। বৃষ্টির ফোঁটারা আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলবে– এভাবে নয় এভাবে ঠিক হয় না/নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড় তাকে সয় না/এভাবে নয় এভাবে ঠিক হয় না/কীভাবে হয়? কেমন করে হয়/কেমন করে ফুলের কাছে রয়/গন্ধ আর বাতাস দুই জনে...।

আমি বৃষ্টির কথা শুনব। শুনব আর চোখ মুছব চোখ মুছব আর শুনব। কেউ জানতেও পারবে না আমি কাঁদছি। সবাই ভাববে বৃষ্টির জল পড়েছে।

BanglaBook.org

বারো

ভল্টুদার বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি দারুণ ব্যাপার!

কাঙালি ভোজনের কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। বসার ব্যবস্থা করতে হয় ফুটপাতে। দুটো সারি দিয়ে টানা বসা। একটায় মহিলা, অন্যটায় পুরুষ। এই সারি গলির মুখ থেকে বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে সব থেকে ভাল। তাহলে যে সব ভি আই পি এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাতে আসবেন তাঁদের সুবিধে হবে। ফট করে গাড়ি থেকে নেমে পড়বেন। কিন্তু তা না করে কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা যদি গলির ভেতর হয়, তাহলে সমস্যা। গাড়ির সমস্যা এখন গাড়ি মানেই চেহারায় বড়। ভি আই পি-দের গাড়ি হলে তো কথাই নেই। এক একটা প্লেনের মতো। নড়তে-চড়তে এবং দাঁড়াতে গাদাখানেক জায়গা লাগবে। ভি আই পি গাড়ির ড্রাইভাররা হলেন মিনি ভি আই পি। তাঁরা সরু গলি দেখলেই বিরক্ত হন। হবেনই তো। এই কারণেই খেতে বসা কাঙালির সারি বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার নিয়ম। নিয়ম অনুযায়ী খিচুড়ি এবং ছ্যাচড়া মেশুয়ার জন্য রাস্তার আর একপাশে থাকবে লম্বা লাইন। সেখানে ঠেলাঠেলি এবং মারপিট চলবে। সব থেকে ঝামেলা করে অসভ্য, দুর্বিনীত কাঙাল বাচ্চাকের দল। এর জন্য অনুষ্ঠানে আলাদা করে স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা রাখতে হয়। তারা বেঁটে বেঁটে লাঠি হাতে টহল মারে। এদিক-ওদিক দেখলেই মার। ঠিকই করে। সব কিছুর একটা শৃঙ্খলা থাকা উচিত। আমরা এই জরুরি কথাটা খেয়াল রাখি না। শুধু মারপিট নয়, এই হারামজাদারা অনেক সময় একবার খেয়ে এসে আবার লাইন দেয়। এই কারণে টোকেন সিস্টেমের নিয়ম ভাল। এই সিস্টেমে যে উদ্যোক্তারা গেছে তারাই হাতেনাতে সুফল পেয়েছে। প্রধান অতিথিকে দিয়ে টোকেন

BanglaBook.org

বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছে। ফুটবল ম্যাচে গেলে বলে লাথি মেরে অনুষ্ঠান শুরু করা যায়, কাঙালি ভোজন ফুটবল ম্যাচ নয়। প্রধান অতিথি শালপাতায় খিচুড়ি নিয়ে পথে বসে খেতে পারেন না। তাই টোকেন বিলি। যাই হোক, কাঙালি ভোজন অনুষ্ঠানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর আওয়াজ। খিদের আওয়াজ। যতক্ষণ অনুষ্ঠান চলবে সেই আওয়াজ থাকবে। চাপা, গম্ভীর এবং ধারাল সেই আওয়াজ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠবে আকাশে। তারপর ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে। ইংরেজিতে কি একেই বলে হাউলিং? বাংলায়? কোলাহল না গুঞ্জন? গুম্ গুম্ গুম্...। এক একটা সময় দূর থেকে এই আওয়াজ শুনলে গা-ছম্‌ছম্ করে উঠবে। মনে হবে ভয়ঙ্কর কোনও অগ্ন্যুৎপাতের আগে আগ্নেয়গিরি বুঝি হুঙ্কার দেয়!

ভল্টুদা সব নিয়ম ভেঙে দিয়েছে।

তার ভিখিরি ভোজনের আয়োজন দেখে চমকে গেলাম। বাড়ির উল্টোদিকের মাঠে শামিয়ানা টাঙানো। খিদের আওয়াজের বদলে হালকা করে বক্সে গান বাজছে। হিন্দি গান।

'মুন্না ভাই-ই-ই এম বি বি এস। মুন্নাভাই-ই-ই...।'

শামিয়ানা রঙিন, ঝলমলে। ভেতরে চেয়ার-টেবিল পাতা। টেবিলে ছোট ছোট ফুলদানি। তাতে একটা করে ফুল। লোকটা করেছে কী? ভিখিরিকে, চেয়ার, টেবিল, ফুল! শুধু চেয়ার-টেবিল নয়, বড় বড় ফ্যান ঘুরছে সাঁই সাঁই করে। ছেঁড়া, নোংরা, বদ্‌খত গন্ধের জামাকাপড় পরা মানুষগুলো হাসি হাসি মুখে পা দুলিয়ে দুলিয়ে মাছের মুড়ো খাচ্ছে। তাদের জট পাকানো, উকুন ভরা চুল উড়ছে ফুরফুরিয়ে। লুঙ্গি পরা খালি গায়ের এক আধবুড়ো পরিবেশনকারীকে ডেকে পাতের ফিশফ্রাই হাতে তুলে বলল, 'এই যে ছোকরা এদিকে শোন একবার। জিনিসটা ভাল নয়। ঠাণ্ডা মেরে গেছে, মুখে দিলেই অম্বল হবে। যাও, তুমি গরম দেখে একটা নিয়ে এস দেখি। আনার সময় হাতের চেটো দিয়ে গরম পরীক্ষা করে আনবে। নইলে বিপদ আছে, আবার পাঠাব।'

ভল্টুদা আর বউদিকে দেখলাম বেজায় ছুটোছুটি করছে। ওরা নিজেদের হাতে 'রিপিট'-এর দায়িত্ব রেখেছে। জনে জনে গিয়ে বলছে– 'আর একটা মাছ দিই? এক চামচ ফ্রায়েড রাইস? মাংস নিন দু টুকরো? অসুবিধে কিছু নেই। মাংসে ঝাল নেই। ছোটরা খাবে বলে ঝাল দিতে বারণ করেছি।' নেমন্তন্ন বাড়িতে 'রিপিট' একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূল পরিবেশনের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিনের মাধ্যেই মনুষ মূল পরিবেশন ভুলে যায়, 'রিপিট' মনে রাখে বহুদিন।

BanglaBook.org

এদেরটাও মনে রাখবে।

একফাঁকে ভল্টুদা আমার কাছে সরে এল। একগাল হেসে বলল, 'ধন্যবাদ সাগর। তুই তোর দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করেছিস। ভিখিরির উপস্থিতি খুবই চমৎকার।'

আমি মাথা নামিয়ে কায়দা মেরে 'বো' করলাম। বললাম, 'মোস্ট ওয়েলকাম ভল্টুদা। ভিখিরি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতে পারায় আমি গর্বিত। আই ফিল অনারড্।

ভল্টুদা মাথা নামিয়ে বলল, 'কীরকম বুঝছিস সাগর?'

'ওয়ান্ডারফুল।'

ভল্টুদা চোখ নাচিয়ে বলল, 'মেনু কেমন?'

'বিউটিফুল!'

'রান্না ভাল হয়েছে?'

'ফ্যানটাস্টিক।'

'এবার চড় খাবি। এত ইংরেজি ঝাড়ছিস কেন?'

'সাংঘাতিক কিছু দেখলে মানুষ বাবার নাম ভুলে যায়। আমি মায়ের ভাষা ভুলে গেছি ভল্টুদা। অভিভূত হয়ে আই ফরগেট মাই মাদার টাং। এখানে যদি আরও কিছুক্ষণ থাকি তাহলে আনন্দের চোটে হয়ত ইংরেজিও ভুলে যাব। তখন চীনা বা জাপানি ভাষায় কথা বলতে হবে।'

'ফাজলামি বন্ধ কর সাগর। কী মনে হচ্ছে, কাজ কিছু হবে? তোর বউদি তো বলছে হবে।'

আমি ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'হবে মানে একশোবার হবে। এই এলাহি ব্যবস্থার পরও যদি তোমার নির্বাচনের গেরো না কাটে তাহলে তো যাগযজ্ঞ, সংস্কার, মানত সিস্টেমটার ওপরই মানুষের আর বিশ্বাস থাকবে না। ভগবান কি আর সেটা অ্যালাউ করবেন ভল্টুদা? মনে হয় না অতবড় ঝুঁকি নেবেন তিনি।'

ভল্টুদা আমার দিকে আরও ঘেঁষে এলেন।

'তোকে চুপিচুপি একটা কথা বলি সাগর, কাউকে এখনই বলিস না। কাল পর্যন্ত ওসব ইলেকশন-ফিলেকশন নিয়ে ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ খাওয়াদাওয়া শুরু হওয়ার পর দেখছি আর ওসব মাথায় নেই। ভাল লাগছে। খুবই ভাল লাগছে। একটু আগে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা নিয়মিত করব। এই ধর তিন মাসে একবার। রবিবার দেখে। খরচাপাতি নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। আমার বারান্দার প্রণামীর বাক্সটা তো আছেই। কী রকম হবে মনে হচ্ছে?'

BanglaBook.org

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, 'কীরকম হবে তো এখনই বলতে পারব না। তবে অতিথিদের সঙ্গে আগে আলোচনা করে নিতে হবে। রবিবার ভিক্ষে পাওয়ার ট্রেন্ড কীরকম? কম না বেশি? সেই নিয়ে আলোচনা।'

'আবার ফাজলামি? খারাপ হলে হবে। খারাপ-ভাল নিয়ে আমার এখন কচু। আমি করবই।'

কথা শেষ হলে ভল্টুদা ছেলেমানুষের মতো দাঁত বের করে হাসল। তারপর ছুটল পায়েসের বালতি হাতে। টিভির মেগা হাসির কম্পিটিশনে ভল্টুদার এই হাসি দেখালে বলতাম, অন্য হাসি চিনতে না পারলেও এটা চিনেছি। এটা মানুষের হাসি। ভিখিরি ভোজন উৎসব করে ভল্টুদা কোন নির্বাচনে জিতবে জানি না। তবে একটা নির্বাচনে এখনই জিতে গেছে। মানুষ হওয়ার নির্বাচন। খুব কমজনই এতে জেতে।

শামিয়ানার বাইরে দেখি টুল পেতে শ্রীমান ঘুগনি বসে আছে। বেটা আজ কোথা থেকে যেন একটা রাংতার মুকুট যোগাড় করে মাথায় দিয়েছে! আলো পড়ে চকচক করছে। হারামজাদার হাবভাব আজ দেখছি লায়েকের মতো। সে যেন এ বাড়ির মালিক!

তার হাতে অবশ্য আজ বিরাট দায়িত্ব। লজ্জা নিবারণের দায়িত্ব। কোলের ওপর একগোছা সুতলি দড়ি। নেমন্তন্ন খেতে আসা অধিকাংশ ছোট ছেলেদেরই প্যান্টে বোতামের কোনও কারবার নেই দেখছি। তাদের এক হাত মাকে ধরা অন্য হাতে প্যান্ট। একটু অন্যমনস্ক হলেই প্যান্ট নেমে যাচ্ছে বেচারিদের রোগা কোমর, ঢুকে যাওয়া পেট থেকে। শামিয়ানার ভেতরে খেতে ঢোকার মুখে বোতামহীন প্যান্ট দেখলেই ঘুগনি পাকড়াও করছে। কান ধরে টেনে নিচ্ছে কাছে। তারপর বেল্টের মতো করে সুতলি দড়ি বেঁধে দিচ্ছে যত্ন করে। ব্যস, প্যান্ট যথাস্থানে। ঘুগনি তখন পশ্চাদ্দেশে চাপড় মেরে বলছে, 'যাঃ এবার মজা করে দু'হাতে খা শালা।'

দু'হাতে খাওয়া কি খুবই মজার? মনে হয় তাই। নইলে ছেলেগুলো চাপড় খেয়েও হাসতে হাসতে ছুটে যাবে কেন?

আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'খবর কী ঘুগনি?'

ঘুগনি মুখ না তুলে বলল, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

'বাবা, তুইও খুঁজছিলি! কেন তোর আবার কী হল?'

'কিছু হয় নাই, তবে খবর ভাল নয়।'

'কেন? ভাল নয় কেন?

BanglaBook.org

'আমি খাওয়া বয়কট করেছি।'

'খাওয়া বয়কট! ব্যাপারটা কী ঘুগনি?'

'বেগুন ভাজা হয়নি, তাই বয়কট। আমার একটা পেটিজ আছে।'

আমি হেসে ঘুগনির পিঠে চাপড় দিলাম। বললাম, 'ঠিক করেছিস। আমিও তোর সঙ্গে খাওয়া বয়কট করলাম। আচ্ছা, কোট-প্যান্ট কোথায়? তোকে আনতে বলেছিলাম না?'

ঘুগনি মুখ তুলে হাসল। বলল, 'এনেছি। উনি এখন রান্নাঘরে মোড়া পেতে বসে আছেন। ভল্টুকাকিমা তাকে নুন-ঝাল পরীক্ষার কাজ দিয়েছে। রাঁধুনি মামা হাতায় করে কড়া থেকে তুলে দিচ্ছে আর উনি মুখে দিয়ে দিয়ে বলছেন, উঁহু ঠিক নেই। আর একটু মিষ্টি দিতে লাগবে। শুনলাম আলুবখরার চাটনি নাকি সতেরোবার খেতে হয়েছে। হি হি।'

আমি বললাম, 'বাঃ, গুড নিউজ। ভাল খবর।'

ঘুগনি বলল, 'আর একটা ভাল খবর আছে। আমি কাল ঝুম্‌দের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'ঝুম্‌দের বাড়ি! মানে কসবা?'

শীর্ণকায় এক ভিখিরি খোকার কোমরে দড়ির বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ঘুগনি বলল, 'হ্যাঁ, কসবায়। ঝুম্ আর ওর বাবা-মাকে আজ এখানে আসার জন্য বলে এলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, ঝামেলায় যাব না। তারপর ভেবে দেখলাম, কাজটা ঠিক হবে না। রাস্তাঘাটে যদি দেখা হয়ে যায় লজ্জার কাণ্ড হবে। ওই মেয়ে পাজি মেয়ে। দুম্ করে হয়ত গাড়ির জানলা নামিয়ে বলল, কীরে ঘুগনি, সেদিন নিজেরা খুব খেলি। আমায় তো বললি না। রাস্তার মধ্যে একটা পেটিজের ব্যাপার হয়ে যাবে।'

আমি স্থির হয়ে তাকিয়ে আছি। ছেলেটা করেছে কী!

ঘুগনি হেসে বলল, 'নেমন্তন্ন পেয়ে ওরা খুব খুশি। বলল, নিশ্চয় আসবে। তবে একটু বেলা হবে। কাদের যেন বিয়ে না কী আছে। সেটা সেরে একেবারে বর-কনেকে নিয়ে খেতে আসবে। ভালই হবে ভল্টুমামা সভাপতি খুঁজছিল। বর-কনে দু'জনকেই সভাপতি করে দেব। কেমন হবে?

কথা শেষ করে ঘুগনি মুখ তুলে কার উদ্দেশে যেন হাঁক দিল, 'অ্যাই, মুন্নাভাই বন্ধ কর। ভনের গান নেই?'

আমি সরে এলাম। এখানে আমার কাজ ফুরিয়েছে। কাজ ফোরানো জায়গায় থাকতে নেই। আমি পালাব। চুপিচুপি পালাব। দ্রুত পায়ে এগিয়ে বড় রাস্তায়

BanglaBook.org

পড়লাম। পকেটে হাত দিতে তিন নম্বর চিঠি আমাকে ছুঁল। আশ্চর্য, কাল বৃষ্টিতে অত ভিজলাম, কিন্তু চিঠিটা নষ্ট হয়নি! কে জানে তিন নম্বর চিঠির হয়ত এটাও একটা মজা। জলে ভেজে না। আগুনে কি পোড়ে? একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? আমি নিশ্চিত, পুড়বে না।

রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ট্যাক্সিটার দরজা খুলে উঠে বললাম, 'চলুন।'

বেশিরভাগ সময়ই মানুষ তার ক্লান্তির কথা বুঝতে পারে না। তার চারপাশের আলো, বাতাস, তাকে বলে দেয়,—তুমি ক্লান্ত। হে পথিক, তুমি ক্লান্ত। আমারও তাই হল। অলি-গলি টপকে ট্যাক্সি বাইপাসে পড়তেই বুঝতে পারলাম আমি ক্লান্ত। তিন নম্বর চিঠির প্রেরককে খুঁজতে খুঁজতে আমি ক্লান্ত। সিটে মাথা রাখলাম। শহর বাড়ছে, তবু এদিকটায় এখনও অনেক হাওয়া। কোনও কোনওদিন ঝড়ের মতো। চোখ বুজলে মনে হয় ইট-পাথরের নয়, হাওয়ার পথে চলেছি। ট্যাক্সিচালককে যে আমি এই রাস্তায় আসতে বলেছি, এমন নয়। সে নিজেই এসেছে। হয়ত আমার ক্লান্ত মুখ দেখে তার হাওয়ার কথা মনে হয়েছে।

আমি চোখ বুজলাম। নম্বর টিপলাম মনফোনের।

'রেবা, কেমন আছ?'

'ভাল আছি। খুব ভাল আছি।'

'ভাল আছ! কী করে ভাল আছ রেবা?'

'ঠিক জানি না কী করে আছি। হয়ত তুমি পাশে নেই বলে। অনেক সময় এরকম হয় সাগর। গভীর না পাওয়া থেকে একধরনের প্রাপ্তির অনুভূতি তৈরি হয়। সেই অনুভূতি মানুষকে ভাল থাকতে সাহায্য করে।'

'এটা এক ধরনের অসুখ।'

'হতে পারে। কোনটা সুখ, কোনটা অসুখ আজকাল আর হিসেব করতে ইচ্ছে হয় না।'

'তুমি অসুখ থেকে বেরিয়ে এস রেবা।'

'আমি বেরোতে চাই না। থাক ওসব কথা। তোমার তিন নম্বর চিঠির খবর কী সাগর?'

'তুমি এ চিঠির কথা জানলে কী করে রেবা?'

'আমি জানি। তুমি খবর বল সাগর।'

'খবর ভাল নয়। এখনও পত্রলেখককে খুঁজে পাইনি।'

'পাওনি? নাকি পেয়েও চিনতে পারনি? অনেক সময় তো এরকম হয়। যাকে চেনার কথা তাকেই চেনা হয়ে ওঠে না। আর যাকে না চিনলেও চলে তাকে

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নিয়ে আমরা বসে থাকি। হয় না? আবার এটাও তো হতে পারে, তোমার ওই চিঠিটা আসলে চিঠি নয়। তার থেকেও বেশি কিছু। বড় কিছু।'

'কী সেটা? মানুষ?'

'হতে পারে না সাগর? কিছু কিছু মানুষ আছে যারা তোমার ওই চিঠির মতোই হঠাৎ এসে হাজির হয়।'

'হতে পারে। রেবা একটা কথা বলব?'

'বল।'

'তুমি কি ফিরে আসবে?'

'কোথায়?'

'কলকাতায়। আমার কাছে?'

'দূর পাগল। কলকাতায় যাব কেন? তোমার কাছেই তো আছি। থাকিও সবসময়। আমি না থাকলেও বা কী? তুমি তো থাক। থাক না? সেই যে গান আছে—তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও না।'

'না, আমি হারাই রেবা। বারবার হারাই। শুধু তোমাকে নয়, নিজেকেও হারাই। হারাই আর হন্যে হয়ে খুঁজি। পাই না, তবু খুঁজি। এক একটা সময় কী মনে হয় জান রেবা? মনে হয় এই চিঠি বুঝি আমারই লেখা। আমি নিজেকেই লিখেছি। খুঁজছি। খুব খুঁজছি। হ্যালো রেবা, হ্যালো শুনতে পাচ্ছ, হ্যালো...।'

চোখ খুলি। ট্যাক্সি আটকেছে পরমা আইল্যান্ডের ট্রাফিক সিগন্যালে। দূরের আকাশে বিকেল নামছে। মেঘের ফাঁকে সুতোর মতো গোলাপি রেখার বিকেল। ভারি সুন্দর। ট্যাক্সিচালক ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবেন?'

আমি গোলাপি বিকেলের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে উঠি।

'জানি না। সত্যি আমি জানি না কোথায় যাব।'

—